সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ও সূচিপত্র	১
ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাব এবং তাঁর সত্যতার বিষয়ে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ	২
ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কে সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পবিত্র বাণী	৪
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী	৫
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	৭
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আরোপিত সাতটি মোকদ্দমা তাঁর সত্যতার সাতটি নিদর্শন	১২
হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বিরুদ্ধবাদীদের করুণ পরিণতি	১৯
আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং কুরআনের প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অসাধারণ ভালবাসা	২৫

সম্পাদকীয়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.)এবছরের বিশেষ সংখ্যার জন্য ‘ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা” ‘আনওয়ানের মঞ্জুরী প্রদান করেছেন এবং নিজের অশেষ ব্যস্ততা সত্ত্বেও অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন যে বার্তা প্রেরণ করেছেন তা যে পাঠকদের জন্য আনন্দ এবং জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হবে তাতে সন্দেহ নেই। আমরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর স্নেহ ও ভালবাসার জন্য যারপরনায় কৃতজ্ঞ এবং হৃদয় উজাড় করে এই দোয়া করি- اَللّٰهُمَّ اَيِّدْ اِمَامَنَا بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ عُمُرِهٖ وَاَمْرِهٖ۔

এবিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ আয়ত্ব করা কেবল দরূহ কাজই নয়, অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর পুরো জীবন, রচনাবলী, বক্তব্য, মুখাবয়ব, স্বভাব-চরিত্র, তাঁর সাহাবাগণ, সন্তান-সন্ততি, ঐশী প্রেম, কুরআন ও রসুলের প্রতি ভালবাসা, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ, নিদর্শন, দোয়ার গ্রহণীয়তা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, ইসলাম সেবা, মানবতার সেবা এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভুতি-মোটকথা অসংখ্যা আঙ্গিক রয়েছে তাঁর সত্যতার যা আয়ত্ব করা অসম্ভব। আমরা তাঁর সত্যতার এক ঝলক পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। যদিও আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে সত্যতার বহু আঙ্গিক এবং দলিল-প্রমাণ পেশ করা বাকি থেকে যাবে।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার দলিল সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যদি কেউ বেদনাতুর হৃদয় নিয়ে গহন বিচার করে তবে অচিরেই তার কাছে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রকাশ পেতে পারে। যারা নিষ্ঠাভরে এবিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছে তারা সত্যকে পেয়ে গেছে এবং তাঁকে গ্রহণ করে তাঁর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তিনি (আ.) আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যথাসময়ে আবির্ভুত হয়েছেন, যে সময় মুসলমান জাতির তাঁকে ভীষণ প্রয়োজন ছিল এবং সমগ্র জাতি অধীর হয়ে তাঁর পথ দেখছিল। উম্মতের বুযুর্গদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই সময় এই কথা মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতো যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে। অতএব সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যথাসময়ে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি আবির্ভুত হলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

স্মরণ রাখ, যার অবর্তীর্ণ হওয়া নির্ধারিত ছিল, তিনি যথাসময়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। আজকে সকল লিখন পূর্ণ হয়েছে। সকল নবীর কিতাব এই যুগেরই উদ্ধৃতি দিয়েছে। খৃষ্টানদেরও এই বিশ্বাস রয়েছে যে, এই যুগেই প্রতিশ্রুত মসীহের আগমণ জরুরী ছিল। এসকল কিতাবে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ছিল, আদম হতে ছয় হাজার বৎসরের শেষে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমণ জরুরী ছিল। এই সকল কিতাবে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ছিল, আদম হতে ছয় হাজার বৎসর শেষও হয়েছে। আরও লেখা ছিল, এর পূর্বে পুচ্ছবিশিষ্ট তারকা উদিত হবে এবং বহুদিন পূর্বে উক্ত তারকা উদিত হয়েছে। আরও লিখিত ছিল, তাঁর যুগে একই মাসে যা রমযান মাসে হবে, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হবে এবং বহুদিন পূর্বে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। আরও লিখিত ছিল তাঁর যুগে প্রচণ্ডভাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হবে। এই সংবাদ ইঞ্জিলেও বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি দেখছি প্লেগ এখনও পিছু ছাড়ে নি। এছাড়া কুরআন শরীফ ও হাদীস এবং পূর্বের কিতাবসমূহে লিখিত ছিল তাঁর যুগে একটি নতুন বাহন সৃষ্টি হবে- যা আগুনের দ্বারা চলবে এবং এই দিনগুলিতে উষ্ট্র বেকার হয়ে যাবে। এই শেষাংশের হাদীস সহী মুসলিমেও উল্লেখ রয়েছে এবং উক্ত বাহন রেলগাড়িও আক্ষিত হয়েছে। আরও লিখা ছিল প্রতিশ্রুত মসীহ শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভুত হবেন এবং শতাব্দীরও একুশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। আল্লাহ্র এই সকল নিদর্শনের পর এখন যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করে সে আমাকে নয় বরং সকল নবীকে অস্বীকার করছে এবং খোদা তা’লার সাথে যুদ্ধ করছে। যদি তার জন্ম না হত তবে তা তার জন্য উত্তম ছিল।

(তাজকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৪)

* আল্লাহ্ তা’লা তাঁর রীতি ও প্রতিশ্রুতি اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ اور اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ অনুসারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহায্য ও সমর্থনে নিজের হাত প্রসারিত করেন। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা কি হিন্দু কি বা মুসলমান, পৃথক পৃথকভাবে এবং সম্মিলিত হয়ে তাঁকে ধ্বংস করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে নি। আহযাবের যুদ্ধের ন্যায় তাঁর উপর আক্রমণ করা হল, কিন্তু আল্লাহ্ তা’লার সাহায্য ও সমর্থন তাঁর সঙ্গে ছিল। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখনী এবং বক্তব্যে নিজের বিরোধীদেরকে বোঝান যে, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তবে কোন দৃষ্টান্ত দেখাও যেখানে মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ্ তা’লা এমনভাবে সাহায্য ও সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন-

“ আমি সত্য সত্য বলছি, যখন ইলহামের ধারা সূচিত হয় সেই যুগে আমি যুবক ছিলাম আর এখন বৃদ্ধ হয়েছি। আমার বয়স সত্তরে পৌঁছেছে এবং সেই যুগ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আমার খোদা একদিনের তরেও আমার থেকে পৃথক হন নি। তিনি নিজ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এক জগতকে আমার প্রতি আনত করেছেন। আমি হতদরিদ্র অসহায় ছিলাম। তিনি আমাকে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন এবং আর্থিক বিজয়ের দীর্ঘকাল পূর্বে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন এবং প্রত্যেক মোবাহালায় আমাকে বিজয় দান করেছেন এবং শত সহস্র দোয়া গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাকে সেই সকল পুরস্কার দান করেছেন যা আমি গণনা করতে পারি না। তবে কি এও সম্ভব যে, খোদা তা’লা এমন ব্যক্তির উপর এত কৃপা ও অনুগ্রহ করবেন, তাঁর জ্ঞানে যে মিথ্যারটনা করেছে অথচ আমি আমার বিরোধীদের মতে ত্রিশ-বত্রিশ বছর থেকে খোদা তা’লার উপর মিথ্যা রটনা করে আসছি এবং প্রতি রাত্রে নিজের পক্ষ থেকে একটি বাণী তৈরী করে প্রভাতে বলি যে এটি খোদার কালাম। এর বিপরীতে খোদা তা’লা আমার সাথে এরূপ আচরণ

এরপর ৩৮-এর পাতায়

ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব এবং তাঁর সত্যতার বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ।

۞ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

(সুরা জুমা: ২-৫)

অনুবাদ: আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্‌র তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে, যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে এক রসূল আবির্ভূত করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল; এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্য লোকের মধ্যেও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। ইহা আল্লাহ্‌র ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন, এবং আল্লাহ্ পরম ফযলের অধিকারী।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

“ খোদার কালামের এই বিষয়টির অঙ্গীকার ছিল যে, এই উম্মতের অপরভাগটি মসীহ মওউদ-এর জামাত হবে। এই কারণেই খোদা তা’লা এই জামাতকে অন্যদের থেকে পৃথক বর্ণনা করেছেন। যেরূপ তিনি e‡j b- وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদীয়ায় আরও একটি ফির্কাও আছে যা পরবর্তীতে শেষ যুগে আসবে আর সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় আঁ হযরত (সা.) সালমান ফার্সির পৃষ্ঠদেশে নিজের হাত রেখে বলেন-‘লাউ কানাল ঈমানু মুয়াল্লাকান বিস্‌সুরাইয়া লানালাহু রাজুলুন মিন ফারিস’। আর এটি আমার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। যেরূপ খোদা তা’লা বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নের জন্য সেই হাদীসটিকে আমার উপর ওহী হিসেবে অবতীর্ণ করেন এবং ওহীর দৃষ্টিকোণ থেকে আমার পূর্বে অন্য কেউ এর নির্দিষ্ট সত্যায়নকারী ছিল না এবং খোদার ওহী আমাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। (লেখকের পক্ষ থেকে)

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৩৯১)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

“যা কিছু আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ছিল তা দুই যুগে পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল। এক, তাঁর (সা.) যুগে এবং দ্বিতীয়টি মসীহ ও মাহদীর যুগে। অর্থাৎ এক যুগে কুরআন এবং প্রকৃত শিক্ষা অবতীর্ণ হল কিন্তু অন্ধকারের যুগে এই শিক্ষার উপর যবনিকা পতন ঘটে এবং মসীহ্‌র যুগে পুনরায় যা উন্মোচিত হওয়া ভবিতব্য ছিল। যেরূপ বলা হয়েছে, রসুলে করীম (সা.) প্রথমত বর্তমান জামাত অর্থাৎ সাহাবাদের জামাতকে পবিত্র করেন এবং অপর এক জামাত সম্পর্কে ‘লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম’ বলা হয়েছে যা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে আছে। অতএব একথা স্পষ্ট যে, খোদা তা’লা পথভ্রষ্টতার যুগে এই ধর্মকে বিনষ্ট করবেন না, বরং আগামী দিনে তিনি কুরআনের সত্য-সংবাদসমূহ (হাকায়েক) উন্মোচিত করবেন। লিপিবদ্ধ আছে যে, আগমণকারী মসীহর এক শ্রেষ্ঠত্ব এই হবে যে তিনি কুরআনের বোধন এবং তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হবেন। আর তিনি কেবল কুরআন থেকেই প্রমাণ করে মানুষকে তাদের সেই সমস্ত ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করবেন যা কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান থেকে অজ্ঞনতার কারণে সৃষ্টি হবে।”

(রিপোর্ট জলসা সালনা, ১৮৯৭, পৃ: ৫২-৫৩, উদ্ধৃতি তফসীর হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিসসালাম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৭)

۞ وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○ (الصّف:7تا10)

অনুবাদ: এবং (স্মরণ কর) যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিয়াছিল, ‘হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল, উহার (ভবিষ্যদ্বাণীর) সত্যায়নকারীরূপে যাহা তওরাত হইতে আমার সম্মুখে আছে, এবং এমন এক রসূলের সুসংবাদদাতা রূপে যে আমার পরে আসিবে, যাহার নাম হইবে আহমদ।’ অতঃপর যখন সে তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসিল, তাহারা বলিল, ‘ইহাতো প্রকাশ্য যাদু।’ এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম কে, যে অল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়, বস্তুতঃ আল্লাহ্ কখনও যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না। তাহারা চাহে যেন তাহারা নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা আল্লাহ্ নূরকে নির্বাপিত করে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নিজ নূরকে নিশ্চয় পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিবেন, কাফেরগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন। তিনিই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছে যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।

(সূরা-সাফ, আয়াত: ৭-১০)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

“ এটি কুরআন শরীফের একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী যা সম্পর্কে পণ্ডিত বিশারদগণ একমত যে, এটি মসীহ মওউদ-এর হাতে পূর্ণ হবে।”

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ২৩২)

তিনি আরও বলেন:

“وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ এই আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শেষ যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর একজন বিকাশস্থল আবির্ভূত হবেন। তিনি যেন তাঁরই অপর এক হাত হবেন, আকাশে যার নাম হবে আহমদ আর তিনি হযরত মসীহ্‌র ন্যায় সৌন্দর্য বিকাশক হিসেবে ধর্মের প্রসার করবেন।”

(পরিশিষ্ট তোহফা গোল্ডাবিয়া, পৃ: ২১, আরবাঈন নং ৩, পৃ: ৩১)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" ইলহামে খোদা আমার নাম ঈসা রেখেছেন এবং আমাকে এই কুরআনীয় ভবিষ্যদ্বাণী

هُوَ الَّذِیْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ -এর সত্যায়নকারী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন যা হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে বিশিষ্ট ছিল আর আগমণকারী মসীহ মওউদ-এর যাবতীয় গুণাবলী আমার মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে।

(আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, পৃ: ৪১)

۞ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِیْنَهُمُ الَّذِی ارْتَضٰی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ یَعْبُدُوْنَنِیْ لَا یُشْرِكُوْنَ بِیْ شَیْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

অনুবাদ: তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারাই হইবে দুষ্কৃতকারী।

(সূরা-নূর, আয়াত: ৫৬)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দুটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দুটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এখন তা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমণ তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমি যখন চলে যাবো, খোদা তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড- ২০, পৃ: ৩০৫)

۞ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِیْلِ ○ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِیْنِ ○ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِیْنَ ○ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِیْنَ ○

অনুবাদ: এবং সে যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত করিতাম, অতঃপর আমরা তাহার জীবন-শিরা কাটিয়া দিতাম, তখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহই তাঁহার (আযাব) হইতে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না।

(সূরা-হাকা, আয়াত: ৪৫-৪৮)

"খোদা তা'লা কুরআন শরীফে এক উন্মুক্ত তরবারির মত এই আদেশ দেন যে, এই নবী যদি আমার উপর মিথ্যা রটনা করে তবে তার জীবন শিরা ছিন্ন করে দিতাম এবং এত দীর্ঘকাল সে জীবিত থাকতে পারত না। আমরা যখন আমাদের মসীহ মওউদ কে এই মানদণ্ডে বিচার করি, তখন বারাহীনে আহমদীয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হওয়ার এবং ঐশী বাক্যালাপের এই দাবি প্রায় ত্রিশ বছর থেকে আর বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশিত হওয়া একুশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই মসীহ্র ধ্বংস না হয়ে অক্ষত থাকা যদি তার সত্যতার প্রমাণ না হয়, তবে এর আবশ্যিক প্রতিপাদ্য এই দাঁড়ায় যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আঁ হযরত (সা.)-এর তেইশ বছর মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া তাঁর সত্যতার প্রমাণ নয়। কেননা, খোদা তা'লা এখানে একজন মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারকে ত্রিশ বছর অব্যহতি দান করেছেন এবং لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا এর ওয়াদা অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষো করলেন, তবে (নাউযিবিল্লাহ) এও সম্ভব যে, আঁ হযরত (সা.) কেও মিথ্যাবাদী হওয়া সত্বেও অব্যহতি দান করা হয়েছিল। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) মিথ্যাবাদী হওয়া অসম্ভব। ....স্পষ্টতই কুরআনের যুক্তি একমাত্র তখনই সজ্ঞাত হিসেবে প্রতিপন্ন হতে পারে যখন এই সাধারণ নিয়ম হিসেবে ধরে নেওয়া হয় যে, খোদা সেই মিথ্যারচনাকারীকে কখনওই অব্যহতি প্রদান করেন না, যে তাঁর সৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করতে নিজেকে আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট বলে দাবী করে। কেননা এমনটি হলে তাঁর রাজত্বে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা দেখা দিত এবং সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে প্রভেদ মুছে যেত।

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, তোহফা গোল্ডবিয়া, পৃ: ৪২)

۞ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ اِیْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ یَّقُوْلَ رَبِّیَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَیِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ یَّكُ كَاذِبًا فَعَلَیْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ یَّكُ صَادِقًا یُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِیْ یَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِیْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ○ (المؤمن:29)

অনুবাদ: এবং ফেরাউনের বংশ হইতে এক ঈমানদার ব্যক্তি, যে নিজ ঈমানকে গোপন করিতেছিল, বলিল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করিবে যে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ্' অথচ সে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছে? এবং যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহা হইলে তাহার মিথ্যার প্রতিফল তাহারই উপর বর্তিবে;আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহা হইলে সে তোমাদিগকে যে (সমস্ত আযাব সম্বন্ধে) ভয় প্রদর্শন করিতেছে, উহার কিয়দংশ অবশ্যই তোমাদের উপর বর্তিবে। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারী, ঘোর মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ্ কখনও সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

(সূরা-মোমেন, আয়াত: ২৯)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" খোদা তা'লার পুণ্যবান ও প্রত্যাদিষ্টদের মোকাবেলায় সমস্ত ধরণের চেষ্টা করা হয় তাদেরকে দুর্বল করার জন্য। কিন্তু খোদা তাদের সঙ্গে থাকেন। তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমতাবস্থায় কিছু সৎপ্রকৃতির এবং পুণ্যাত্মাও থাকেন যারা বলেন, وَاِنْ یَّكُ صَادِقًا یُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِیْ یَعِدُكُمْ ؕ সত্যবাদীদের সত্য নিজেই তার জন্য বলিষ্ঠ প্রমাণ হয়ে থাকে। আর মিথ্যাবাদীর মিথ্যাই তাকে ধ্বংস করে দেয়। তাই এদেরকে আমার বিরোধীতা করার পূর্বে অন্ততঃপক্ষে এতটা বিবেক করা উচিত ছিল। কেননা, খোদা তা'লার কিতাবে সত্যতা যাচাইয়ের এই একটি পথ রাখা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, এরা কুরআন পাঠ করে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের নীচে নামে না। "

(তফসীর হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিসসালাম, ৩য় খণ্ড, তফসীর সূরা মুমেনুন, পৃ: ১৯৯)

****

ইমাম মাহদী আলাইহিসসালাম সম্পর্কে সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র বাণী

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী

● يُوْشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ اَنْ يَّلْقٰى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ اِمَامًا مَهْدِيًّا حَكَمًا عَدْلًا يَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ -

তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে (ইনশাআল্লাহ্) ঈসা ইবনে মরিয়মের যুগ পাবে। তিনিই ইমাম মাহদী, 'হাকাম' (ন্যায় বিচারক) ও 'আদল' (মীমাংসাকারী) হবেন যিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন এবং শুকর বধ করবেন।

(মসনদ আহমদম ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৬, উদ্ধৃতি হাদীকাতুস সালেহীন, হাদীস: ৯৪৮)

ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্র দৈহিক গঠন এবং কার্যাবলী

তাঁর মাধ্যমে ক্রুশীয় মতবাদের আধিপত্যের অবসান ঘটাবেন এবং শূকর প্রকৃতির মানুষদের নির্মূল করবেন । আল্লাহ্ তা'লা তাঁর যুগে ইসলাম ভিন্ন সমস্ত ধর্মকে ধ্বংস করবেন ।

● عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْاَنْبِيَآءُ اِخْوَةُ الْعَلَّاتِ اُمَّهَاتُهُمْ شَتّٰى وَاَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِاَنَّهٗ لَمْ يَكُنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ نَبِيٌّ وَاِنَّهٗ نَازِلٌ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَعْرِفُوْهُ فَاِنَّهٗ رَجُلٌ مَرْبُوْعٌ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبْطُ كَاَنَّ رَاْسَهٗ يَقْطُرُ وَاِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُعْطِلُ الْمِلَلَ حَتّٰى يُهْلِكَ اللهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا غَيْرَ الْاِسْلَامِ وَيُهْلِكُ اللهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ الْكَذَّابَ وَتَقَعُ الْاَسْنَةُ فِي الْاَرْضِ حَتّٰى تَرْتَعَ الْاِبِلُ مَعَ الْاَسَدِ جَمِيْعًا وَالنُّمُوْرُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ وَالْغِلْمَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا يَضُرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيَمْكُثُ مَا شَآءَ اللهُ اَنْ يَّمْكُثَ ثُمَّ يُتَوَفّٰى فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَيَدْفِنُوْنَهٗ-

হযরত আবু হুরাইরাহ বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: নবীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিমাতৃত্ব ভাইয়ের (ইল্লাতি ভাই) এর ন্যায় যাদের পিতা এক কিন্তু মাতা ভিন্ন । মানুষের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে আমার সব থেকে নৈকট্যের সম্পর্ক। কেননা, তাঁর এবং আমার মাঝে কোন নবী নেই। (এই আধ্যাত্মিক নৈকট্যের কারণে তিনি অবশ্যই আমার প্রতিরূপ হয়ে আবির্ভুত হবেন) তোমরা তাঁকে দেখলে এই দেহাবয়বের মাধ্যমে সনাক্ত করো। তিনি মাঝারি উচ্চতার হবেন। গাত্রবর্ণ হবে শুভ্র যার সঙ্গে রক্তিম আভা যুক্ত হবে। তাঁর মাথার সোজা চুল দেখে মনে হবে বিন্দু বিন্দু পানি চুঁইয়ে পড়ছে। অর্থাৎ চুলের ঔজ্জ্বল্যের কারণে চুল আদ্র দেখাবে। তিনি আবির্ভুত হয়ে ক্রুশ ধ্বংস করবেন। অর্থাৎ ক্রুশীয় মতবাদের খণ্ডন করবেন। তিনি শুকর বধ করবেন। যার অর্থ অপবিত্র প্রকৃতির মানুষের ধ্বংসের কারণ হবেন। অতএব এর মাধ্যমে ক্রুশীয় আধিপত্যের অবসান এবং শুকর প্রকৃতির মানুষের উৎপাটন হবে। জিযিয়ার অবসান ঘটাবেন। অর্থাৎ তাঁর যুগে ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান হবে। তাঁর যুগে আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ধর্মকে আধ্যাত্মিকভাবেও এবং জাগতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকেও নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। এবং মসীহ মহামিথ্যাবাদী দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন এবং শান্তি ও সম্প্রীতির এমন যুগ হবে যে উট বাঘের সঙ্গে, চিতা গাভীর সঙ্গে, নেকড়ে ছাগির সঙ্গে একত্রে চারণভূমিতে বিচরণ করবে। শিশু ও কিশোর সাপের সঙ্গে খেলা করবে। অতএব আল্লাহ্র আদেশ অনুসারে যতদিন পর্যন্ত তিনি চাইবেন মসীহ এই পৃথিবীতে থাকবেন। অতঃপর তিনি মৃত্যু বরণ করবেন। মুসলমানরা তাঁর জানাযা পড়বেন এবং তাঁর দাফনকার্য সম্পাদান করবেন।

আগমণকারী প্রতিশ্রুত মসীহ আঁ হযরত (সা.)-এর খলীফা হবেন

● اَلَا اِنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ نَبِيٌّ وَلَا رَسُوْلٌ، اَلَا اِنَّهٗ خَلِيْفَتِيْ فِيْ اُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ، اَلَا اِنَّهٗ يَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَتَضَعُ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا اَلَا مَنْ اَدْرَكَهٗ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ - (طبرانی الاوسط والصغیر)

সাবধান! ঈসা ইবনে মরিয়ম (মসীহ মওউদ) এবং আমার মাঝে কোন নবী বা রসুল আসবে না। ভালভাবে শুনে রাখ! সে আমার পর আমার উম্মতে খলীফা হবে। সে অবশ্যই দাজ্জাল বধ করবে। ক্রুশ (অর্থাৎ ক্রুশীয় মতবাদ) কে খণ্ড বিখণ্ডিত করবে এবং জিযিয়া তুলে দিবে। (অর্থাৎ এর প্রচলন থাকবে না, কেননা) সেই সময় (ধর্মীয়) যুদ্ধের অবসান হবে। স্মরণ রেখ! যে তার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করবে সে যেন অবশ্যই তাকে আমার সালাম পৌঁছে দেয়।

(তিবরানি আল আওসাতুল সাগির)

ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ 'কাদাআ' নাম গ্রামে আবির্ভুত হবেন

● قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا كَدْعَةُ وَيُصَدِّقُهُ اللهُ تَعَالٰى وَيَجْمَعُ اَصْحَابَهٗ مِنْ اَقْصَى الْبِلَادِ عَلٰى عِدَّةِ اَهْلِ بَدْرٍ بِثَلَاثِ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَمَعَهٗ صَحِيْفَةٌ مَخْتُوْمَةٌ فِيْهَا عَدَدُ اَصْحَابِهٖ بِاَسْمَائِهِمْ وَبِلَادِهِمْ وَخِلَالِهِمْ-

জোয়াহেরুল ইসরার সাহেব লেখেন যে, আরবাঈনে এই রেওয়াত বর্ণিত আছে যে, আঁহযরত (সা.) বলেছেন, মাহদী যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করবে তার নাম হবে 'কাদা' । (কাদিয়ানে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে) আল্লাহ্ তা'লা তার সত্যায়নে নিদর্শন প্রদর্শন করবেন এবং তাকে বদরী সাহাবীদের ন্যায় বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী তিনশ তেরো মহাসম্মানিত সাহাবা দান করবেন । যাদের নাম এবং ঠিকানা ভরসাযোগ্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকবে ।

(কাযা ফিল আরবাঈন, জোয়াহেরুল ইসরার কালমী, পৃ: ৫৬, লেখক- হযরত শেখ আলি হামযা বিন আলি আল মালেকুতুশী, ইরশাদাত ফরিদি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭০, ১৩৩০ হিজরীতে আগ্রার মুফিদ আম প্রেস দ্বারা প্রকাশিত)

ইমামত মাহদীকে আঁ হযরত (সা.)–এর পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দেওয়ার উপর তাকিদপূর্ণ নির্দেশ

● اَلَا اِنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ نَبِيٌّ وَلَا رَسُوْلٌ، اَلَا اِنَّهٗ خَلِيْفَتِيْ فِيْ اُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ، اَلَا اِنَّهٗ يَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَتَضَعُ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا اَلَا مَنْ اَدْرَكَهٗ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ - (طبرانی الاوسط والصغیر)

সাবধান! ঈসা ইবনে মরিয়ম (মসীহ মওউদ) এবং আমার মাঝে কোন নবী বা রসুল আসবে না। ভালভাবে শুনে রাখ! সে আমার পর আমার উম্মতে খলীফা হবে। সে অবশ্যই দাজ্জাল বধ করবে। ক্রুশ (অর্থাৎ ক্রুশীয় মতবাদ) কে খণ্ড বিখণ্ডিত করবে এবং জিযিয়া তুলে দিবে। (অর্থাৎ এর প্রচলন থাকবে না, কেননা) সেই সময় (ধর্মীয়) যুদ্ধের অবসান হবে। স্মরণ রেখ! যে তার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করবে সে যেন অবশ্যই তাকে আমার সালাম পৌঁছে দেয়।

(তিবরানি আল আওসাতুল সাগির)

ইমাম মাহদীর বয়আত করার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ

● فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَبَايِعُوْهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَاِنَّهٗ خَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ-

হে মুসলমানগণ! যখন তোমরা তাঁর সংবাদ পাও, তোমরা তখন অবিলম্বে তাঁর বয়াত কর, যদিও তোমাদেরকে বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। কেননা তিনি খোদার খলীফা (এবং) তাঁর মাহদী হবেন।

(আবু দাঊদ, বাব খুরুজুল মাহদী)

“আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রতিচ্ছায়া এবং বরূযী (গুণগত) নবী। ধর্মীয় বিষয়াদিতে আমার আনুগত্য করা এবং আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে মান্য করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আর যার কাছেই আমার তবলীগ পৌঁছেছে, সে যদি আমাকে ‘হাকাম’ (বিচারক) হিসেবে গণ্য না করে এবং প্রতিশ্রুত মসীহ রূপে বিশ্বাস না করে বা আমার ওহীকে খোদার পক্ষ থেকে বিশ্বাস না করে তবে উর্দ্ধলোকে সে ধৃত হবে, যদিও সে মুসলমান হয়। ”

আমার কোন বিশ্বাস আল্লাহ্ তা’লা এবং মোহাম্মদ (সা.) থেকে বর্ণিত বাণীর পরিপন্থী নয়।

“অবশেষে আমি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা’লার কসম খেয়ে সাধারণ মানুষের সামনে এই কথা প্রকাশ করছি যে, আমি কাফির নই। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এবং لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ -এর উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। যতগুলি আল্লাহ্তা’লার নাম রয়েছে, যতগুলি কোরআন শরীফে বর্ণ রয়েছে, ততবার আমি আমার ঈমানের সত্যতার উপর কসম খেতে পারব। আমার কোন বিশ্বাস আল্লাহ্ তা’লা এবং মোহাম্মদ (সা.) থেকে বর্ণিত বাণীর পরিপন্থী নয়। যে ব্যক্তি এই রূপ ধারণা রাখে, সে বিভ্রান্তিতে রয়েছে। যে ব্যক্তি আমাকে এখনও কাফির মনে করে এবং অস্বীকার করা থেকে বিরত হয় না, তার স্মরণ রাখা উচিত যে, মৃত্যুর পর অবশ্যই আল্লাহ্ তা’লা তাকে জিজ্ঞাসা বাদ করবেন।

(কিরমাতুস সাদিকীন, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬৭)

খোদা তা’লার কসম খেয়ে বলছি, আমি এবং আমার জামাত মুসলমান

আমি যথার্থতার সঙ্গে খোদা তা’লার কসম খেয়ে বলছি, আমি এবং আমার জামাত মুসলমান। তারা আঁ হযরত (সা.) এবং কুরআন করীমের উপর সেভাবে ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের রাখা উচিত। আমি এক বিন্দু পরিমাণও ইসলামের বাইরে পা রাখাকে ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার ধর্ম এটিই যে, কোন ব্যক্তি যত বেশি কল্যাণ, বরকত এবং আল্লাহ্র নৈকট্য পেতে চায় তা কেবল আঁ-হযরত (সা.)-এর সত্যিকার অনুসরণ এবং পূর্ণাঙ্গীন ভালবাসার মাধ্যমে পেতে পারে নতুবা নয়। তিনি (সা.) ছাড়া পুণ্যের কোন পথ নেই।

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৬০)

চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা তা’লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই অধমকে প্রেরণ করেন এবং সেই আসমানী অস্ত্র প্রদান করেন যার দ্বারা আমি ক্রুশ ধ্বংস করতে পারি।

“চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে ঠিক পথভ্রষ্টতা ও অরাজকতার যুগেই মানুষের সংশোধনের জন্য খোদা তা’লা এই অধমকে প্রেরণ করেছেন। যেহেতু এই যুগের অরাজকতা ইসলামের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল, খৃষ্টান পাদ্রীদের অরাজকতা ছিল, এই কারণে খোদা তা’লা এই অধমের নাম রেখেছেন মসীহ মওউদ। এটি সেই নাম যা আমাদের নবী (সা.)কে জানানো হয়েছিল আর আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে এক প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল যে, ত্রিত্ববাদের আধিপত্যের যুগে এই নামের একজন ‘মুজাদ্দিদ’ (সংস্কারক) আসবেন যার হাতে ক্রুশ ধ্বংস হওয়া অবধারিত। এই কারণেই সহী বুখারীতে এই মুজাদ্দিদের এই পরিভাষাই লিপিবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদিয়ায় তাদের এক ইমাম হবে যে ক্রুশ ধ্বংস করবে। এটি সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে তিনি ক্রুশীয় মতবাদের আধিপত্যের যুগে আসবেন। খোদা তা’লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে এমনটিই করেন এবং এই অধমকে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরণ করেন এবং সেই আসমানী অস্ত্র প্রদান করেন যার দ্বারা আমি ক্রুশ ধ্বংস করতে পারি।”

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ; ৩৫৮)

যুগ-ইমাম আমি।’ খোদা তা’লা আমার মধ্যে যাবতীয় শর্ত এবং নিদর্শন একত্রিত করিয়া দিয়াছেন এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি আধ্যাত্মিকভাবে ক্রুশ ধ্বংস করিবার জন্য এবং সকল মতভেদ দূর করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।

“বর্তমান যুগের ইমাম কে, যাঁর অনুসরণ করা সাধারণ মুসলমান, সাধক, সত্যস্বপ্ন-দর্শী এবং ওহী ইলহাম প্রাপ্তগণের জন্য আল্লাহ্ তা’লা কর্তৃক অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে? একথার উত্তরে আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলিতেছি যে, খোদা তা’লার অনুগ্রহ ও দয়ায় ‘সেই যুগ-ইমাম আমি।’ খোদা তা’লা আমার মধ্যে যাবতীয় শর্ত এবং নিদর্শন একত্রিত করিয়া দিয়াছেন এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন যাহা হইতে পনর বৎসর অতীতও হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে আমি আবির্ভুত হইয়াছি যখন ইসলামি আকিদাসমূহ (ধর্ম-বিশ্বাস) মত-বিরোধে ভরিয়া গিয়াছে এবং কোন বিশ্বাসই মতভেদশূন্য ছিল না।

অনুরূপভাবে মসীহ (আ.)-এর ‘নুযুল’ (আবির্ভাব) সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা বিস্তার লাভ করিয়াছি। ইহাতে এরূপ মত-পার্থক্য ছিল যে, কেহ হযরত ঈসা (আ.) কে জীবিত বলিয়া মনে করিত, কেহ মৃত বলিয়া ভাবিত, কেহ তাঁহার সশরীরে অবতরণে বিশ্বাস করিত, কাহারও বিশ্বাস ছিল তিনি আধ্যাত্মিকভাবে অবতীর্ণ হইবেন, কেহ তাঁহাকে নামাইতেছিলেন দামেস্কে, কেহ মক্কায়, কেহ বায়তুল মোকাদ্দাসে এবং কেহ ইসলামী সৈন্যদলে। আবার কেহ ইহা ভাবিত যে, তিনি ভারতবর্ষে আবির্ভুত হইবেন। সুতরাং এইরূপ পরস্পর বিরোধী মত ও উক্তিগুলি একজন ‘হাকাম’ বা বিচারকের প্রতীক্ষায় ছিল। আর সেই বিচারক আমি। আমি আধ্যাত্মিকভাবে ক্রুশ ধ্বংস করিবার জন্য এবং সকল মতভেদ দূর করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।

উল্লিখিত দুইটি কারণে আমার আগমণের প্রয়োজন হইয়াছে। আমার সত্যতার সমর্থনে আর কোন প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন ছিল না, কেননা বলিষ্ঠ প্রমাণ আমি নিজেই। কিন্তু তবু খোদা আমার সত্যতার স্বপক্ষে অনেক নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন।

আমি যেরূপ অপরাপর সকল বিতর্কের মীমাংসার জন্য হাকাম বা বিচারক, তদ্রূপ (মসীহ সম্পর্কে) জীবিত ও মৃতের বিতর্কের ব্যাপারেও আমি বিচারক। মসীহ (আ.) এর মৃত্যু সম্বন্ধে ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম ইবনে হাযাম (রহ:) এবং মু’তাযিলার বক্তব্যকে আমি সঠিক বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছি এবং আহলে সুন্নত জামাতের অপর সকলকে ভ্রান্তিতে নিপতিত বলিয়া আমি মনে করি। বিচারক হিসাবে আমি বিরোধকারীগণের প্রতি আদেশ দান করিতেছি যে, ‘নুযুল’ বা অবতরণ সম্বন্ধে আহলে সুন্নতের এই দলটি রূপক অর্থের ক্ষেত্রে সত্য, কেননা মসীহ্র আধ্যাত্মিক প্রতিবিম্বস্বরূপ অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যকীয় ছিল। একথা ঠিক যে, নুযুলের ব্যখ্যা করিতে তাহারা ভুল করিয়াছে।

অবতরণ বরূযী (গুণগত) অর্থে ছিল, বাহ্যিক ও দৈহিক অবতরণ অর্থে নহে। মসীহ্র মৃত্যু সম্বন্ধে মু’তাযিলা, ইমাম মালেক ও ইমাম ইবনে হাযাম প্রমুখ সকলে একমত এবং ইহাই প্রকৃত কথা, কারণ

জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যদের জন্য কাদিয়ান জলসা সালানা (২০১৮ সাল) কল্যাণময় হোক

দোয়াপ্রার্থী:

নূর জাহাঁ বেগম, জামাত আহমদীয়া কোলকাতা

কুরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াত فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي অনুযায়ী খৃষ্টানগণের পথভ্রান্ত হওয়ার পূর্বে মসীহ্‌র মৃত্যু ঘটা আবশ্যক ছিল। বিচারক হিসেবে এ সম্বন্ধে ইহা আমার সিদ্ধান্ত। এখন যে ব্যক্তি আমার সিদ্ধান্তকে অমান্য করিবে, বস্তুতঃ সে তাঁহাকেই অমান্য করিবে, যিনি আমাকে বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন।

যদি কেহ এই প্রশ্ন করে যে, তোমার বিচারক হওয়ার প্রমাণ কী? ইহার উত্তর এই, যে যুগের বিচারকের আগমণ নির্ধারিত ছিল সেই যুগ বর্তমান, যে জাতির ক্রুশ সম্বন্ধীয় ভুল সংশোধন করা বিচারকের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেই জাতিও বিদ্যমান এবং যে সকল নিদর্শন সাক্ষীস্বরূপ এই বিচারকের জন্য নির্ধারিত ছিল তাহাও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে এবং এখনও নিদর্শনের ধারা প্রবহমান। আকাশ নিদর্শন দেখাইতেছে, পৃথিবী নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে। ভাগ্যবান সেই সব ব্যক্তি যাহাদের চক্ষু এখন বন্ধ থাকে না।

আমি ইহা বলি না যে, পূর্ববর্তী নিদর্শনগুলি দিয়াই আমার উপর বিশ্বাস আনয়ন কর। বরং আমি বলি যে, আমি যদি বিচারক না হই, তাহা হইলে আমার নিদর্শনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দেখ। যেহেতু মানবজাতির আকীদার (ধর্মীয় বিশ্বাস) মধ্যে ভ্রান্তি বিস্তারের সময় আমি বিচারক হিসাবে আগমণ করিয়াছি, সেই জন্য আমার বিরুদ্ধে অন্যান্য বিষয়ের বিতর্ক অচল, কেবল আমার হাকাম হওয়ার বিষয়ে প্রত্যেকের বিতর্ক করার অধিকার রহিয়াছে যাহা আমি সকলই সম্পাদন করিয়াছি।

খোদা তা'লা আমাকে চারিটি নিদর্শন দিয়াছেনঃ

(১) কুরআন শরীফের অলৌকিকত্বের প্রতিচ্ছায়ায় আমি আরবী ভাষায় বাগ্মিতা ও রচনা শক্তির উৎকর্ষ প্রদত্ত হইয়াছি। এমন কেহ নাই, যে এই বিষয়ে আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

(২) আমি কুরআন শরীফের হাকীকত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও মারেফত (গভীর তত্ত্ব-জ্ঞান) প্রকাশ করিবার নিদর্শন প্রদত্ত হইয়াছি। এমন কেহ নাই, যে এই বিষয়ে আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

(৩) আমি অসংখ্য দোয়া কবুলীয়তের নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতেও কেহ আমার সমকক্ষতা করিতে সক্ষম নহে। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমার ত্রিশ হাজারেরও অধিক প্রার্থনা কবুল হইয়াছে এবং ইহার প্রমাণও আমার নিকট রহিয়াছে।

(৪) আমাকে গায়েবের (অদৃশ্যের) সংবাদের নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে। এমন কেহ নাই, যে এই ব্যাপারে আমার মোকাবেলা করিতে সক্ষম। খোদা তা'লার এই সাক্ষ্যগুলি আমার নিকট রহিয়াছে এবং রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ উজ্জ্বল নিদর্শনের ন্যায় আমার স্বপক্ষে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

(জারুরাতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)

কুরআন আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। পূর্ববর্তী নবীগণ এবং কুরআন এই যুগকেই আমার আগমণের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

যেরূপ আমি বারংবার বর্ণনা করেছি যে, যে বাণী আমি শোনায় তা সংশয়াতীতভাবে খোদা তা'লার বাণী। যেরূপে কুরআন এবং তওরাত খোদা তা'লার বাণী আর আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রতিচ্ছায়া এবং বরূযী (গুণগত) নবী। ধর্মীয় বিষয়াদিতে আমার আনুগত্য করা এবং আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে মান্য করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আর যার কাছেই আমার তবলীগ পৌঁছেছে, সে যদি আমাকে 'হাকাম' (বিচারক) হিসেবে গণ্য না করে এবং প্রতিশ্রুত মসীহ রূপে বিশ্বাস না করে বা আমার ওহীকে খোদার পক্ষ থেকে বিশ্বাস না করে তবে উর্দ্ধলোকে সে ধৃত হবে, যদিও সে মুসলমান হয়। কেননা যে বিষয়টিকে তার নিজের সময়ে গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল সেটিকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি কেবল একথা বলি না যে, আমি মিথ্যাবাদী হলে ধ্বংস হয়ে যেতাম, বরং এও দাবি করি যে, মূসা, ঈসা, দাঊদ এবং আঁ হযরত (সা.)-এর ন্যায় আমি সত্যবাদী। আমার সত্যায়নের জন্য খোদা তা'লা দশ হাজারের বেশি নিদর্শন দেখিয়েছেন। কুরআন আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমার সাক্ষ্য দিয়েছেন। পূর্ববর্তী নবীগণ এবং কুরআন এই যুগকেই আমার আগমণের যুগ হিসেবে নির্ধারিত করেছে। দিয়েছেন। আমার জন্য আকাশ ও পৃথিবী উভয়েই সাক্ষী প্রদান করেছে। অতীতের এমন কোন নবী নেই যিনি আমার জন্য সাক্ষ্য দেন নি। আর এই যে আমি বলেছি যে আমার দশ হাজার নিদর্শন রয়েছে তা রক্ষণশীলভাবে লেখা হয়েছে। নচেৎ আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে প্রাণ রক্ষিত আছে, যদি আমি নিজের সত্যতার দলিল লিখতে মনস্থির করি তবে আমার বিশ্বাস, সেই পুস্তকটিই শেষ হয়ে যাবে কিন্তু দলিল প্রমাণ শেষ হবে না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র কালামে বলেছেন-

إِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَإِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۖ
إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

(মোমিন: ২৯) অর্থাৎ এই ব্যক্তি যদি মিথ্যাবাদী হয় তোমাদের চোখের সামনেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে আর তার মিথ্যায় তাকে ধ্বংস করবে। কিন্তু যদি সত্যবাদী হয় তবে তোমাদের মধ্যে কতক তার ভবিষ্যদ্বাণীর নিদর্শনে পরিণত হবে আর তার চোখের সামনেই ইহধাম ত্যাগ করবে। খোদা তা'লার কালামের এই মানদণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাকে পরীক্ষা কর এবং আমার দাবিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখ। এটি সত্য কি না যে এই মৌলবী সাহেবরা আমাকে ধ্বংস করতে এহেন কোন উপায় নাই যা অবলম্বন করে নি। কুফরনামা তৈরী করতে করতে তাদের পা ক্ষয় হয়ে গেছে। গালি সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে গিয়ে তারা শিয়াদেরকেও হার মানিয়েছে। আমার উপর হত্যার (মিথ্যা) মোকদ্দমা তৈরী করা হয়েছে এবং কয়েকবার ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত করে আমাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আমার দিকে আকৃষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি এমন কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে যে, মক্কায় থাকাকালীন সাহাবাদের জীবনের সঙ্গে তুলনা ছাড়া সেই লাঞ্ছনা ও অপমানের পৃথিবীতে কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বিদেশীদের মধ্যে আমার কিছু অনুরাগীদেরকে সেই সব দেশে হত্যা করা হয়েছে। মোটকথা এ বিষয়টি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, আমাকে মিটিয়ে ফেলতে এবং মানুষকে আমার দিকে আসতে বাধা দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে এবং কোন কৌশল কাজে লাগাতে বাকি রাখে নি। এই মৌলবীদের মধ্যে অনেকের দ্বারা অনেক নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজও সংঘটিত হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদও দেওয়া হয়েছে এবং অযথা গর্ভনমেন্টকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্ররোচিত করা হয়েছে। কিন্তু কারো কাছে কি এই সংবাদ আছে যে এর পরিণাম কি হয়েছে? পরিণামে আমি উন্নতি করতে থেকেছি যখন এরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে প্রত্যাখ্যান করার জন্য দাঁড়িয়েছে। আর এরা নিজেরাই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, খুব শীঘ্রই আমরা এই ব্যক্তিকে ধ্বংস করে ফেলব। সেই সময় আমার সঙ্গে কোন বিরাট জামাত ছিল না, বরং হাতে গোণা মাত্র কয়েকজন ব্যাক্তি ছিলেন, বরং বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশের সময় কেবল আমিই একা ছিলাম। কেউই প্রমাণ করতে পারবে না যে, সেই সময় আমার সঙ্গে একজনও ছিল। সেই যুগে খোদা তা'লা আমাকে পঞ্চাশটিরও বেশি ভবিষ্যদ্বাণীতে এই সংবাদ প্রদান করেছিলেন যে, যদিও তুমি এখন একা, কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন সমগ্র জগতের অনুরাগীর দল তোমার সঙ্গে থাকবে। অতঃপর এক সময় তোমার বৈভব ও যশের এমন উত্থান ঘটবে যে বাদশাহগণ তোমার বস্ত্র থেকে আশিস অন্বেষণ করবে। কেননা তোমাকে আশিস দান করা হবে। খোদা তা'লা পবিত্র। তিনি যা চান করেন। তিনি তোমার এই সিলসিলা ও জামাতকে সারা পৃথিবীতে বিস্তার দান করবেন এবং তাদেরকে আশিস দান করবেন এবং বৃদ্ধি করবেন। তিনি পৃথিবীতে তাদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। লক্ষ্য করুন, বারাহীনে আহমদীয়ার

জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যকে ২০১৮ সালের কাদিয়ান জলসা সালানার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

দোয়াপ্রার্থী:

গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া,মুর্শিদাবাদ

সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যুগে, যেগুলির অনুবাদ লেখা হয়েছে, আমার সঙ্গে সারা পৃথিবীতে একজন ব্যক্তিও ছিল না যখন খোদা তা'লা আমাকে এই দোয়া শেখান, رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

(আল আম্বিয়া: ৯০)

অর্থাৎ হে খোদা আমাকে নিঃসঙ্গ ত্যাগ করো না আর তুমি সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। এই ইলহামী দোয়া বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে। বস্তুতঃ সেই সময়ের জন্য বারাহীনে আহমদীয়া নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আমি সেই সময় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ছিলাম, কিন্তু আজ বিরোধীদের চেষ্টা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থানে আমার জামাতের সদস্যা সংখ্যা লক্ষাধিক। অতএব, আমার বিরোধীতা এবং আমাকে অপদস্ত করার যাবতীয় কৌশল ও ষড়যন্ত্র অবলম্বন করা সত্ত্বেও মৌলবী ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা সকলে বিফল মনোরথ হয়েছে। এটি কি নিদর্শন নয়? এটি যদি মোজেযা বা নিদর্শন না হয় তবে মোজেযার পরিভাষা 'নাদওয়ার' জুব্বাধারী নিজেই নির্ধারণ করুন যে এটি কাকে বলে? আমি যদি নিদর্শনধারী না হই তবে আমি মিথ্যাবাদী। যদি কুরান করীম থেকে ইবনে মরীয়মের মৃত্যু প্রমাণিত না হয় তবে আমি মিথ্যাবাদী। যদি মিরাজের হাদীস ইবনে মরিয়মকে মৃত আত্মাদের মধ্যে না বসায় তবে আমি মিথ্যাবাদী। যদি কুরআন সুরা নুরের মধ্যে এই ঘোষণা না দেয় যে, এই উম্মতের খলীফা এই উম্মত থেকেই হবে তবে আমি মিথ্যাবাদী। কুরআন যদি আমার নাম ইবনে মরিয়ম না রাখে তবে আমি মিথ্যাবাদী। হে নশ্বর মানুষ সকল! সাবধান হও এবং চিন্তা করে দেখ যে, বিরোধীদের এত তুমুল যুদ্ধের পর পরিশেষে বারাহীনে আহমদীয়ার সেই ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ সত্য প্রমাণিত হল যা আজ থেকে বাইশ বছর পূর্বে করা হয়েছিল। এটি ছাড়া মোজেযা আর কাকে বলে ? (তোহফাতুন নাদওয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৯৫)

পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এমন কোন পাদ্রী আছে কি, যে আমার মোকাবেলায় খোদায়ী নিদর্শন দেখাইতে পারে? আমি ময়দান জিতিয়া লইয়াছি।

বারাহীনে আহমদীয়অর ৫১২ পৃষ্ঠায় এই ভবিষ্যদ্বাণী লেখা আছে:

ঐ যুগ ২৫ বৎসরের বেশি অতিক্রম করিয়াছে যখন মহা সম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদার এই ভবিষ্যদ্বাণী বারাহীনে আহমদীয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার অর্থ এই ছিল যে, তোমার বিজয়ের দিন সমাগত, যাহা মুহাম্মদী ধর্মের মহিমা ও মর্যাদাকে বৃদ্ধি করিবে। সকলে জানেন যে, এই যুগে আমি এক নিভৃত কোণে লুক্কায়িত ও গোপনে ছিলাম। আমার সাথে একজন মানুষও ছিল না, না কাহারো এই ধারণা ছিল যে, আমি এই মর্যাদা লাভ করিব। বরং আমি নিজেই ভবিষ্যতের এই শান-শওকত সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ছিলাম। সত্য এই যে, আমি কিছুই ছিলাম না। পরবর্তীতে খোদা কেবল নিজের ফযলে, না আমার কোন গুণের দরুন, আমাকে নির্বাচন করেন। আমি গোপনে ছিলাম, তিনি আমাকে প্রকাশ করেন এবং এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করেন, যেভাবে বিদ্যুত এক দিক হইতে অন্য দিকে নিজের চমক প্রকাশ করিয়া থাকে। আমি জ্ঞানহীন ছিলাম, তিনি নিজের তরফ হইতে আমাকে জ্ঞান দান করেন। আমার কোন আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না, তিনি আমাকে কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন। আমি একলা ছিলাম, তিনি কয়েক লক্ষ মানুষকে আমার অনুবর্তী করিয়া দেন। তিনি আমার জন্য পৃথিবী ও আকাশ হইতে নিদর্শন প্রকাশ করেন। আমি জানি না তিনি আমার জন্য কেন এইরূপ করিলেন। কেননা, আমি নিজের মধ্যে কোন সৌন্দর্য দেখি না। আমি শেখ সাদী (রহ.)-এর কবিতার এই পঙক্তি খোদার দরবারে পাঠ করা আমার অবস্থার সহিত মানানসই মনে করি।

زما کہتر انت چہ آمد پسند پسندیدگانے بجائے رسند

(অর্থ: আহা, আমার প্রভু আমার প্রতি কত দয়াবান, আমার অতি তুচ্ছ কাজেও আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হন- অনুবাদক।) আমার খোদা সবদিক হইতে আমাকে সাহায্য করিলেন। যে কোন ব্যক্তি আমার দুশমনীর জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে তিনি তাহাকে নীচু করিয়া দিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি শাস্তি দেওয়ার জন্য আমাকে আদালতে টানিয়া নিয়াছে, ঐ সকল মোকদ্দমায় আমার মওলা আমাকে বিজয়ী করিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি আমার উপর বদদোয়া করিয়াছে আমার প্রভু ঐ সকল বদদোয়া তাহার দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ, হতভাগ্য লেখরাম তাহার মিথ্যা আনন্দের উপর ভরসা করিয়া আমার সম্পর্কে লিখিয়াছিল যে, সে তিন বৎসরের মধ্যে তাহার সকল সন্তান-সন্ততিসহ মরিয়া যাইবে। অবশেষে পরিণামে এই হইল যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে নিজেই নিঃসন্তান হইয়া মরিয়া গেল এবং পৃথিবীতে তাহার কোন বংশধর রহিল না। অনুরূপভাবে আব্দুল হক গযনবী উঠিল। সে মোবাহালা করিয়া তাহার বদদোয়া দ্বারা আমার বিনাশ চাহিল। সুতরাং সব দিক হইতে আমার যত উন্নতি হইল তাহার মোবাহালার পর তাহা হইল। কয়েক লক্ষ লোক আমার অনুবর্তী হইয়া গেল। কয়েক লক্ষ টাকা আসিল। প্রায় সমগ্র বিশ্বে মর্যাদার সহিত আমার প্রচার হইয়া গেল। এমনকি অন্যান্য দেশের লোক আমার জামাতে প্রবেশ করিল। ইহার পর আমার কয়েকটি ছেলের জন্ম হইল। কিন্তু আব্দুল হক নির্বংশ রহিল। তাহাকে মৃত হিসাবে ধরা যায়। খোদা তা'লার তরফ হইতে এক বিন্দু পরিমাণ আশিসও সে লাভ করে নাই এবং না পরে সে কোন সম্মান পাইল। সে إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (অর্থ: নিশ্চয় তোমার শত্রু, সে-ই নিঃসন্তান থাকিবে- অনুবাদক) এর প্রতীক হইয়া গেল। অতঃপর মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরী উঠিল এবং মোহাম্মদ তাহেরের ন্যায় আমার উপর বদদোয়া করিয়া জাতির মধ্যে তাহার নাম কুড়াইবার শখ হইল। অর্থাৎ যেভাবে মোহাম্মদ তাহের এক মিথ্যা মসীহ ও মিথ্যা মাহদীর উপর বদদোয়া করিয়াছিল এবং সে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, সেভাবে (মৌলবী গোলাম দস্তগীর) তাহার বদদোয়া দ্বারা আমাকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু এই বদদোয়ার পর সে নিজেই এত তাড়াতাড়ি ধ্বংস হইয়া গেল যে, ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা কি রহস্য যে, মোহাম্মদ তাহের তাহার যুগের মিথ্যা মসীহের উপর বদদোয়া করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিল এবং গোলাম দস্তগীর তাহার যুগের মসীহের উপর বদদোয়া করিয়া নিজেই ধ্বংস হইয়া গেল। এই ব্যাপারে কোন মৌলবী উত্তর দেয় না। ইহাতো খোদার অভ্যন্তরীণ সাহায্য। বাহ্যিকভাবে খোদা তা'লা আমাকে ঐ প্রতাপ দান করিয়াছেন যে, কোন পাদ্রী আমার মোকাবেলা করিতে পারে না। ঐ এক যুগও ছিল না যখন তাহারা হাটে বাজারে চিৎকার করিয়া বলিত যে, আঁ হযরত (সা.) -এর কোন মোজেযা ছিল না এবং কুরআন করীমে কোন ভবিষ্যদ্বাণী নাই। তারপর খোদা তা'লা তাহাদের উপর এইরূপ প্রতাপ বিস্তার করেন যে, তাহারা এই দিকে আর মুখ বাড়ায় না, যেন তাহারা সকলে এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে। আমি ঐ সত্তার শপথ করিতেছি, যাহার হাতে আমার প্রাণ আছে, যদি কোন পাদ্রী এই মোকাবেলার জন্য আমার দিকে মুখ বাড়ায় তবে খোদা তা'লা তাহাকে ভয়ঙ্করভাবে লাঞ্ছিত করিবেন এবং ঐ আযাবে নিক্ষিপ্ত করিবেন যাহা দৃষ্টান্তহীন হইবে এবং যাহা কিছু আমি দেখাই তাহার শক্তি হইবে না যে, সে তাহার কল্পিত খোদার শক্তি দ্বারা তাহা দেখাইতে পারে। আমার জন্য খোদা আকাশ হইতেও নিদর্শন বর্ষিত করিবেন এবং জমীন হইতেও। আমি সত্য বলিতেছি যে, এই বরকত অন্য জাতিসমূহকে দেওয়া হয় নাই। অতএব, পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এমন কোন পাদ্রী আছে কি, যে আমার মোকাবেলায় খোদায়ী নিদর্শন দেখাইতে পারে? আমি ময়দান জিতিয়া লইয়াছি। আমার মোকাবিলা করার দুঃসাহস কাহারো নাই। অতএব ইহা ঐ কথাই যাহা খোদা তা'লা আজ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বলেন, (ফার্সি) (অর্থ: আনন্দিত হও, আনন্দিত হও, আসিয়াছে আসিয়াছে সুসময় অতি সন্নিকটে। উচ্চ হইতে উচ্চতর মীনারের উপরে মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুচরগণের পড়িবে প্রবল পদক্ষেপ- অনুবাদক) প্রত্যেক ব্যক্তি আমার আজ্ঞানুবর্তী।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৩৪৭)

****

জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যদের জন্য কাদিয়ান জলসা সালানা (২০১৮ সাল) কল্যাণময় হোক

দোয়াপ্রার্থী:

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি (আসাম)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

মূল: ফালাহুদ্দীন কমর, মোবাল্লেগ সিলসিলা, নাযারত উলিয়া জুনুবী হিন্দ, কাদিয়ান
অনুবাদ: আবু সোহান মণ্ডল, মুরুব্বী সিলসিলা

সুধী পাঠকবৃন্দ! আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মুসলমানদের উপর এমন এক যুগও আসবে যখন ঈমান সপ্তর্ষিমণ্ডলে উঠে যাবে অর্থাৎ এই পৃথিবী ঈমান শূন্য হয়ে যাবে এবং উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক প্রকারের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। আলেমদের অবস্থাও এমন শোচনীয় হয়ে যাবে যে, তারা মানুষের হেদায়তের কারণ না হয়ে তাদের মধ্যে চরম অরাজকতা, ফেতনা এবং ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এর বিপরীতে তিনি (সা.) উম্মতকে এই সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, এর বসন্তের দিন পুনরায় ফিরে আসবে। সেই যুগ ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদের যুগ হবে যখন ঈমান পুনরায় এই ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। সুতরাং তিনি (সা.) বলেন-

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ:
إِبْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন মসীহ ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন এবং তিনি তোমাদের ইমাম হবেন এবং তোমাদের মধ্যে থেকেই হবেন। সমস্ত ফেরকার এই বিশ্বাস যে, নবী করীম (সা.) এর এই ভবিষ্যদ্বাণী এখনও পূর্ণ হয় নি অথচ জামাত আহমদীয়ার পূর্ণ বিশ্বাস যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সত্তায় এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

সৈয়্যাদানা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা এই যুগের ইমাম ও মসীহ মওউদ রূপে প্রেরণ করেছেন। সহস্র সহস্র বছরের পর এক দীর্ঘ খরার পর কোন নবী তার চেহারা দেখিয়েছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপ বান্দাদের উপর যখনই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন নবী এসেছেন তাঁর বিরোধীতা করা হয়েছে।

আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা এই পৃথিবীর বিরোধীতা, ঠাট্টা এবং বিদ্রুপকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে। কিন্তু খোদা তা'লা এটিকে তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে নিদর্শন স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সত্য নবীর একটি নিদর্শন এটিই বলেছেন যে, তারা তাদের উদ্দেশ্যে অবশ্যই বিজয়ী হয় এবং সমস্ত দুনিয়ার বিরোধীতা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বলেন كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, আমি ও আমার রসূলরা অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।

এবিষয়ে দুটি পুস্তক 'সিলসিলা আহমদয়ীয়ার' লেখক মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ (রা.) এবং 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনী ' লেখক মৌলানা দোস্ত মহম্মদ শাহিদ সাহেব আহমদী ইতিহাসবিদ-এর থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করছি।

বংশ পরিচয়

সৈয়্যদানা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আ.) বিখ্যাত ইরানী গোত্র 'বারলাস'-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর বংশ একটি রাজকীয় বংশ ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন মির্যা হাদি বেগ যিনি ১৫৩৯ সালে নিজ বংশের সহিত 'কস' থেকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন এবং একটি আদর্শ প্রদেশ কাদিয়ানের ভিত্তি স্থাপন করেন যা ১৮০২ খৃ: পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। অবশেষে তাঁর দাদা মির্যা আতা মোহাম্মদ সাহেবের সময় ইংরেজরা সেটি দখল করে নেয় এবং তাঁর খানদানকে কপুরথলায় আশ্রয় নিতে হয় যারা মহারাজা রঞ্জিত সিংহের সময় পুনরায় কাদিয়ানে ফিরে আসেন এবং তাঁর পিতা হযরত মির্যা গোলাম মরতুজা সাহেব পুনরায় নিজ রাজ্য থেকে পাঁচটি গ্রাম ফিরে পান।

জন্ম

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হযরত চেরাগ বিবি সাহেবার গর্ভ থেকে ১৪ই শওয়াল ১২৫০ হিজরি অনুযায়ী ১৩ ফেব্রয়ারী ১৮৩৫ সালে শুক্রবার ফজরের পর কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মসীহ মওউদ নাসরী (আ.)-এর ন্যায় তাঁর জন্মের ক্ষেত্রেও একটি নতুনত্ব ছিল। কেননা, তিনি হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জমজ জন্মগ্রহণ করেন।

পবিত্র শৈশব, শিক্ষা এবং মোহাম্মদ (সা.) সহিত সাক্ষাত

তিনি (আ.) বলেন যে, শুরু থেকেই আল্লাহ্র দরবার আমার ঘর, পবিত্র ব্যক্তিরা আমার ভাই, খোদার ইবাদত আমার সম্পদ এবং আল্লাহ্র সৃষ্টি আমার বংশ ছিল। একজন ওলিউল্লাহ্ মৌলানা গোলাম রসুল সাহেব তাঁকে শৈশবে দেখে বলেন যে, এযুগে যদি কেউ নবী হত তবে এই ছেলেটিই নবুয়্যতের যোগ্য।

৬-৭ বছর বয়সে তিনি (আ.) কাদিয়ান নিবাসী একজন হানাফী বুজুর্গের নিকট কুরআনের শিক্ষা নেন এবং কিছু ফার্সি পুস্তকও পড়েন। দশ বছর বয়সে একজন আহলে হাদীসের আলেম মৌলবী ফযল আহমদ খুবই পরিশ্রম ও মনোযোগের সঙ্গে আরবী ব্যাকরণের কিছু পুস্তক পড়ান। ১৭-১৮ বছর বয়সে বাটালার একজন শিয়া আলেম মৌলবী গুল আলী শাহ সাহেবের নিকট আরবী ব্যকরণ, যুক্তি ও দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি প্রচলিত জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন করেন। এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা ওয়ালেদ সাহেবের কাছে অর্জন করেন। শিক্ষারত অবস্থায় প্রথমবার তিনি দিব্যদর্শনের মাধ্যমে নবী করীম (সা.)-এর সহিত সাক্ষাত করেন। তিনি দেখেন যে, নবী করীম (সা.) এর চেয়ার উঁচু হয়ে গেছে, এমনকি এমনকি ছাদের নিকট এসে পৌঁছায় এবং তাঁর চেহারা মোবারক এমনভাবে দীপ্তিময় হয়ে উঠল মনে হলো এর উপর সূর্য ও চন্দ্রের আভা নিপতিত হয়েছে।

শিয়ালকোটে ইসলাম প্রচার

১৮৬৪ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত তিনি শিয়ালকোটে চাকুরীর জন্য বসবাস করেন। তাঁর বেশিরভাগ সময় কুরআনের তেলাওয়াত, ইবাদত, খেদমত খলক এবং ইসলাম প্রচারে ব্যয় হত। খৃষ্টানরা পাঞ্জাব এবং বিশেষ করে শিয়ালকোটকে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এখানে ইসলাম প্রচার এবং খৃষ্টধর্মকে রহিত করার জন্য রাস্তা খুলে দেন এবং বিশেষ করে স্কাচ' মিশনের বিখ্যাত পাদ্রী বাটলারের সহিত তর্ক যুদ্ধ হয়।

তর্ক বিতর্ক থেকে সভাপতিত্ব এবং আসমানী সুসংবাদ

সিয়ালকোট থেকে ফিরে আসার পর খেদমতে দ্বীনের কাজে পুনরায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বাটালাতে খোদার আদেশ অনুযায়ী তর্ক বিতর্ক সভা স্থগিত করেন। এবং হানাফীদের হাঙ্গামা সত্ত্বেও কুরআনকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এর ফলে খোদা তা'লা তাঁকে সুসংবাদ দেন যে, 'তোমার খোদা তোমার এই কাজের ফলে অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন এবং তিনি তাঁকে বরকত মণ্ডিত করবেন এমনকি বাদশাহ তোমার পোষাক থেকে বরকত অন্বেষণ করবে। "

কলমের জেহাদের সূচনা

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইসলাম সম্পর্কে তিনি কলমের জিহাদের সূচনা করেন এবং আখবারে মনসুরী মোহাম্মদী অব ব্যাঙ্গালোর এবং অন্যান্য মুসলিম প্রেসে রচনা লেখেন। খুব সম্ভবত ১৮৭৩ সনে তিনি কবিতাকে সত্য প্রকাশের মাধ্যম বানান। তিনি প্রথমে ছদ্মনামও ব্যবহার করতেন।

রোযা

১৮৭৫ সালে তিনি দীর্ঘ নয় মাস রোযা রাখেন যার ফলে তাঁকে আধ্যাত্মিক জগতে ভ্রমণ করানো হয় এবং পূর্বের নবীগণ, বুযুর্গ এবং আলী ও ফাতেমা এবং হাসান হোসেন (রা.) ছাড়াও হযরত মহম্মদ (সা.)-এর সহিত সাক্ষাত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

পিতার মৃত্যুর পর বহুল পরিমাণে ঐশী বাক্যালাপের সূচনা

২রা জুন ১৮৭২ সনে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর বহুল পরিমাণে কথপোকথনের সূচনা হয়। এর পর সম্পূর্ণভাবে তিনি দ্বীনের খেদমতের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং

বিশেষ করে আর্য সমাজের উপর পূর্ণশক্তি দ্বারা হামলা করেন যার ফলে ইসলাম বিজয়ী হয়।

বারাহীনে আহমদীয়ার প্রকাশ

১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত তাঁর পবিত্র কলম থেকে বারাহীনে আহমদীয়ার মত অতুলনীয় রচনা প্রকাশিত হয় যার ফলে হিন্দ ও পাক উপমহাদেশে অত্যন্ত সাড়া জেগে ওঠে এবং হিন্দুস্তানের মুসলমান যারা অন্যান্য ধর্মের হামলার কারণে মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল তারা এক নতুন জীবন খুঁজে পায় এবং নিজেদের মধ্যে এক নতুন উদ্যম লক্ষ্য করে এবং মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী, মৌলনা মোহাম্মদ শরীফ সাহেব এই পুস্তককে একটি অসাধারণ পুস্তক বলে গণ্য করেন।

প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি এবং নিদর্শন দেখার আহ্বান

১৮৮২ সালের মার্চ মাসে তিনি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করেন। এরপর তিনি ১৮৮৪ এবং ১৮৯৫ সালে পৃথিবীর বড় বড় অমুসলিম নেতাদেরকে নিদর্শন দেখার আহ্বান জানান এবং একাজের জন্য তিনি বিশ হাজার উর্দু এবং ইংরেজি ইশতেহার ডাক মারফত প্রেরণ করেন। কিন্তু নিদর্শন দেখার জন্য কেউই আসল না এবং প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে আমি মোকাবিলার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছি।

পবিত্র বংশের সূচনা এবং মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

নভেম্বর ১৮৮৪ সানে দিল্লীর বিখ্যাত সুফী হযরত খাজা মীর দরদ (রা.)-এর বংশোদ্ভুত হযরত মীর নাসির নওয়াব সাহেবের কন্যা হযরত নুসরাত জাহাঁ বেগমের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত পৃথিবীর সাহায্যার্থে একটি পবিত্র বংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৮৬ সালে খোদার আদেশ অনুযায়ী তিনি হোশিয়ারপুরে চিল্লাকশি করেন। যার ফলে তাঁকে প্রচুর সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং মুসলেহ মওউদ -এর মত সন্তানের সুসংবাদ দান করা হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণী ১২ ই জানুয়ারী ১৮৮৯ সনে মুসলেহ মওউদ (রা.) জন্মের সাথেই পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

উল্কাপাতের নিদর্শন

১৮৮৫ সালে শেষে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর সমর্থনে একটি নিদর্শন দেখান অর্থাৎ ২৭ ও ২৮ নভেম্বর ১৯৮৫ সনের মধ্যবর্তী রাতে উল্কাপাতের একটি বিশেষ নিদর্শন প্রকাশিত হয়। সেই রাতে বহুল পরিমাণে উল্কাপিণ্ড খসে পড়ে। এরকম বহুল পরিমাণে উল্কাপিণ্ড খসে পড়ার অর্থ হল এখন পৃথিবীতে শয়তানী দলের উপরে রহমানী দলের হামলার সময় হয়ে এসেছে এবং আকাশের একটি অসাধারণ গতি অনুভব করা যাচ্ছে।

লুধিয়ানাতে বয়আত গ্রহণ

২৩ শে মার্চ ১৮৮৯ সনের এই পবিত্র দিনটি আহমদীয়াতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কেননা এই দিনে লুধিয়ান নিবাসী সুফি আহমদ জান সাহেবের গৃহে প্রথমবারের মত বয়আত গ্রহণ করা হয় এবং ৪০ জন ব্যক্তি তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন এবং দ্বীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেওয়ার সংকল্প করেন। সর্বপ্রথম বয়আত গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন মৌলানা হাকিম নুরুদ্দীন সাহেব (রা.)।

মসীহ হওয়ার দাবী

১৮৯০ সনের শেষে তাঁর উপরে প্রকাশ করা হয় যে, 'মসীহ ইবনে মরিয়ম' মৃত্যু বরণ করেছেন এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য নিয়ে ওয়াদা অনুযায়ী তুমি এসেছ।" এর ফলে ১৮৯১ সনে তিনি 'ফতেহ ইসলাম', 'তওজিহ মারাম' এবং 'ইযালায়ে আওহাম' পুস্তক লিখে সমকালীন আলেমদের উপরে ইতমামে হুজ্জত করেন। এছাড়া লুধিয়ানাতে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী এবং দিল্লীতে মৌলবী বশীর আহমদ সাহেবের সহিত অতুলনীয় এক বিতর্ক সভাও করেন।

মাহদী হওয়ার দাবী

তিনি এটিও দাবি করেন যে, ইসলামে যে ইমাম মাহদীর আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল তিনি হলেন নিজেই। আমি কিন্তু কোন হত্যার উদ্দেশ্যে নিয়ে প্রেরিত হই নি বরং আমার কাজ শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মুসলমানদের খুনী মাহদীর বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মসীহ ও মাহদী কোন পৃথক সত্তা নয় বরং একই ব্যক্তির দুই নাম। অর্থাৎ মসীলে মসীহ হওয়ার কারণে আগমণকারী মাওউদের নাম মসীহ রাখা হয়েছে এবং নবী করীম (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি ও প্রতিবিম্ব হওয়ার কারণে এর নাম মাহদী রাখা হয়েছে। যেমনটি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী ব্যতিরেকে অপর কেউ মাহদী নয়। "

প্রথম জলসা সালানা

২৭ শে ডিসেম্বর ১৮৯১ সনে জামাত আহমদীয়ার প্রথম জলসা সালানা জোহরের নামাযের পর মসজিদ আকসা কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে হযরত মৌলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটী সাহেব (রা.) হুযুরের পুস্তক 'আসমানী ফয়সালা' পড়ে শোনান এবং জলসা সমাপ্ত হয়। এই জলসায় মোট ৭৫ জন মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

রানী ভিক্টোরিয়াকে ইসলামের দাওয়াত

১৮৯৩ সালে তিনি 'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন যেখানে রানী ভিক্টোরিয়াকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। যার উপর হযরত খাজা গোলাম ফরিদ চাচড়া শরীফের মত বুযুর্গ বাহবা দেন। জুন ১৮৯৭ সনে তিনি কেবল রানি ভিক্টোরিয়াকে ইসলামের দিকে আহ্বানই জানান নি বরং ইংল্যান্ডে একটি সর্বধর্মসভা অনুষ্ঠিত করার পরামর্শও দেন।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্যোন্মোচন

১৮৯৫ সনে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেন যার ফলে ইসলামের বিজয়ের পথ সুগম হয়। অতএব তিনি দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় উপস্থাপন করেন-

১) আরবী ভাষা সমস্ত ভাষার জননী।

২) হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর কাশ্মীরে বিদ্যমান।

আরবী ভাষায় মোকাবেলার আহ্বান

খোদা তা'লা তাঁকে ইসলামের খেদমতের জন্য প্রেরণ করেন এবং কুরআনের জ্ঞানে সুসজ্জিত করেছেন। তিনি ১৮৯৩ সনে আলেমদেরকে চ্যালেঞ্জ জানান যে, তারা আরবী ভাষায় কুরআনের তফসীর লিখে আমার সাথে মোকাবেলা করুক। এবং তিনি এটিও ঘোষণা দেন যে, খোদা তা'লা আমাকে এক রাতে ৪০ হাজার আরবী শব্দ শেখান এবং খোদা তা'লা আরবী ভাষায় আমাকে এমন পাণ্ডিত্য দান করেছেন যে, কোন অন্য ব্যক্তি আমার মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারবে না। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই দাবীর পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। কিন্তু কারোর মোকাবিলা করার সাহস হয় নি। তাঁর আরবী রচনা প্রায় ২১ টি।

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নিদর্শন

১৮৯৪ সনে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সমর্থনে নিদর্শন দেখান এবং সেটি হল প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যা মাহদী মাওউদের স্বপক্ষে বর্ণনা করা হয়েছিল, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে, মোতাবেক ১৩১২ হিজরীতে একই রমযান মাসে সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ হয়। এই সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, এর তারিখ সম্পর্কে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছিল যে, অমুক তারিখে এই গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হবে। এবং সেই সময় খোদার পক্ষ থেকে একজন সত্য মাহদীর দাবীদারও উপস্থিত থাকবেন। ১৮৯৪ সনে রমযান মাসে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পায়। এরপূর্বে এই নিদর্শন কখনো প্রকাশিত হয় নি।

রসুলে করীম (সা.)-এর সম্মান রক্ষায় আইনী পদক্ষেপ

১৮৯৫ সনে তিনি হিন্দুস্তানে আইনের দফা ২৯৮ টি প্রশস্ত করার আহ্বান জানান এবং নবী করীম (সা.)-এর সম্মান রক্ষার্থে পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা জানান যার ফলে মুসলমান সমাজে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়।

জুমার ছুটির জন্য আবেদন

১লা জুন ১৮৮৬ সনে তিনি হিন্দুস্তানের ভাইসরয়কে একটি ইশতেহার দেন যে, মুসলমান কর্মচারীদেরকে জুমার দিনে ছুটি দেওয়া হোক। কেননা ইসলাম ধর্মে এটি একটি পবিত্র দিন।

লাহোরে সর্বধর্ম সমন্বয় সভা

ডিসেম্বর ১৮৯৬ সনে লাহোরে একটি সর্বধর্মসমন্বয় সভার আয়োজন করা হয় যেখানে তিনি ইসলাম ধর্মের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'ইসলামী নীতি দর্শন' নামে একটি অতুলনীয় পুস্তক রচনা করেন যেটিকে মৌলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটী সাহেব পড়ে শোনান। তিনি পূর্বেই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে খবর পেয়ে ইশতেহার প্রকাশ করেন যে, 'তোমার রচনা সবার উপরে বিজয়ী হবে।' সুতরাং এমনিটই হয় এবং

ইসলামকে 'তাঁর হস্ত দ্বারা একটি বিরাট বিজয় দান করা হয় যার স্বীকার সমকালীন উর্দু এবং ইংরেজি প্রেসরাও করেছিল।

ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে লেখরামের মৃত্যু

পণ্ডিত লেখরাম আর্যসমাজের সংগঠনের অন্যতম সদস্য ছিল। ইসলাম র্ধম ও এর প্রবর্তককে গালি দিত। সৈয়্যাদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বড় স্পর্ধা নিয়ে আস্ফালন করে বলেছিল যে, আমার সম্পর্কে যা খুশি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ কর। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ৬ বছরের মধ্যে তার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন। ১৮৯৭ সালের ২রা মার্চ রসুলের অবমাননাকারী সেই কুখ্যাত লেখরাম পেশাওয়ারীকে ঠিক তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে 'তেগে বারানে মহম্মদ' দ্বারা টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়।

অ-আহমদীদের পিছনে নামায না পড়া এবং তাদের সঙ্গে আহমদী মেয়েদের বিয়ে না দেওয়া সম্পর্কে নির্দেশ

১৮৯৮ সালে তিনি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে দুটি নির্দেশ জারি করেন। প্রথম, এখন থেকে ভবিষ্যতে কোন আহমদী অ-আহমদীর পেছনে নামায পড়বে না। ১৯০০ সালে তিনি এই নির্দেশটি যথারীতি লিখিতভাবেও ঘোষণা করেন। দ্বিতীয়ত কোন আহমদী মেয়ের বিয়ে যেন অ-আহমদী ছেলের সঙ্গে না দেওয়া হয়।

পাঞ্জাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং জামাত আহমদীয়ার অসাধারণ উন্নতি।

প্লেগ একটি মহামারী যার জীবাণু ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়ায় আর এটি প্রকৃতির নিয়মেই সৃষ্টি হয়। সেই যুগে প্রথমে মুম্বাইয়ে এটি প্রকাশ পায় আর তখনও তা পাঞ্জাবে প্রবেশ করে নি। ১৮৮৯ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বপ্নে দেখেন যে, কিছু লোক পাঞ্জাবে বীভৎস ধরণের চারা রোপন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এটি কোন চারা? তারা উত্তর দেয় প্লেগের চারা যা অচিরে পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়বে। তাঁকে এ সংবাদও দেওয়া হয় যে, এই রোগ প্রসারের আধ্যাত্মিক কারণ হল মানুষের ধর্মবিমুখতা এবং আধ্যাত্মিক অধঃপতন। এই প্লেগের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী ও অমান্যকারীদের মাঝে স্পষ্ট প্রভেদ রেখা টেনে দেন। আর যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর 'আদ দার'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে রক্ষা করেন যাতে তারা মানুষের জন্য নিদর্শন প্রমাণিত হন।

এজাযুল মসীহ এবং তোহফা গোল্ডবিয়া রচনা ও প্রকাশ

১৯০০ সালের ২৮শে আগস্ট তারিখে হুযুর গোল্ডাহ্ শরীফের খ্যাতনামা পীর মেহের আলী শাহ সাহেবকে তফসীর লেখার প্রতি আহ্বান জানান। পীর সাহেব এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু হুযুর (আ.) তাঁর জন্য দ্বিগুণ মাত্রায় 'হুজ্জত' (অকাট্য যুক্তি প্রমাণ) পূর্ণ করেন। সুতরাং তিনি 'এজাযুল মসীহ' নামে সূরা ফাতেহার আরবী তফসীর লেখেন। আরব এবং অনারব উভয়ের মধ্যেই এটিকে ব্যপকহারে প্রকাশ করা হয় যাতে তিনি তাঁর নিজের সত্যতার অকাট্য দলিল লিপিবদ্ধ করেন। পীর মেহের আলী আজীবন এর উত্তর দিতে পারে নি।

খুতবা ইলহামিয়া

১৯০০ সালের প্রারম্ভে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে এক অত্যন্ত সূক্ষ্মধর্মী এবং উৎকৃষ্টমানের নিদর্শন প্রকাশ পায়। ঈদুল আযহার দিন খোদা তা'লা তাঁকে আদেশ করেন আরবী ভাষায় খুতবা দাও আমি তোমাকে সাহায্য করব। অথচ তিনি এর পূর্বে কখনও আরবীতে বক্তব্য দেন নি। তিনি খোদার এই আদেশ শিরোধার্য করে খুতবার জন্য দন্ডায়মান হন এবং কুরবানীর বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তব্য দেওয়া আরম্ভ করেন। এটি 'খুতবা ইলহামিয়া' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

আহমদীয়া ফির্কা নাম

১৯০১ সালে সরকারিভাবে আদমশুমারী হতে যাচ্ছিল। এই কারণে তিনি (আ.) ১৯০০ সালের ৪ঠা নভেম্বর একটি বিজ্ঞপ্তি দেন যে, যেহেতু আঁ হযরত (সা.)-এর সৌন্দর্য বিকাশক নাম ছিল আহমদ তাই এরই সঙ্গে সাজুয্য রেখে জামাতের নাম আহমদীয়া ফির্কা রাখা হচ্ছে যাতে এই নাম শ্রবণেই প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, এই ফির্কা পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ প্রসারের উদ্দেশ্যে এসেছে।

রিভিউ অব রিলিজিয়নস পত্রিকার প্রবর্তন এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা

১৯০২ সালে তাঁর নির্দেশে উর্দু এবং ইংরেজিতে রিভিউ অব রিলিজিয়নস পত্রিকার প্রবর্তন হয় যার মাধ্যমে পশ্চিমের দেশসমূহে তবলীগের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই পত্রিকা ধর্মীয় জগতে বিপ্লব সাধনের পরিবেশে সৃষ্টি করে।

জামাত আহমদীয়ার বিস্ময়কর অগ্রগতি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খোদার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে সময়ের পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে চলেছে আর এই বিপদে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এবং তাঁর নিষ্ঠাবান জামাতকে অলৌকিকভাবে নিরাপদ রাখবেন। ১৯০২ সালে চতুর্দিকে প্লেগের প্রকোপ দেখা দেয়, কিন্তু জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্য এবং বিশেষ করে তাঁর 'আদ দার' মহামারির এই আক্রমণ থেকে বিশেষভাবে নিরাপদ থেকে যায়। খোদা তা'লার এই অলৌকিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে বহু পুণ্যাত্মা তাঁর উপর ঈমান আনে। 'দাফেউল বালা' এবং 'কিশতিয়ে নূহ' তাঁর এই যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর শিক্ষামালার সারবস্তু

১৯০২ সালে প্লেগের প্রকোপ দেখা দিল, তখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বীয় জামাতকে নসীহত করলেন এবং মানুষকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য একটি পুস্তক রচনা করে প্রকাশ করেন যার নাম রাখেন তিনি 'কিশতিয়ে নূহ'। ঘোর দুর্যোগের তুফানে এই পুস্তকটি নূহের নৌকার মতই ছিল যাতে আশ্রয় নিয়ে মানুষ ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারত। এই পুস্তকে তিনি নিজের শিক্ষামালার সারাংশ উপস্থাপন করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি নিজের জামাতের কাছে কোন্ ধর্মবিশ্বাস এবং কর্মপন্থার প্রত্যাশা করেন।

জামাতের চাঁদার সংগঠন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে এমন কোন আহ্বান করা হয় নি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই নিয়মিত মাসিক চাঁদা দিবে। জামাতের যাবতীয় খরচাদি সেই সব চাঁদা থেকে নির্বাহ করা হত যা জামাতের সদস্যরা স্বেচ্ছায় নিজের খুশিতে পাঠাত। কিন্তু এখন প্রত্যেক খাতেই খরচ বৃদ্ধি হচ্ছিল, বিশেষ করে অতিথিশালার খরচ অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল। এই কারণে তিনি (আ.) ১৯০২ সনে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জামাতের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ জারি করেন যে, আগামী থেকে প্রত্যেক আহমদী নিয়মিত মাসিক চাঁদা দিবে, কোনক্রমেই যেন এর ব্যতিক্রম না ঘটে। তিনি এক্ষেত্রে কোন হার নির্ধারণ করেন নি, রাশির পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রত্যেক ব্যক্তির (আর্থিক) পরিস্থিতি এবং নিষ্ঠার উপর ছেড়ে দেন। কিন্তু এবিষয়টি আবশ্যিক করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের জন্য নির্ধারিত রাশি সম্পর্কে অবহিত করে। এটিই ছিল সেই ভিত্তি প্রস্তর যার উপর সিলসিলার চাঁদা এবং আয়ের ইমারত গড়ে উঠে।

'এজাযে আহমদী' রচনা

১৯০২ সালের ৮-১২ নভেম্বর এই চার দিনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অমৃতসরের মোবাহাসা (ধর্মীয় বিতর্ক সভা) সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করে ফেলেন যাতে তিনি এক অনবদ্য আরবী কাসিদাও লেখেন এবং ১৫ই নভেম্বর তা প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির তিনি নাম রাখেন এজাযে আহমদী। পুস্তকে তিনি অমৃতসর নিবাসী মৌলবী সানাউল্লাহ এবং অন্যান্য উলেমাদের এবিষয়ে আহ্বান জানান যে, যদি তারাও পাঁচ দিনে উর্দু প্রবন্ধ সহ এমন আরবী কাসিদা রচনা করে প্রকাশ করতে পারে তবে আমি অবিলম্বে তাদেরকে দশ হাজার রুপী প্রদান করব। কিন্তু সঙ্গে তিনি এও ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এটি কখনও সম্ভব হবে না। "খোদা তা'লা তাদের কলম ভেঙ্গে ফেলবেন এবং অন্তরকে ভোঁতা করে দিবেন"। হযরত 'সুলতানুল কলম' (লেখনী সম্রাট)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়।

মোকদ্দমার নতুন ধারা

১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তাঁকে একের পর এক মোকাদ্দমায় জেরবার হতে হয়। শুরুতে তাঁকে ঝিলম সফর করতে হয় যেখানে আল্লাহ্ তাঁকে অসাধারণ গ্রহণীয়তা দান

করেন এবং হাজার হাজার মানুষ তাঁর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঝিলম মোকাদ্দমায় তিনি নিরপরাধ সাব্যস্ত হন। কিন্তু সত্বরই মৌলবী করম দ্বীনও ঝিলমের আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করে যা ১৯০৩ সালের জুন মাসে স্থানান্তরিত হয়ে ঈর্ষাপরায়ণ আর্য চান্দু লালের আদালতে চলে আসে। যে আর্য সমাজীরা লেখরাম নিহত হওয়ার পর হুযুর (আ.)-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে ছারখার হচ্ছিল, তারা এই সুযোগে চান্দু লালের সঙ্গে হাত করে হুযুর (আ.) কে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা করে। কিন্তু চান্দু লাল খোদা তা'লার ক্রোধের প্রকোপে পড়ে যায় আর তিনি (আ.) সসম্মানে মুক্তি পান। এটি ১৯০৫ সালের ৭ই জানুয়ারীর ঘটনা।

মিনারাতুল মসীহ্‌র ভিত্তি

১৯০৩ সালের ১৩ই মার্চ শুক্রবার হুযুর (আ.) আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার উদ্দেশ্যে মিনারাতুল মসীহ্‌র ভিত্তি রাখেন যা দ্বিতীয় খিলাফত কালের প্রথমাংশে পূর্ণ হয়।

তালিমুল ইসলাম কলেজ স্থাপন

১৯০৩ সালের ১৮ই মে কাদিয়ানে তালিমুল ইসলাম কলেজের উদ্বোধন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হুযুর (আ.) অসুস্থতার কারণে স্বয়ং উপস্থিত থাকতে পারেন নি, কিন্তু বায়তুদ দোয়ায় এই কলেজের জন্য দোয়া করেন যার গ্রহণীয়তার কল্যাণে তালিমুল ইসলাম কলেজ এক জীবন্ত ও মূর্তিমান প্রমাণ হয়ে আছে।

তিনশ বছরে আহমদীয়াতের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

১৯০৩ সালের ১৪ই জুলাই হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবকে কাবুলে শহীদ করা হয় যার উপর হুযুর (আ.) 'তাযাকেরাতুশ শাহাদাতাঈন' পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি বড়ই বেদনাতুর হৃদয়ে হযরত মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব এবং হযরত সাহেব যাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং হযরত সাহেবযাদাকে সম্বোধন করে বলেছেন : " হে আব্দুল লতীফ! তোমার উপর হাজার হাজার রহমত বর্ষিত হোক। তুমি আমার জীবনেই সত্যতার নিদর্শন দেখিয়েছ।" অতঃপর তিনি এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তিনশ বছরের মধ্যে সমগ্র জগতে আহমদীয়াত বিজয় লাভ করবে।" তিনি বলেন, " পৃথিবীতে একটিই ধর্ম এবং একজনই নেতা থাকবে। আমি তো কেবল একটি বীজ বপন করতে এসেছি। অতএব, আমার হাতে সেই বীজ বপিত হয়েছে। এখন সেটি বৃদ্ধি পাবে এবং ফুলে ফলে সুশোভিত হবে আর কেউ এটিকে প্রতিহত করতে পারবে না।"

দেশের প্রধান শহরগুলিতে ঈমান উদ্দীপক বক্তৃতা

১৯০৪ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর লাহোরে এবং ২রা নভেম্বর সিয়ালকোটে হুযুর (আ.) সর্বজনীন জলসায় ঈমান উদ্দীপক বক্তৃতা করেন। পরের বছর ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে তিনি শেষ সফরে দিল্লি যান। ফিরে এসে লুধিয়ানায় ৬ই নভেম্বর এবং অমৃতসরে ৯ নভেম্বর বক্তৃতা দান করেন।

এক বিধ্বংসী ভূমিকম্প এবং ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীর বিকাশ

১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল এক ভয়ানক ভূমিকম্প আসে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল কাঙড়া জেলার পার্বত্য অঞ্চল যেখানে সব থেকে বেশি ক্ষয় ক্ষতি হয়। কিন্তু তা কেবল ধর্মশালা পর্যন্তই সীমিত থাকে নি, বরং পাঞ্জাবের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলেও এর প্রভাব পড়ে। বিধ্বংসী এই ভূমিকম্প হুযুর (আ.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এসেছিল যা কয়েক মাস পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। যার কথাগুলি ছিল-

''عفت الديار محلها ومقامها''

অর্থাৎ অচিরেই এক দুর্যোগ আসতে চলেছে যার ফলে বিশ্রামের স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় স্থানই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।" আরও একটি ইলহাম হয় যার অর্থ- " যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যুর ফলে অদ্ভুতভাবে প্রলয়ের চিৎকারের রোল উঠেছে এবং চারিদিকে মৃত্যুর মিছিল চলছে।"

দুটি ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই পৃথিবী এক প্রলয়ের দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শন করল এবং ভবিষ্যদ্বাণী দুটি অত্যন্ত সুস্পষ্টতার সঙ্গে পূর্ণ হল।

মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসা সম্পর্কে ইলহাম।

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে স্বপ্ন ও ইলহামের মাধ্যমে হুযুর (আ.) কে এই সংবাদ দেওয়া হয় যে, তাঁর মৃত্যুর দিন সন্নিকটে। অতঃপর তিনি (আ.) ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আল ওসিয়্যত পুস্তিকা রচনা করেন যাতে তিনি জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী দান করেন।

দ্বিতীয় কুদরতের সংবাদ

এই পুস্তিকায় তিনি (আ.) বিশেষভাবে এই সংবাদ প্রদান করেন যে, দ্বিতীয় কুদরত বা খিলাফত ব্যবস্থা আমার পশ্চাতে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

বেহেশতি মাকবারা এবং সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার স্থাপনা

আল ওসিয়্যত পুস্তিকার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে হুযুর (আ.) একটি বেহেশতি মাকবারাও স্থাপন করেন এবং এর থেকে উপার্জিত অর্থ ইসলাম প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যয় হওয়ার জন্য সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার ভিত্তি রাখেন এবং এই সিলসিলার আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব এর হাতে ন্যস্ত করেন।

মাদরাসা আহমদীয়ার স্থাপনা

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার সঙ্গে ধর্মীয় ক্লাসের শাখা হিসেবে মাদরাসা আহমদীয়ার ভিত্তি রাখা হয় পূর্বে যা তালিমুল ইসলাম হাই স্কুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এরপর প্রথম খিলাফতকালে এটি একটি স্থায়ী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় যার ছাত্ররা পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে তবলীগি কাজ সম্পাদান করেন এবং এযাবৎ করে চলেছেন। জামাতের দুই বিশিষ্ট আলেম হযরত মৌলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.) এবং হযরত মৌলানা বুরহানুদ্দিন সাহেব জেহলুমি (রা.) এই বছরই ইন্তেকাল করেন। যাঁদের মৃত্যুতে জাতির মধ্যে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়। সেই শূন্যতা পূরণ করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য আলেম তৈরীর জন্য এই মাদরাসার প্রয়োজন দেখা দেয়।

হাকীকাতুল ওহী রচনা এবং প্রকাশন

১৯০৭ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কলম থেকে মসীহ্‌য়াত যুগের 'হাকীকাতুল ওহী' নামে একটি পরিপূর্ণ এবং তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ পুস্তক রচিত হয় যার সাথে বাগ্মিতাপূর্ণ আরবী ভাষায় 'আল ইসতিসফা'ও যুক্ত হয় যে পুস্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের ফিকাহবিদদেরকে সেই সকল ঐশী সমর্থনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে থেকেছে।

ওয়াকফে যিন্দগী'-এর প্রতি আহ্বান

এখন জামাত আহমদীয়ার তবলীগের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছিল আর সেই কারণেই হুযুর (আ.) ১৯০৭ সালে ওয়াকফে যিন্দগীর প্রথম সার্বজনীন আহ্বান জানান। বহু আহমদী যুবক পূর্ণ উদ্যমে এই আহ্বানে সাড়া দেয়।

তাঁর জীবনের শেষ জলসা সালানা

১৯০৭ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর তাঁর জীবনের শেষ জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয় যাতে তিনি অমূল্য নির্দেশাবলী সম্বলিত দুটি বক্তব্য প্রদান করেন। জলসার প্রথম দিন হুযুর (আ.) ভ্রমণের জন্য বাইরে এলে ভক্তকুলের ভিড় তাঁর দর্শন পেতে উপচে পড়ে। যা দেখে হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব নিঃসংকোচে বলে ফেলেন- "নিরীহ মানুষগুলো সত্যান্বেষী। তেরোশ বছর পর তারা কোন নবীর মুখ দেখছে।"

লাহোরের শেষ সফর

'চাশমায়ে মারেফাত' রচনা এবং কিছু অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়াদিতে নিরন্তর ব্যস্ততার কারণে হুযুর (আ.)-এর শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায় তিনি ১৯০৮ সালের ২৭ শে এপ্রিল লাহোর আসেন এবং আহমদীয়া বিল্ডিং -এ অবস্থান করে বক্তব্য ও নসীহত আরম্ভ করেন। এটি ছিল হুযুর (আ.)-এর শেষ সফর। এই সফরে শাহযাদা সুলতান ইব্রাহিম

এরপর ১৮-এর পাতায়.....

জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যদের জন্য কাদিয়ান জলসা সালানা (২০১৮ সাল) কল্যাণময় হোক

দোয়াপ্রার্থী:

আযকারুল ইসলাম, জামাতে আহমদীয়া আমাইপুর,বীরভুম।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আরোপিত সাতটি মোকদ্দমা তাঁর সত্যতার সাতটি নিদর্শন

নাসির আহমদ আরিফ, মুরুব্বী সিলসিলা, নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মরকাযিয়া অনুবাদ: কাযী আয়ায মোহাম্মদ, মুয়াল্লিম সিলসিলা

আল্লাহ্ তা'লা কোরআন মজীদে বলেন,

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (يٰس:31)

(সূরা ইয়াসীন : ৩১)

অনুবাদ : পরিতাপ ! বান্দাগণের জন্য, তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নি, যার প্রতি তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নি।

এই আয়াতে আল্লাহতা'লা নিজ নবীগণ ও মুরসালীনদের আগমনের উদ্দেশ্য পুরণের পথে সম্মুখীন বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির কথা বর্ণনা করে সতর্ক করে বলেন, যে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে সেই পথ বড়ই কন্টকাকীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল। ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং দুর্যোগের পাহাড় আছে। কিন্তু এই দুর্যোগ তাদের ঈমানকে কখনো দুর্বল হতে দেয় না।

এই কষ্ট হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপর ও এসেছে। এবং হযরত আকদাস (আঃ)-এর জীবদ্দশায় শত্রুরা (বিরুদ্ধবাদীরা) নানা প্রকারের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মোকদ্দমা দায়ের করে যেন তেন প্রকারণে আপ (আঃ)-কে আইনের জালে (মুঠোয়) ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু খোদার পালোয়ানের পক্ষ থেকে সর্বদা এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে-

ہے سر راہ پر میرے وہ خود کھڑا مولیٰ کریم
پس نہ بیٹھو میری رہ میں اے شریران دیار
انبیاء سے بغض بھی اے غافلو اچھا نہیں
دور تر ہٹ جاؤ اس سے ہے یہ شیروں کی کچھار

অর্থ: 'পথের প্রান্তে আমার দয়াবান খোদা স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন। অতএব, হে দুষ্টেরা! আমার পথে বসো না। হে উদাসীন ব্যক্তিরা আম্বিয়াদের প্রতি বিদ্বেষভাবও কল্যাণকর নয়। এটি সিংহদের আস্তানা, এর থেকে (এই পথ থেকে) দূরে সরে যাও ।'

বিরদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে হযরত আকদস (আঃ)-এর বিরুদ্ধে সাতটি মোকাদ্দমা করা হয়েছিল। আর এই সাতাটি মোকাদ্দমাই তাঁর সত্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন। মোকদ্দমাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপিত হল।

মোকদ্দমা নং (১) ডাকখানা

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আপ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এক খ্রীষ্টান রেলইয়ারাম আপ (আঃ)-এর উপর মোকদ্দমা আরোপ করেন যা আপ (আঃ)-এর জীবনে আপ (আঃ)–এর প্রতি আরোপিত প্রথম মোকদ্দমা ছিল। তিনি (আঃ) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে কলমের যুদ্ধ করছিলেন এবং ইসলামের সত্যতায় প্রবন্ধ রচনা করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতেন। তিনি ইসলামের সমর্থনে এক প্রবন্ধ লেখেন এবং সেটা ছাপানোর জন্য অমৃতসরের একটি ছাপাখানায় খামে করে প্রেরণ করেন এবং ঐ খামের মধ্যে একটা চিঠিও রেখে দেন যাতে প্রবন্ধটি ছাপানোর জন্য বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রেসের খ্রীষ্টান মালিক রেলইয়ারাম, যাকে অমৃতসরের খ্রীষ্টান মিশনের প্রাণ (আত্মা) মনে করা হত, তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁর নিজ মন-বাসনা চরিতার্থ করার একটা সুযোগ পেলেন। যেহেতু খামের মধ্যে আলাদা করে চিঠি রাখা দন্ডনীয় অপরাধ এবং সেই অপরাধের শাস্তি ছিল ডাক বিভাগীয় আইনানুযায়ী পাঁচশত টাকা জরিমানা অথবা ছয় মাস পর্যন্ত জেল। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অবগত ছিলেন না। রেলইয়ারাম সংবাদ দাতারূপে ডাক বিভাগের অফিসারদের মাধ্যমে হুযুর (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা লিপিবদ্ধ করেন। এই সংবাদ জ্ঞাত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহতা'লা দিব্যদর্শনে তাঁকে অবগত করেন যে, রেলইয়ারাম একটা সাপ পাঠিয়েছেন তাঁকে দংশনের জন্য এবং তিনি (আঃ) মাছের মত ভেজে সেটা ফেরত পাঠিয়েছেন।

যাইহোক এই অপরাধের জন্য হুযুর (আঃ)-কে গুরুদাসপুরে ডেকে পাঠানো হয়। এবং মোকদ্দমার বিষয়ে যে সকল উকিলে নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল প্রত্যেকে এই পরামর্শ দিলেন যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে মুক্তির আর কোন রাস্তা নেই। আর এই পরামর্শও দিলেন যে, আপনি পরিষ্কার অস্বীকার করুন যে, আমি খামের মধ্যে কোন চিঠি রাখিনি, রেলইয়ারাম নিজেই ঢুকিয়ে দিয়েছে হয়তো। এবং কিছু মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে রেহাই মিলবে নতুবা ভীষণ কষ্টকর। তিনি (আঃ)-উকিলদের উত্তর দিলেন যে, 'আমি কখনোই মিথ্যা বলবো না। অতএব এই মোকদ্দমায় নিযুক্ত উকিল আলী আহমদ সাহেব বলেন, "আমি খুব চেষ্টা করেছি যে, মির্যা সাহেব সাহেব অস্বীকার করুন যে, আমি এই চিঠি খামের মধ্যে রাখি নি। আমি রাজি করানোর জন্য যতটাই চেষ্টা করতাম মির্যা সাহেব ততটাই অস্বীকার করতেন। আমি তাঁকে ভয় ও দেখিয়েছি যে, ফলাফল ভালো হবে না। এবং একটা সম্মানীয় বংশের উপর ফৌজদারী মোকদ্দমায় শাস্তির ছাপ লেগে যাবে। তিনি (আঃ) আমার কথা শুনতেন না। যাইহোক হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং ডাক খানার অফিসার আদালতে উপস্থিত হয়েছেন আর বিচারক হুজুর (আঃ)-এর বর্ণনা নোট করেন এবং প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি এই চিঠি প্যাকেটের মধ্যে রেখেছিলেন, আর এই প্যাকেটটা কি আপনার ? হুজুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন চিঠিও আমার এবং এই প্যাকেটটাও আমার। কিন্তু এই চিঠি প্রবন্ধ থেকে আলাদা মনে করি নি আর সরকারের লোকসান করাও আমার অভিপ্রায় ছিল না। এই কথা শোনা মাত্রই আল্লাহতা'লা সেই বিচারকের হৃদয়কে হুজুরের প্রতি মনোযোগী করে আর তাঁর প্রতিপক্ষ ডাকখানার অফিসার খুব হৈ-চৈ শুরু করে কিন্তু সেই বিচারক নো নো বলে সব কথা গুরুত্বহীন করে দেন । ডাকখানার অফিসার যখন নিজের বক্তব্য সমাপ্ত করে তখন বিচারক ফয়সালা লিখে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ঘোষণা(খারিজ করে) দেন। হজরত আকদাস আদালত থেকে বাহির হয়ে তিনি উত্তম প্রতিদানকারী খোদাকে কৃতজ্ঞতা পোষণ করেন, যিনি সত্য বলার কল্যাণে তাঁকে মর্যাদাপূর্ণ বিজয় দান করেন। হুজুর আকদাস এই মোকদ্দমার পূর্বে এই স্বপ্নও দেখেছিলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর টুপি খোলার জন্য হাত মারে। হুজুর বলেন কি করতে চাচ্ছ, তখন সে হুজুরের মাথায় টুপিটা রেখে দেয় আর বলে মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক। হুজুরের উকিল মোকাররম সেখ আলী আহমদ সাহেব যে সাজা অবধারিত জ্ঞান করে আদালত কক্ষ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল, সে বিস্ময়াবিভূত হয়ে সারা জীবন আল্লাহতা'লার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের সাক্ষী রয়ে গেল। (তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ : ১৪৬)

মোকদ্দমা নম্বর (২)

মোকদ্দমা পাদরী হেনরী মাটিন ক্লার্ক

১৮৯৭ সালটি আহমদীয়াতের ইতিহাসে সর্বদা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এই বছরে পন্ডিত লেখরামের হত্যার জন্য যে বিরোধীতার পরিবেশ তৈরী হয়েছিল তা চরম সীমায় পৌছেছিল আর হযরত আকদাসকে এই মোকদ্দমায় ফাঁসানোর খ্রীষ্টান পাদরীদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র জমা হয়েছিল এবং জঙ্গে মোকাদ্দস (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং পাদরী আব্দুল্লাহ্ আথমের সঙ্গে অমৃতসরে এক লিখিত মুবাহেলা)-এ যে হার খ্রীষ্টানদের বেড়ী হয়েছিল তারা সেটিকে শাস্তিপূর্ণ করে দিয়েছিল এবং খ্রীষ্টান পাদরী আপ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনায় ওত পেতেছিল। ঠিক এমনি সময়ে আব্দুল হামীদ নামে এক লম্পট চরিত্রের মানুষ তাদের কাছে যায়। এই ব্যক্তি কখনো খ্রীষ্টান, কখনো হিন্দু আবার কখনো মুসলমান হয়ে যেত। এই ব্যাপারে সে কাদিয়ানেও এসেছে এবং হজরত আকদাসকে বয়আত এর আবেদন করেছে যেটা হুজুর অনুমোদন করেন নি। এতে সে অসন্তুষ্ট হয়ে কাদিয়ান থেকে চলে যায়। এবং দ্বিতীয়বার আব্দুল হামীদ খ্রীষ্টানদের প্রতি অনুরক্ত হয় আর কোন ভাবে পাদরীদের সঙ্গে সাক্ষাত হতে হতে পাদরী মার্টিন ক্লার্কের নিকট পৌঁছায় এবং তাকে বলে বলে যে, 'আমি কাদিয়ান থেকে এসেছি। হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিলাম এখন খ্রীষ্টান হতে চাই"। আব্দুল হামীদের মুখে কাদিয়ান থেকে আসার কথা শুনে

মার্টিন ক্লার্ক খুব সতর্কতার সঙ্গে এমন ষড়যন্ত্র রচনা করে ফেলল যে, সেটাকে খুব শক্তিশালী বানিয়ে যেন হুজুরের বিরুদ্ধে 'হত্যার প্রয়াস' মোকদ্দমা দায়ের করা যায়। সুতরাং পাদরীরা আব্দুল হামীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে যে, তুমি এটি বলো আমাকে মির্জা গোলাম আহ্‌মদ মার্টিন ক্লার্ককে হত্যার জন্য পাঠিয়েছে। পাদরী সমাজে আব্দুল হামীদ নিজেকে খুবই অসহায় মনে করেছে এবং বাধ্য হয়ে তাদের ইচ্ছানুযায়ী লিখিত বর্ণনা দেয় এবং আটজন পাদরী সেখানে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করে দেয়। আর তাকে খুব ভালো করে শিখিয়ে দেয় যে, তুমি আদালতে বয়ান দিবে যে, মির্জা সাহেব আমাকে মার্টিন ক্লার্ককে হত্যার জন্য পাঠিয়েছিল কিন্তু মার্টিন ক্লার্ককে দেখে আমার সংকল্প বদলে যায়।

পাদরী মার্টিন ক্লার্ক তাকে মোকদ্দমার উদ্দেশ্যে অমৃতসর থেকে লাহোর নিয়ে আসে এবং অমৃতসরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে নিয়ে যায় যেখানে ফৌজদারী দফা ১০৭ অনুযায়ী মোকদ্দমা দায়ের করিয়েছে এবং আব্দুল হামীদকে যা যা শিখিয়েছে আদালতে সে তেমন বয়ানই দিয়েছে। পাদরী মার্টিন ক্লার্ক তার লিখিত বয়ানও আদালতে উপস্থাপন করেছে।

মোকদ্দমা খুবই গম্ভীর ছিল এবং তাদের ধর্মের পাদরীদের পক্ষ থেকে ছিল সেজন্য অমৃতসরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বর্ণনা শোনার সাথে সাথে ফৌজদারী দফা ১১৪ অনুযায়ী হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে দেয়। আদালতের এই কার্যক্রমের পর শত্রুরা আব্দুল হামীদের পরবর্তী বয়ান তৈরীর জন্য খুব উৎসাহের সঙ্গে চেষ্টা অব্যাহত রাখে। আর এই ব্যাপারে মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীর সাহায্যও গৃহীত হয়েছে। শত্রুদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, তারা মির্যা সাহেব কে হত্যার চেষ্টা করার শাস্তি প্রদানে সফল হবে। এ ব্যাপারে হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর কোন খবর ছিল না। আল্লাহতা'লার অভিপ্রায় যে, গ্রেপতারীর কাগজ-পত্র কোথাও হারিয়ে যায় এবং কিছু দিন পরে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের স্মরণ হল যে, তিনি বেআইনীভাবে গ্রেপতারীর আদেশ দিয়েছেন। তিনি গুরদাসপুরের কোন আসামীকে গ্রেপতারীর আদেশ দিতে পারেন না। অতঃপর মামলা গুরদাসপুর থেকে অমৃতসরে স্থানান্তরিত হয়। এবং গুরদাসপুর থেকে হজরত আকদাস (আঃ)-এর নামে বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয় যে, ১০ই আগষ্ট ১৮৯৭ ডেপুটি কমিশনরের স্থান হবে বাটালা, আপনি সেখানে উপস্থিত হবেন। তিনি (আঃ) সেই দিন সকালে বাটালায় পৌঁছে যান। সেই সময় রাস্তায় কথা প্রসঙ্গে মোকদ্দমার কথা উঠলে তিনি বলেন : "আমাকে আল্লাহতা'লা পূর্বেই সংবাদ দিয়েছিল আর আমি তো তাঁর সমর্থন ও সাহায্যের অপেক্ষাই করছিলাম। সেই জন্য আল্লাহতা'লার ভবিষ্যদ্বাণীর শুরুতেই আমি খুশি এবং তার শুভ পরিণামে বিশ্বাস রাখি, আমার মিত্রদের ভীত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

(কিতাবুল বারিয়াহ্ , ১ম প্রকাশ, পৃ : ২৩৭)

বর্ণনায় এসেছে যে, খ্রীষ্টানদের সাথে আর্যরাও শামিল হয়েছে আর মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবও তাদের সাথে আছে। হুজুর বলেন : " আমাদের সাথে খোদা আছেন, যিনি তাদের সাথে নেই। আল্লাহতা'লা নিজ ফয়সালা আমাকে জ্ঞাত করেছেন, এবং আমি উহাতে বিশ্বাস করি যে, তাই হবে যদি এই মোকদ্দমায় সারা দুনিয়াও আমার বিরুদ্ধে যায় তবে আমার এতটুকুও পরোয়া নেই এবং আল্লাহতা'লার সুসংবাদের পরে তার প্রতি সন্দেহও গুনাহ্ জ্ঞান করি।

(হায়াতে আহ্‌মদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ : ৫৯৭, ৫৯৮)

হজরত আকদাস তাঁর অনুগামীদের সাথে বাটালার ডাক বাংলায় পৌঁছান এবং আলাদত কক্ষে উপস্থিত হন। তাঁর জন্য ডেপুটি কমিশনার উইলিয়ম মন্টিগো ডগলাস আগে থেকে আসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। আদালতের বাইরে কৌতুহলী জনতার বিশাল ভীড় একত্রিত হয়েছিল, যেখানে মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবকেও দেখা যাচ্ছিল খুব আগ্রহের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন এবং সে হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) -এর হাতে হাতকড়ি পরানোর অপেক্ষায় ছিলেন। অন্যান্য সাক্ষীদের পরে মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবের সাক্ষী ছিল। তিনি আদালত কক্ষে এসে দেখেন কোন আসন খালি নেই এর ফলে তিনি বিচারককে সম্বোধন করে বলেন, "হুজুর চেয়ার" ডেপুটি কমিশনার মুনশী রাজা গোলাম হায়দার খান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, বিচারকের সামনে মৌলবী সাহবের আসন মেলে ? ইহাতে লিস্ট চেক করা হল উহাতে তাঁর নাম ছিল না। এরপর ডেপুটি কমিশনার বলেন, "আপনি সরকারীভাবে আসনের অধিকারী নন একদম দাঁড়িয়ে পড়ুন এবং সাক্ষী দিন"। যাইহোক সাক্ষী পর্ব শুরু হল এবং মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব মির্জা সাহেবের উপর যত রকম ভাবে অপবাদ আরোপ করা যায় কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না। মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব সাক্ষী দেওয়ার পর আদালত কক্ষের বাইরে একটা আরাম কেদারায় বসে পড়েন, কনস্টেবল তাঁকে ওখান থেকে উঠিয়ে দেয় এই বলে যে, পুলিসের ক্যাপ্টেনের আদেশ নেই। তখন মৌলবী সাহেব একটা বিছানো কাপড়ের উপর গিয়ে বসেন, কাপড়টা যার ছিল সে এই বলে টেনে নেয় যে, মুসলমানদের নেতা বলে পরিচয় দিয়ে এইভাবে প্রকাশ্য মিথ্যা বলা হচ্ছে! যাইহোক আমার কাপড় অপবিত্র করবেন না। তখন মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব (খলিফাতুল মসীহ্ আওওয়াল) উঠে মৌলবী সাহেবের হাত ধরে বলেন আপনি এখানে আমাদের কাছে বসুন, এরপর আব্দুল হামীদের বয়ান নেওয়া হয়। মিষ্টার ডগলাস বুঝে যান যে, আব্দুল হামীদ এবং মৌলবী মুহাম্মাদ হোসেন বাটালবী সাহেবের বয়ান মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এরপর আদালত বরখাস্ত হয় এবং তখনও ফয়সালা হয় নি এমন সময় ডেপুটি কমিশনারের কেরাণি রাজা গোলাম হায়দার খান বর্ণনা করেন যে, "আমি দেখেছি মিষ্টার উইলিয়ম ডগলাস ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে ছিল, কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, "যখন থেকে আমি মির্জা সাহেবের অবয়ব দেখেছি কোন ফেরেশ্‌তা যেন হাত দেখিয়ে আমাকে বলছে মির্জা সাহেব দোষী নন, তিনি নির্দোষ। আদালত বরখাস্ত করে এসে যেন মির্জা সাহেবের মুখ দেখতে পাচ্ছি এবং তিনি বলছেন একাজ তিনি করেন নি, এসব মিথ্যা। এজন্য আমার অবস্থা পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। এরপর পুলিসের ডিস্ট্রিক্ট সুপারেনটেন্ডেন্ট মিস্টার লিমার্চন্ড সাহেব বলেন, "এটা আপনার দোষ যে, আপনি সাক্ষীদেরকে পাদরীদের কাছে সোপর্দ করেছেন এবং তারা ওদের যা শেখায় সেটাই আদালতে বর্ণনা করে।" তখনই মি. ডগলাস আব্দুল হামীদকে পুলিশি হেফাজতে সোপর্দ করার নির্দেশ দেয়। বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে আব্দুল হামীদকে নিষ্ঠার সঙ্গে তার বয়ানে অনড় থাকতে বলা হয়, সেই মত সে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের বয়ানে স্থির থাকে। কিন্তু লিমার্চন্ড সাহেব তাকে বলে, "অযথা সময় নষ্ট না করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন কর"। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আব্দুল হামীদ তাঁর পায়ে পড়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল আর সমস্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিল। তখন তার বয়ান পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হলে সেখানে সে ঐ ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয় এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয় যে, এখন পর্যন্ত সে যে বয়ান দিয়েছে তা সবই শেখানো।

২০ আগষ্ট পুনরায় আদালত বসে আর আব্দুল হামীদ সরকারী সাক্ষী রূপে আদালতে নিজের প্রকৃত বয়ান পড়লে পাদরীদের এবং তাদের সঙ্গীদের পায়ের তলার মাটি হারিয়ে যায়। পাদরী মার্টিন ক্লার্কও তার শেষ বয়ানে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে এদিক-ওদিক হাতড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু রহস্য ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। অতএব ২৩ আগষ্ট ১৮৯৭ এ মিস্টার উইলিয়ম. মন্টিগো ডগলাস হজরত আকদাসকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করে দেন। এবং ফয়সালাতে লেখেন মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমার সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক আছে আমি কোন কারণ দেখি না যে, গোলাম আহ্‌মদ এর নিকট হতে শান্তি রক্ষার জন্য কোন জামানত নেওয়া হোক। সুতরাং তাঁকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। এবং আদালতেই হাসতে হাসতে তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, আপনি কি মার্টিন ক্লার্কের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাতে চান ? আপনার অধিকার আছে, আপনি ঈমান উদ্দীপক উত্তর প্রদান করেছেন। হুজুর (আঃ) বলেন আমি কারোও প্রতি মোকদ্দমা দায়ের করতে চাই না, আমার মোকদ্দমা আকাশে লিপিবদ্ধ আছে।"

(হায়াতে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ : ৬০২)

এইরূপে এই কঠিন সময়, অল্প দিনের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আর এটি আল্লাহতা'লার সাহায্যের নিদর্শন স্বরূপ হয়ে থাকল। এই মোকদ্দমা আরো একবার পরিষ্কার করে দিল যে, খোদাতা'লার প্রতি তাঁর কত দৃঢ় ভরসা এবং বিশ্বাস

আছে যা ঠাট্টা-বিদ্রূপ, ঝড়-দুর্যোগের পাহাড় পর্যন্ত বিচলিত করতে পারে না।

(তারিখে আহ্‌মদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ : ৬২০)

মোকদ্দমা নম্বর (৩.) মোকদ্দমা ইনকাম ট্যাক্স

আল্লাহতা'লার আর্থিক সাহায্য সর্বদা হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে ছিল যার প্রাচুর্য দেখে বিরোধীরা হৈ-চৈ শুরু করেছে যে, তাঁর আয় অনেক বেশী এবং তিনি আইনানুসারে ইনকামট্যাক্স আদায় না করে সরকারী তহবীলের ক্ষতিসাধন করছে। সুতরাং কিছু সংখ্যক লোকের খবরের ভিত্তিতে ১৮৯৮ সালে পাঞ্জাব সরকার হুজুর আকদাসের উপর ৭২০০ টাকায় ১৬৭.৫০ টাকা কর ধার্য করে মোকদ্দমা দায়ের করেন। ডাঃ মার্টিন ক্লার্ক এবং তার সাথীরা খুশি হয় যে, আমাদের প্রথম লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে এখন এই মোকদ্দমায় ক্ষতিপুরণ দিতে হবে কিন্তু খোদতা'লা নিজ প্রেমিকের সত্ত্বা এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার নিদর্শনের পর আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সাহায্যের নিদর্শন দেখানোর ছিল। এই মোকদ্দমা একজন হিন্দু ডেপুটির অধিনে ছিল এবং মোকাররম শেখ আলী আহমদ সাহেব হজরত আকদাসের উকিল ছিলেন। ২০শে জুন ১৮৯৮ ক্ষতিপুরণের জন্য মামলা করা হয়। এই সময় হুজুর মসজিদ মোবারকে কয়েকজনের সাথে বসে আয়-ব্যায়ের হিসাব করছিলেন এমন সময় তাঁর উপর দিব্যদর্শন প্রকট হল, আর দেখানো হল যে, যে হিন্দু তহশীলদারের নিকট মোকদ্দমা ছিল তার বদলি হয়েছে এবং ঐ দিব্যদর্শনে এমন কিছু ঘটনা প্রকাশিত হয় যা বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছিল।

(হায়াতে আহ্‌মদ, ৫ম খণ্ড, পৃ : ৪৯)

এমন সময়ে হঠাৎ হিন্দু তহশীলদার বদলী হয়ে যান এবং তাঁর পরিবর্তে একজন মুসলমান মুনশি তাজ দীন সাহেব বাগবানপুরি বাটালা আসেন। ১৮৯৮ সালের আগষ্ট মাসে তিনি কাদিয়ান এসে পক্ষপাতশূন্যভাবে অনুসন্ধান করে গুরদাসপুরের জেলা কালেক্টর মিস্টার আলিফ টি ডিক্সন-এর নিকট রিপোর্ট পাঠান যে, "মির্জা গোলাম আহ্‌মদের নিজের ব্যক্তিগত আয় তালুকাদারীর সম্পত্তি ও বাগান কিছুই নেই, যা ট্যাক্সের আওতায় আসতে পারে। আমি সেই সময়ও এবং গোপনে মির্জা গোলাম আহমদের ব্যক্তিগত আয় সম্পর্কে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু তাদের নিকট হতে জানতে পারলাম যে, মির্জা গোলাম আহমদের ব্যক্তিগত আয় অনেক।" মুনশি তাজ দীন সাহেব তাঁর রিপোর্টের শেষে এটাও লেখেন যে, "এটিও স্মরণ হয় যে, মির্জা গোলাম আহমদ এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য এবং তাঁর পিতৃ-পুরুষ জমিদার বংশীয় ছিলেন। এবং তাঁর আয় সংগতিপূর্ণ (ট্যাক্সের সঙ্গে) । মির্জা গোলাম আহমদ নিজেও একজন চাকুরীজীবি ছিলেন, তাই ধারণা করা যেতে পারে যে, মির্জা গোলাম আহমদ সাহেব একজন বিত্তশালী ব্যক্তি এবং ট্যাক্সের আওতায় পড়েন।" এই রিপোর্টের সাথে মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র মিস্টার আলিফ. টি. ডিক্সন সাহেবের নিকট ডালহৌসি পাঠিয়ে দেন। তিনি কাগজপত্র দেখে হুজুরকে ট্যাক্স থেকে পৃথক রাখেন এবং ফয়সালাতে লেখেন যে, ডেপুটি সাহেবের নিকট মির্জা সাহেব বয়ান দিয়েছেন যে, তাঁর সম্পত্তির আয়ের উৎস ক্ষেতের ফসল আয়কর মুক্ত। কেননা এই সমস্ত আয় ধর্মীয় কাজে ব্যয় হয়। ঐ ব্যক্তির বর্ণনা নৈতিকতাপূর্ণ, এতে আমি সন্দেহের কোন কারণ দেখি না। সুতরাং আমি তাঁকে ইনকাম ট্যাক্স থেকে রেহাই দিলাম।

(তারিখে আহ্‌মদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ : ১৫)

মোকদ্দমা নম্বর (৪) মোকদ্দমা শান্তি রক্ষা

মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমাতে মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীকে যে প্রকাশ্য পরাজয় ও অপমান সহ্য করতে হয় তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে বিরোধীতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তার বন্ধু মৌলবী আব্দুল কাদির সাহেব লুধিয়ানবী বাটালাতে মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীর সঙ্গে হজরত আকদাসকে নিঃশর্ত মুবাহালার আবেদন করেন, যা হজরত আকদাস গ্রহণ করেন এবং মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবকে এক পত্রের মাধ্যমে নিঃশর্ত মুবাহালার আমন্ত্রণ জানান এবং দুইশত টাকা পুরস্কারের ঘোষণা করেন। জামাতের সদস্যদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে মহম্মদ হোসেন বাটালবী সফল হলে এই মুবাহালার পুরস্কারের পরিমাণ দু'হাজার পাঁচ শত পঁচিশ টাকা আট আনা-তে পৌঁছে যায় এবং ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে মোকাররম শেখ ইয়াকুব আলি সাহেব তোরাব মুবাহেলার আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘোষণা করেন, "আসো এবং সুপুরুষের মত মাঠে এসে মুবাহালা কর এবং মুবাহালা গ্রহণ করার সংবাদ নভেম্বর ১৮৯৮ পর্যন্ত দিয়ে দাও।" কিন্তু মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব আমন্ত্রণের উত্তর দেওয়া তো দূরে থাক ভীষণ কটুক্তি করতে থাকে এবং সে আবুল হাসান তিব্বতী ও মোল্লা মুহম্মদ বকশ জাফর জেটলির পক্ষ থেকে গালিপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। হুজুরের নিকট যখন এই গালিপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি পৌঁছায় তখন তিনি নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন।

"সেই সময় ঐ বিজ্ঞপ্তি আমার সামনে রাখা হয় এবং আমি খোদাতা'লার নিকট দোয়া করেছি যে, তিনি আমার এবং মুহাম্মদ হোসেন বাটলবীর মধ্যে বিচার করুন।

.....হে আমার মহাপ্রতাপান্বিত প্রভু! যদি তোমার দৃষ্টিতে আমি এমনই বেয়াদব মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যারচনাকারী হই যেমনটি মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী তার পত্রিকা 'ইশাতুস্‌সুন্নাহ্'-তে বারংবার আমাকে মিথ্যাবাদী , দাজ্জাল এবং মিথ্যারচনাকারী নামে সম্বোধন করেছে_আর আমাকে অপদস্ত করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে নি। সুতরাং হে আমার প্রভু যদি আমি তোমার দৃষ্টিতে এমনই হই তাহলে আমার উপর তেরো মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৮ থেকে ১৫ জানুয়ারী ১৯০০ সন পর্যন্ত লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি অবতীর্ণ কর এবং সেই সমস্ত লোকদেরকে সম্মানীত কর।আর যদি তোমার নিকট আমার সম্মান ও মর্যাদা থাকে তাহলে আমার জন্য নিদর্শন প্রকাশ করে ঐ তিনজনকে (মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব, আবুল হোসেন তিব্বতী সাহেব এবং মোল্লা মুহাম্মদ বখ্‌স সাহেব জাফর জেটলি) অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর। আমীন-সুম্মা আমীন।

এই দোয়া ছিল যা আমি বর্ণনা করেছি। এর উত্তরে ইলহাম হয় যে, "আমি অত্যাচারীকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবো এবং সে নিজেই অপদস্ত হবে।"

এটা খোদাতা'লার সিদ্ধান্ত যার উপসংহার এটাই যে, এই দুই পক্ষের মধ্যে যার বর্ণনা এই বিজ্ঞপ্তিতে আছে।.....খোদার আদেশের অধীনে তাদের মধ্য থেকে যে মিথ্যাবাদী সে লাঞ্ছিত হবে।"

এই বিজ্ঞপ্তির পরে জাফর জেটলি ৩০শে নভেম্বর ১৮৯৮ পুনরায় গালিতে পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এবং হুজুরকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে হৃদয়ের দহন জ্বালা মেটায়। যেহেতু দুই পক্ষের সত্যতা ও মিথ্যার সিদ্ধান্ত খোদাতা'লা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন। অতএব, এই ব্যাপারে হুজুর (আ.) ১৮৯৮ সনে 'রাযে হক্বিক্বত' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করে নিজ অনুগামীদের (জামাতকে) উপদেশ দেন যে,

"তারা যেন দৃঢ়ভাবে তাকওয়ার পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে কটু কথার উত্তরে কটু কথা না বলেন ও গালির উত্তরে গালি না দেন। তাঁরা অনেক হাসি-বিদ্রূপের কথা শুনতে পাবেন। ..... কিন্তু তাঁদের নীরব থাকা ও তাকওয়া ও সৎকর্মপরায়ণতার সাথে খোদা তা'লার মীমাংসার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত। আর তাকওয়া ও ধৈর্য্যশীলতাকে যেন হাত ছাড়া না হতে দেন। এখন মোকদ্দমার নথি-পত্র সেই আদালতের সামনে রয়েছে যা কারও পক্ষ সমর্থন করে না, আর ঔদ্ধত্যের আচার আচরণ পছন্দ করে না। সেজন্য আমি তোমাদেরকে বলি, খোদা তা'লার আদালতের অবমাননাকে ভয় কর। নম্রতা, বিনয়, ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বন কর।.... এবং খোদা-ভীরুতায় অগ্রসর হও। কেননা যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, খোদা তাদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না।"

(রাযে হক্বীক্বত, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২)

এরই মাঝে মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীর অপমানের অনেক ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা এমন হয়েছে যে, মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী তার এক ইংরাজী প্রবন্ধে সরকারের নিকট হতে বাহবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আখিরুজ্জামান ইমাম মাহ্‌দী-র ভবিষ্যদ্বাণীগুলি স্পষ্ট ভাবে অস্বীকার করে এবং লেখে যে, আমি মাহদীর আগমনে সমস্ত হাদীস 'সন্দেহযুক্ত' (মোযু) মনে করি এবং শাসকদের প্রতি নিজের আনুগত্যতার কথা লিখে নিজের পত্রিকা 'ইশাতুস্‌সুন্নাহ্'-তে প্রকাশ করেছি। হজরত আকদাস যখন শুধুমাত্র পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীর মোমেনের মর্যাদা পরিপন্থী এমন কাজকর্ম দেখে ১৮৯৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ফতোয়ার উদ্দেশ্যে ওলামায়ে হিন্দের নিকট প্রশ্ন রাখেন,

যে ব্যক্তি ইমাম মাহদী সম্পর্কিত হাদীসগুলি স্পষ্ট অস্বীকার করে এবং সেগুলি অনর্থক ও অযথা মনে করে আমরা কি তাকে সুন্নতের অধিকারী ও সঠিক রাস্তায় আছে বলে মনে করতে পারি ? এই ব্যাপারে সমস্ত আলেম একমত হয়ে লেখে যে, "ইনি (অর্থাৎ মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী) নিকৃষ্ট কাফির, পথভ্রষ্ট, ভ্রষ্টকারী , মিথ্যারচনাকারী, 'এহলে সুন্নত থেকে বহিষ্কৃত, মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল। এরপর হুজুর আকদাস আলেমদের বিস্তারিত ফতোয়া লিখে বিজ্ঞপ্তিকারে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেখানে তিনি লেখেন যে,

"মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন কুরুচিকর ভাষায় আমাকে অপমান করেছিল এবং আমার নাম কাফির ও দাজ্জাল, কায্যাব ও মুলহিদ রেখেছিল এবং আমার সম্পর্কে এই কুফরী ফতোয়া পাঞ্জাব এবং হিন্দুস্তানের মৌলবীদের দিয়ে লিখিয়েছে। সুতরাং এখন এই ফতোয়া পাঞ্জাব এবং হিন্দুস্তানের মৌলবীরা তার সম্পর্কে দিয়ে দিয়েছে।"

(আল হাকাম ১০, জানুয়ারী ১৮৯৯, পৃষ্ঠা : ৪)

মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী তার ইংরাজী প্রবন্ধে হজরত আকদাসের উপর সরকারদ্রোহীতার আরোপ লাগায় এবং লেখে যে, তিনি (আঃ) স্পষ্টত এই বিষয়ে এমন ইলহাম প্রকাশ করেছেন যে, ইংরেজ সরকার আট বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রত্যুত্তরে তিনি (আঃ) ১৮৯৮ সনে 'কাশফুল গাতা' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং সেখানে সরকারকে বিস্তারিত বর্ণনা করেন আমার উপর আরোপিত দেশদ্রোহিতার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তিনি দাবি করেন যে, যে, ইংরেজ সরকার মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীকে ডেকে জিজ্ঞেস করুক যে, কোন পুস্তক বা বিজ্ঞপ্তিতে এমন ইলহাম প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমে তো সরকারের এই দিকে দৃষ্টি (আগ্রহ) ছিল না কিন্তু মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীর গোপন ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশের পর তাকে চারটি পদক দ্বারা ভূষিত করা হয়েছিল। তার সংবাদ প্রদানের ভিত্তিতে সরকার নড়েচড়ে বসে। এবং একজন ইংরেজ ক্যাপ্টেন পুলিস ও ইন্সপেক্টর পুলিস (রাণা জালাল উদ্দিন সাহেব) একদল সিপাহী নিয়ে সন্ধ্যার সময় কাদিয়ানে পৌঁছে যায় এবং হযরত আকদাসের গৃহকে ঘিরে ফেলে। ক্যাপ্টেন এবং পুলিস ইন্সেপ্টকর মসজিদের ছাদে উঠে যায়। হুজুরের নিকট খবর পৌঁছলে তিনি (আঃ) বাহিরে উপস্থিত হন। ক্যাপ্টেন বলেন আমরা আপনার ঘরের তল্লাসী নিতে চাই, আমরা খবর পেয়েছি আপনি গোপনে আফগানিস্তানের আমীর আব্দুর রহমানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন। হুজুর বলেন এটা সম্পূর্ণ ভুল, আমি তো ইংরেজ সরকারের ন্যায়, শান্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানকে আন্তরিকভাবে সমীহ করি। আপনি অবশ্যই তল্লাশি চালান। কিন্তু এখন আমি নামাজ পড়তে যাচ্ছি আপনি অপেক্ষা করুন। ক্যাপ্টেন পুলিস সম্মত হন। মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব আজান দেন এবং মাগরিবের নামাজ পড়ান। তাঁর কেরাতে বিদ্যুতের চমক ছিল। ক্যাপ্টেন খোদার সৌন্দর্যপূর্ণ বাণী শুনে বিস্ময়াবিভূত হন এবং নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং হজরত আকদাসকে বলেন "আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনি সত্যবাদী ও ঈশ্বর পূজারী মানুষ। এবং আপনার বিরুদ্ধে শত্রুদের ভ্রান্ত অভিযোগ ছিল।" আর তল্লাসীর বাসনা পরিত্যাগ করে সরকারকে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন যে, মির্জা সাহেবের বিরুদ্ধে এটি সম্পূর্ণরূপে ভুল একটি প্রচারণা মাত্র।

মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব মোবাহেলার আমন্ত্রণের ব্যাপারে কোন উত্তর দিতে পারছিলেন না। তিনি নিজের অপমান দেখে হাত-পা ছোড়াছুড়ি শুরু করে দেন আর অপমানের সময় সীমা যেটা তেরো মাসের নির্দিষ্ট ছিল, তার থেকে পালিয়ে বাঁচার অজুহাত খুঁজছিল এবং এক নতুন রাস্তা বের করে, একটা ধারাল ছুরি লোকেদেরকে দেখিয়ে উত্তেজিত করতে থাকে যে, মির্জা সাহেব লেখরামের মত আমাকে হত্যা করার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। আমার সন্দেহ যে, তিনি নিজের সত্যতা ও ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণ করার জন্য আমাকে হত্যা করাবে, তাই সে বাটালার থানায় ডেপুটি কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করে যে, "আমাকে একটা পিস্তল ও বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হোক জীবন রক্ষার তাগিদে। বাটালা থানায় হজরত আকদাসের ভীষণ বিরোধী মুহম্মদ বখ্স নামে এক ডেপুটি ইন্সপেক্টর নিযুক্ত ছিলেন, তিনি গুরদাসপুরের ডেপুটি কমিশনারকে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন যে, মির্জা গোলাম আহমদ পাদরী হেনরী মার্টিন ক্লার্ক মোকদ্দমায় যখন রেহাই পেয়েছিলেন তখন ক্যাপ্টেন ডগলাস এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, আগামীতে এমন কোন বিজ্ঞপ্তি অথবা ভবিষ্যদ্বাণী যেন না করেন যাতে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু মির্জা সাহেব আবার ভবিষ্যদ্বাণী করে আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন যাতে শান্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই রিপোর্ট এবং মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীর লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনে ডেপুটি কমিশনার ৫ই জানুয়ারী ১৮৯৯ শুনানি রাখেন (সরকারী ভাবে অভিযোগ দায়ের করেন)। এরপর মুহম্মদ হোসেন বাটালবী এবং তার মতাদর্শের অনুসারীরা মোকদ্দমা জেতার জন্য কোমর বাঁধে। হজরত আকদাসের নিকট এই ব্যাপারে সমস্ত খবর পৌঁছেছিল। কিন্তু হজরত আকদাস সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন। হুজুর এই মোকদ্দমার উদ্দেশ্যে গুরদাসপুরে পৌঁছে যান এবং তাঁর সেবকবৃন্দদের সাথে আদালতে উপস্থিত হন এবং ১২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীর উকিলের আবেদনের ভিত্তিতে মোকদ্দমা স্থগিত হয়ে যায় এবং জানুয়ারী মাসের ১১ তারিখ ধার্য হয়। ১১ই জানুয়ারী হুজুর পুনরায় গুরদাসপুর আসেন এবং আদালতে উপস্থিত হন। ঐ দিন বিরুদ্ধ পক্ষের বয়ান নেওয়া হয় এবং মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাক্ষী দেয় যে, আমি পণ্ডিত লেখরামের হত্যার কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছি। তাই আত্ম রক্ষার জন্য ছুরি কাছে রাখি। অতঃপর ১৮৯৮ সালের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা মির্জা সাহেব আমাকে আরো ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

তারপর হজরত আকদাস নিজের বয়ানে বলেন পণ্ডিত লেখরামের ব্যাপারে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল সেটা তার সম্মতিতে এবং তার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে করা হয়েছিল। পণ্ডিত লেখরাম পেশাওয়ারী কাদিয়ানে এসে দু' মাস থেকে নোংরা কথাবার্তা বলতে থাকে এবং (শুধু তাই নয়) পণ্ডিত লেখরামও আমার সম্পর্কে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল যে, তিন মাসের মধ্যে আন্ত্রিক হয়ে মারা যাবে এবং ঐ ভষ্যিদ্বাণী সে প্রথমে প্রকাশ করে। যাইহোক দুই পক্ষের বর্ণনার পর পুলিস ইন্সপেক্টর মোকাররম সৈয়্যদ সাবির হোসেন সাক্ষী দেন যে, "আমি গুরদাসপুরের পুলিস ইন্সপেক্টর, প্রথমে জেলা লাহোরের পুলিস ইন্সপেক্টর ছিলাম। পণ্ডিত লেখরামের হত্যার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম। স্বভাবিকভাবেই এই সন্দেহ দৃঢ় হচ্ছিল যে, মির্জা গোলাম আহমদ এই হত্যার সঙ্গে জড়িত। সুতরাং দুই পক্ষের বর্ণনার প্রেক্ষিতে মনে হয় না যে, শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ করা যেতে পারে।

এই বর্ণনার পরে মোকদ্দমা ২৭শে জানুয়ারী পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। এবং ধারিওয়াল শোনানির স্থান হিসেবে ধার্য হয়। এই সময় হজরত আকদাস নিজের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত একটি লিখিত বর্ণনা ইংরাজীতে ছাপিয়ে আদালতে উপস্থাপন করেন যেখানে তিনি মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব, আব্দুল্লাহ্ আথম ও পণ্ডিত লেখরাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করেন এবং এই বর্ণনাকে খণ্ডন. করেন যে, আমার বিজ্ঞপ্তিতে এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী নেই যাতে তার প্রাণ, সম্পদ এবং সম্মান বিপদে পড়ার আশংকা আছে এবং আরো বলেন যে, এক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম। শুধু তাই নয় নিজ বংশ মর্যাদা ও নিজ জামাতের অধিকার বর্ণনা করে নিজেকে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তাবাহক বলে দাবি করেন।

(তবলীগে রেসালত, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪)

২৭ শে জানুয়ারী হুজুর ১২টার সময় আদালতে উপস্থিত হন। হজরত আকদাসের পক্ষ থেকে প্রথম উকিল-ই হাজির হন কিন্তু মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটলবী সাহেবের পক্ষ থেকে একজন নতুন আইনজ্ঞ মিস্টার হারবার্ট পদানুবর্তী হন। এবং তিনি অজুহাত (আপত্তি) উপস্থাপন করেন যে, নিয়মানুসারে একই সময়ে মোকদ্দমার শোনানি হতে পারে না, সুতরাং মোকদ্দমার তারিখ ১৪ই ফেব্রুয়ারী ধার্য হয়। এবং ডেপুটি কমিশনার ঐ দিন সর্ব প্রথম হজরত আকদাসের মোকদ্দমা শোনার নির্দেশ দেন, অতএব পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া স্থগিত করে দেওয়া হল।

১৮৯৯ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী হুজুর আকদাসের দিব্যদর্শনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রদান করা হয় যে, "আপনি মুক্তি পাবেন এবং শত্রু

বিফল মনোরথ হবে।"

(হক্বীক্বাতুল মাহ্দী, পৃষ্ঠা ; ১০)

অবশেষে ১৪ই ফেব্রুয়ারী উপস্থিত হয়, তিনি গুরদাসপুর পৌঁছে যান। মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী ও তার বন্ধুরা উল্লসিত ছিল যে, আজ আমাদের বিরোধী আদালতের কাঠগোড়ায় দোষী সাব্যস্ত হবে আর তাদের মহা বিজয় লাভ হবে কিন্তু বিচারক হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর লেখনীর কৌলিন্য ও দৃঢ়তা আর অপরদিকে মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবের গালমন্দে ভরা বিজ্ঞপ্তি দেখে অবাক হন এবং বড় পরিশ্রম করে পুলিসের তৈরীকৃত মোকদ্দমা খারিজ করে দেন এবং দুই পক্ষকে একটি বিষয়ের উপর স্বাক্ষর করিয়ে নেন যে, আগামীতে কোন পক্ষ যেন নিজ বিরোধী সম্পর্কে মৃত্যু সম্পর্কীয় কোন ভবিষ্যদ্বাণী না করেন। কেউ কাউকে যেন কাফির, দাজ্জাল ও মিথ্যারচনাকারীও মিথ্যাবাদী না বলে। কেউ কাউকে মোবাহেলার জন্য আহ্বান না করে .....এবং একে অপরের প্রতি নম্র আচরণ করে। অশ্লীল ভাষা ও গালাগাল থেকে যেন বিরত থাকে।

হজরত আকদাসকে মিস্টার জে. এম. ডুই মোকদ্দমা খারিজ করার সময় এও বলেন যে, ঐ সমস্ত নোংরা শব্দ যা মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী ও তার বন্ধুরা আপনার সম্পর্কে ছাপিয়েছে আপনার অধিকার ছিল আদালতের মাধ্যমে সুবিচার চেয়ে মান হানির মোকদ্দমা করানো এবং সেই অধিকার এখনও বলবৎ আছে। এই মোকদ্দমা যা তাঁর প্রতি দায়ের করা হয়েছিল আল্লাহতা'লার কৃপায় তিনি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সসম্মানে রেহাই পান অপর দিকে মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীর ভীষণ অসম্মান হয়।

(তারিখে আহ্মদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬)

মোকদ্দমা নম্বর (৫)
মোকদ্দমা গুড়গাঁও

হজরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৯৭ খ্রষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে খ্রীষ্টানদের এক হাজার পুরস্কারের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি লেখেন যে, আমার দাবি হল যে, যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষা আমার ভষ্যিদ্বাণী এবং আমার নিদর্শন সমূহ বেশী। যদি কোন পাদরী আমার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের তুলনায় যীশুর নিদর্শন সমূহ প্রমাণ সহকারে বেশী দেখাতে সমর্থ হয় তাহলে আমি এক হাজার টাকা নগদ দেবো। কিন্তু এই ব্যাপারে কোন খ্রীষ্টান অগ্রসর হয়নি কিন্তু গুড়গাঁও এর আসগার আলী হোসেন নামী একজন মুসলমান আলেম ম্যাজিস্ট্রেট লালা জ্যোতি প্রসাদ সাহেবের আদালতে হজরত আকদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন যে, আমি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি কেননা আমিও হজরত ঈসা (আঃ) কে মান্যকারী তদানুযায়ী আমিও একজন খ্রীষ্টান। সুতরাং আমাকে মির্জা সাহেবের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এক হাজার টাকা পাইয়ে দেওয়া হোক। সংবাদ পত্র 'আ'ম' ও 'সত ধরম' প্রভৃতি হিন্দু সংবাদপত্র গুলি যখন এই খবর অবগত হয় তখন তারা এর উপর অনেক বড় বড় টীকা লেখে।

যাইহোক মোকদ্দমার সমন কাদিয়ানে পৌঁছায়, এরপর হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মোকাররম মৌলবী মহম্মদ আলী এম. এ,

মোকদ্দমা নম্বর (৬)

মৌলবী করম দ্বীন সাহেব হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং ফযল দ্বীন সাহেবের নামে পত্র লেখেন যে, পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব গুলড়বীর পুস্তক 'সঈফ চিশতিয়ায়ী' প্রকৃতপক্ষে মৌলবী মহম্মদ হোসেন ফৈযী সাহেবের জ্ঞান চুরি করা এবং মৌলবী করম দ্বীন সাহেব প্রমাণ স্বরূপ সেই কার্ডও পাঠান যা পীর সাহেব গুলড়ওয়া থেকে তাঁর নামে পাঠিয়েছিলেন। হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই সময় 'নযুলুল মসীহ্' পুস্তক লিখছিলেন হুজুর এই চিঠিটা পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করেন। অনুরূপভাবে 'আল হাকাম' পত্রিকার সম্পাদকও এই সূত্র ধরে একটা প্রবন্ধ লেখেন যা 'সিরাজুল আখবার' জেহ্লম প্রকাশ করে যে, এই সমস্ত চিঠি-পত্র নকলও জাল। আমি মির্জা সাহেবের যোগ্যতা পরখ করার জন্য ধোকা দিয়েছিলাম আরও লেখেন যে, মির্জা সাহেবের সমস্ত ব্যাপারটাই (ব্যবসা) কেবল জঘন্য ধোকা। এবং তিনি নিজের দাবিতে মিথ্যাবাদী ও ধোকাবাজ। মৌলবী করম দ্বীনের এই লেখার উপর ভিত্তি করে হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর ন্যায্য অধিকার ছিল যে, নিস্তার পাওয়ার জন্য তিনি প্রমাণ সহ আদালতের দারস্ত হন। কিন্তু তিনি ধৈর্য সহকারে কাজ করেন এবং এই অপেক্ষায় ছিলেন যে, মৌলবী করম দ্বীন সাহেব নিজেই এই প্রবন্ধের উত্তর প্রকাশ করে দিন। কিন্তু তিনি একমাস পর্যন্ত কোন জবাব প্রকাশ করেন নি, যার পরিপ্রেক্ষিতে কাদিয়ানের জিয়াউল ইসলাম প্রেসের মালিক মোকাররম হাকীম ফযল দ্বীন সাহেব (যার নামে মৌলবী করম দ্বীন সাহেব প্রাথমিক চিঠি-পত্র লিখেছিলেন) করম দ্বীন সাহেবের বিরুদ্ধে গুরদাসপুরের আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন। এই মোকদ্দমার শুনানী হচ্ছিল এমন সময় মৌলবী করম দ্বীন সাহেব ছাপার জন্য প্রস্তুত পুস্তক 'নযুলুল মসীহ্' এর পৃষ্ঠা উপস্থাপন করেন, ফল স্বরূপ হাকীম ফযল দ্বীন সাহেব মৌলবী করম দ্বীন সাহেবের উপর দ্বিতীয় অভিযোগ দায়ের করেন যে, প্রেসের মালিক হিসাবে এই পুস্তক আমার সম্পদ যা এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি, এজন্য এটি আমারই সম্পদ। এবং এটি মৌলবী করম দ্বীন সাহেবের নিজের কাছে রাখাটা আইনত অপরাধ। কেননা মৌলবী করম দ্বীন সাহেব 'আল হাকাম' পত্রিকার সম্পাদক শেখ ইয়াকুব আলী তুরাব সাহেবের বিরুদ্ধেও প্রচুর বিষোদ্গার করেছিলেন। সেজন্য শেখ সাহেবও মৌলবী করম দ্বীন সাহেবের প্রতি এবং সিরাজুল আখবারের সম্পাদক মৌলবী ফকীর মহম্মদ সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এইরূপে মৌলবী করম দ্বীন সাহেবের উপর তিনটি অভিযোগ আরোপিত হয়। এই সমস্ত অভিযোগের উত্তরে মৌলবী করম দ্বীন সাহেবও রায় সংসার চন্দ্র সাহেবের আদালত জেহলম এ হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং আবদুল্লাহ্ কাশ্মিরী ও শেখ ইয়াকুব আলী তোরাব সাহেবের নামে অভিযোগ নথিভুক্ত করেন। এই মোকদ্দমায় হুজুর এবং সাহাবাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। এবং শুনানীর তারিখ ১৭ই জানুয়ারী ১৯০৩ ধার্য হয়। এই মোকদ্দমাতে সংবাদপত্রের বিরোধীতাকারীরা খুব খুশি প্রকাশ করে।

জেহ্লম সফরের প্রস্তুতির পূর্বে প্রথম কাজ ছিল পুস্তক 'মৃয়হিবুর রহমান' এর প্রকাশ (মুদ্রণ) যেখানে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, আল্লাহতা'লা এই মোকদ্দমায় সফলতা ও সমৃদ্ধি দান করবেন। এই পুস্তক ১৫ই জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। হজরত আকদাস (আঃ) জেহলমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে নির্দিষ্ট তারিখে জেহলম পৌঁছায় এবং বৈকাল তিন ঘটিকায় আদালত কক্ষে উপস্থিত হন এবং মোকদ্দমার প্রক্রিয়া শুরু হয়। হুজুর আকদাসের উকিলদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, আইনী দৃষ্টিতে মৌলবী করম দ্বীন সাহেবের অভিযোগ দায়ের করার কোন অধিকার নেই, কেননা, ইনি মৃতব্যক্তির নিকটাত্মীয় নন। অবশেষে বিচারক ১৯ জানুয়ারী ফয়সালার দিন নির্দিষ্ট করেন। আর বলেন, এখন দুই পক্ষের জেহলমে থাকার প্রয়োজন নেই। উকিলদের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেওয়া হবে। এরপর (তখন) হুজুর আকদাস কাদিয়ানে ফিরে আসেন। আদালত তার পূর্ব ঘোষণা অনুসারে ১৯ জানুয়ারী ১৯০৩ হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে নির্দোষ ঘোষণা করে ফয়সালা শুনিয়ে দেন। এবং মৌলবী করম দ্বীন সাহেবের অভিযোগ সমূহ খারিজ করে দেন। এবং সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে লেখেন যে, মহম্মদ হাসান ফৈযী সাহেবের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের উপস্থিতিতে মৌলবী করম দ্বীন সাহেবের অভিযোগ দায়ের করার আইনী কোন অধিকার বর্তায় না। এই সিদ্ধান্তে মৌলবী করম দ্বীন সাহেব জেহলমে সেশন জাজের আদালতে হজরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ), হাকীম ফযল দ্বীন সাহেব, মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব এবং আল-হাকাম পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন। কিন্তু তাও খারিজ করে দেন। আর হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর সাথীরা সসম্মানে রেহাই পান।

(তারিখে আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬১)

মোকদ্দমা নম্বর (৭)
মোকদ্দমা মৌলবী করম দ্বীন

মৌলবী করম দ্বীন সাহেব তার প্রথম মামলায় সফলতা না পাওয়ায় তিনি হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং কাদিয়ানের জিয়াউল ইসলাম প্রেসের মালিক হাকীম ফযল দ্বীন সাহেবের বিরুদ্ধে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে দ্বিতীয় ফৌজদারী মামলা জেহলম আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট রায় সানসার চাঁদ সাহেবের নিকট দায়ের করেন। এই মোকদ্দমা হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তক 'মুয়াহিবুর রহমান' এর ১২৯ পৃষ্ঠার এই শব্দগুলির ভিত্তির উপর ছিল যেখানে তাকে মিথ্যাবাদী, কৃপণ

কুৎসারটনাকারী ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল, আর তিনি আদালতে বিবৃতি দেন যে, মির্জা সাহেবের এই পুস্তকে যা জিয়াউল ইসলাম প্রেসে ছাপা হয়েছে যার মালিক হাকীম ফযল দ্বীন সাহেব। এই শব্দাবলী আমার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে আর এটি অবমাননাকর শব্দ যার দ্বারা আমাকে কাফেরের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদ হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন যে, -

"এ অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে নয় বরং আল্লাহতা'লার বিরুদ্ধেই মনে হয়।.....আমি বিশ্বাস করি যে, খোদা প্রতিদিন আরও জোরালো আক্রমণের সাথে সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবেন এই জন্য যে, যেন খুনের মোকদ্দমার অভিযোগ অবশিষ্ট না থাকে যে, কেন ছাড়া পেয়ে গেলেন। (আল-হাকাম ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৩) মোকদ্দমা তখনও প্রাথমিক অবস্থাতে ছিল আল্লাহতা'লা তাঁকে এর পরিণতি সম্পর্কে সংবাদ দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। মামলা জেহলম থেকে স্থানান্তরিত হয়ে গুরদাসপুর চলে আসে। এই আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এক কট্টরপন্থী ও পক্ষপাতদুষ্ট আর্যসমাজী লালা চন্দুরাম। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে গুরদাসপুরে এই মোকদ্দমার শুনানিতে হজরত আদাসের পক্ষ থেকে একটি আবেদন করা হয় যে, আদালত মির্জা সাহেবের সশীরের উপস্থিতি মাফ করা হোক কিন্তু আবেদন গৃহীত হয় নি। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মোকদ্দমার শুনানির সময় মৌলবী করম দ্বীন সাহেব আদালতে বিবৃতি দেন যে, আমি জাতির সাহায্যকারী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং হজরত আলী (রাঃ)-এর বংশের একজন। এই পুস্তকে আমার সম্পর্কে যে লাইনগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, এতে আমার ভীষণ অসম্মান হয়েছে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পুনরায় এই মোকদ্দমার শুনানি হয় এবং মৌলবী করম দ্বীন সাহেব বিভিন্ন রকম বিবৃতি দেন এবং সরকারের দৃষ্টিতে নিজের সম্মান ও সমৃদ্ধির বর্ণনা করেন এবং এই কথা অস্বীকার করেন যে, সংবাদপত্র 'সিরাজুল আখবার'-এ যে প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে তা আমার নয়। আর আমি হাকীম ফযল দ্বীন সাহেবকে কোন চিঠি লিখি নি । এই সময় মৌলবী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীও সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হন এবং বিবৃতি দেন যে, আমি মৌলবী করম দ্বীন সাহেবকে জ্ঞানী মৌলবী এবং মুসলমানের লিডার হিসেবে গণ্য করি। ....এরপর মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেবের সাক্ষী হয়। তিনি বিভিন্ন ধরনের অভিধান ও কোরআন শরীফের অনুবাদ থেকে কাযযাব ও লাঈম শব্দের অর্থ স্পষ্ট করেন। ১৯০৩ এর ডিসেম্বরে হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মৌলবী করম দ্বীন সাহেবের অভিযোগ বা অপবাদের উত্তরে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের একটি সূচীপত্র আদালতে উপস্থাপন করেন। সেখানে হুজুর নিজেকে অটল (দৃঢ়) রেখে বলেন যে, "আমি মির্জা গোলাম আহমদ মসীহ মাওউদ মাহদীয়ে মা'হুদ এবং ইমামুজ্জামান ও এই সময়ের মোজাদ্দিদ এবং প্রতিবিম্ব স্বরূপ আল্লাহর রসূল ও নবী।"

(রেসালা আল-ফুরকান, জুলাই ১৯৪২)

১৪ ই জানুয়ারী ২০০৪ আবার শুনানির দিন ছিল কিন্তু হুজুর আকদাস ব্যক্তিগত অসুস্থতার কারণে আদালতে উপস্থিত হন নি। এবং ডাক্তারী সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে আদালতে উপস্থিত হওয়া থেকে তিনি এক মাসের ছুটি পান। মোকদ্দমা খুবই সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌঁছেছিল কেননা এই মোকদ্দমা ম্যাজিস্ট্রেট লালা চন্দুলালের আদালতে ছিল। আর তিনি প্রকাশ্য শত্রুতায় নেমে পড়েছিল। লালা চন্দুলাল এই পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন যে, হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে এক দিনের জন্য হলেও হাজতবাস করা হোক। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের এই জঘন্য ষড়যন্ত্র বিফল হয়। এই সম্পর্কে আর্য সমাজীদের এক মিটিং হয় সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটকে চাপ সৃষ্টি করা হয় যে, ইনি পণ্ডিত লেখরামের খুনি এবং এখন তিনি আপনার হাতের মুঠোয় আর সমগ্র সমাজের দৃষ্টি আপনার দিকে এখন আপনি যদি শিকারকে হাতছাড়া করেন তাহলে আপনি সমাজের শত্রু হবেন এই প্রেক্ষীতে চন্দুলাল উত্তর দেন আমার কথা শেষ কথা হলে মির্জা সাহেব আর তাঁর সমস্ত সাথীকে জাহান্নামে পৌঁছে দিই। কিন্তু আমার কথা শেষ নয় কিন্তু আমি চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখবো না যে, এই শুনানিতে আদালতের প্রক্রিয়া কাজে পরিণত করবো (অর্থাৎ জামিন মঞ্জুর না করে গ্রেপ্তার করে হাজতে দেওয়া) মুনশি মহম্মদ হোসেন সাহেব যিনি সিলসিলা বিরোধী ছিলেন এবং গুরদাসপুরের আদালতে মুহুরী ছিলেন তিনিও তাঁর এক আর্য বন্ধুর সাথে মিটিং এর স্থলে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু তার আর্য বন্ধুর কারণে একদিকে বসে মিটিং শুনতে থাকে এবং তিনি এসে ডক্টর মীর মহম্মদ ইমাঈল খান সাহেবকে সমস্ত ঘটনা শোনায়। তিনি বলেন অবশ্যই আমি সিলসিলার একজন বিরোধী কিন্তু আমি কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারকে একজন হিন্দুর কাছে অপমান অপদস্ত হতে দেখতে পারি না। হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে এই ঘটনা অবগত করা হয়। হুজুর গুরদাসপুর আসেন এবং মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেবকে আপন কক্ষে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "আমি আপনাকে এজন্য ডেকেছি যে, ঐ ঘটনা শোনান যা আর্যদের মিটিং এ আমার বিরুদ্ধে ছিল।" অতঃপর তিনি ঘটনা শোনান। যখন তিনি শিকার শব্দে পৌঁছান তখন হুজুর সহসা উঠে বসে পড়েন, তাঁর চোখ চকচক করতে থাকে, মুখ লাল হয়ে যায়", তিনি (আঃ) বলেন, "আমি ওর শিকার! আমি শিকার না, আমি সিংহ আর সাধারণ সিংহ নয়, খোদার সিংহ! সে কি খোদার বাঘের উপর হাত দিতে পারে ? এমন করে তো দেখুক!" এই শব্দ বলতে গিয়ে তাঁর আওয়াজ এতটা উচ্চ হয় যে, কামরার বাইরেও লোক চমকে ওঠে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রতিটি মুহূর্তে বিরোধীতা মূলক আচরণ করে আসছিল। এই প্রেক্ষিতে হুজুর (আঃ) এর পক্ষ থেকে মোকদ্দমা অন্যত্র স্থানান্তরের আবেদন করা হয়, যা গৃহীত হয় নি এবং মোকদ্দমা আবার চন্দুলাল সাহেবের আদালতে চলে আসে এবং মোকদ্দমা ভীষণ সংকটজনক অবস্থা পরিগ্রহ করে এই সময় গুরদাসপুরে হুজুরের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে তিনি মোকদ্দমায় একমাস উপস্থিত হতে পারেন নি। মোকদ্দমার শুনানি চলতে থাকে। হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পক্ষ থেকে খাজা কামাল দ্বীন সাহেব আর মোকাররম মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব ওকালত করতে থাকেন।

অবশেষে লালা চন্দুলাল সাহেব ১০ই এপ্রিল ১৯০৪ তারিখ ধার্য করেন যেন হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর আদালতের ছুটির ঠিক পর নিজে আদালতে উপস্থিত হন এবং সে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারে আর হুজুর আকদাসকে গৃহবন্দী করতে সফল হয় কিন্তু যথাসময়ে যখন অবিচার চরমে পৌঁছেছিল আর জামাতের শত্রুরা একজোট হয়ে নিজেদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়িত হতে দেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিল।

খোদাতা'লার আত্মাভিমান নিজ প্রত্যাদিষ্টের সাহায্যের জন্য উদ্বেলিত হয় আর লালা চান্দুলাল সাহেবের পদাপসরণ ঘটিয়ে তাকে মুনসেফ রূপে মুলতান প্রেরণ করা হয়। আবার কিছুকাল পরে পদোন্নতি হলে লুধিয়ানা আসে আর এখানে তাঁর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে এবং মস্তিষ্ক বিকৃতিতে আক্রান্ত হয়ে অবশেষে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। লালা চান্দুলাল সাহেবের এই পদবনতি হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন ছিল। কেননা এ সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, একবার মোকদ্দমা চলাকালীন কিছু অ-আহ্মদী হুজুরকে বলেন যে, হুজুর লালা চান্দুলাল সাহেবের বাসনা আপনাকে বন্দী বানানো। তিনি শতরঞ্জির উপর চাদর বিছিয়ে শুয়ে ছিলেন, উঠে বসলেন এবং বললেন, "আমি তো চান্দুলালকে আদালতের চেয়ারে (কর্তব্যরত অবস্থায়) দেখছি না।

(আল-হাকাম, ১৪ই জুলাই, ১৯৩৫)

লালা চান্দুলাল সাহেবের স্থলে যে ম্যাজিস্ট্রেট আসেন তিনিও বিদ্বেষী/বিদ্বেষপরায়ন হিন্দু ছিলেন। যার নাম ছিল মেহেতা আত্মারাম। তিনি প্রথমোক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের থেকেও অধিক বিদ্বেষমূলক আচরণ করেন এবং হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের সহায়ক হয়ে প্রকাশ্যে পক্ষপাতিত্বের নমুনা দেখান আর শীঘ্র শীঘ্র শুনানির তারিখ দিতে শুরু করেন, যে কারণে হুজুরকে বারবার গুরদাসপুর যাত্রা করতে হয়। এবং শুধুমাত্র শত্রুতা ও বিদ্বেষবশতঃ মোকদ্দমা দীর্ঘায়িত করে দেন আর 'মোকায্যিব' (মিথ্যাবাদী) শব্দের উপর জিজ্ঞাসাবাদ হতে থাকে। শীঘ্র শীঘ্র তারিখ পড়ার কারণে হুজুর গুরদাসপুরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এই সময় পরিস্থিতি দেখে কিছু সৎ প্রকতির লোক দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি করানোর চেষ্টা করেন এবং মৌলবী

করম দ্বীন সাহেবকে সম্মত করিয়ে এক প্রতিনিধি দল হুজুরের নিকট উপস্থিত হয়। হুজুর বলেন, সন্ধির একটাই রাস্তা আছে। মৌলবী করম দ্বীন মেনে নিন যে, এই চিঠি-পত্র তাঁর, যেগুলি সম্পর্কে তিনি আদালতে অস্বীকার করেছিলেন। তার আগে কোন কথা নেই। প্রতিনিধি দলটি বলে, হুজুর বিচারকদের দৃষ্টি ভালো না । তিনি বলেন বিচারক কী করবে? আমায় সাজা দিয়ে দেবে আর কী করবে? একথা শুনে প্রতিনিধি দল ফেরত চলে যায়। আর মীমাংসা সকল প্রচেষ্টা বিফলে যায়।

(তবলীগে রেসালত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্টা : ৪৪)

মোকদ্দমার (বিচার) প্রক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হল। অবশেষে আদালতের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর লালা মেহেতা আত্মারাম সাহেব প্রথমে ফয়সালা শোনানোর তারিখ ১লা সেপ্টেম্বর ১৯০৪ ধার্য করেছিলেন কিন্তু পরে ঐ তারিখের পরিবর্তে ৮ই অক্টোবর ফয়সালা শোনান, যেখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ৫০০ টাকা এবং মোকাররম হাকীম দ্বীন সাহেবের ২০০ টাকা জরিমানা করেন। অন্যথায় অনাদায়ের ক্ষেত্রে ছয় মাসের কারা শাস্তি দেন। ৮ই অক্টোবর ফয়সালার সময় সম্পূর্ণ পুলিসী ব্যবস্থা ছিল, কেননা শনিবারের দিন ছিল আর ম্যাজিস্ট্রেট সুপরিকল্পিতভাবে এই দিনটি ধার্য করেছিলেন। কেননা, পরের দিন ছুটি ছিল এবং আদালত বরখাস্তের অব্যবহিত পূর্বে ফয়সালা শুনিয়েছেন যেন হজরত আকদাসের পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে জরিমানা পরিশোধ না হতে পারে এবং তিনি (আঃ) শনিবার এবং রবিবার জেলে থাকেন। কিন্তু আল্লাহতা'লা হুজুরের সেবকবৃন্দের হৃদয়ে প্রণোদন সৃষ্টি করেন, যাতে তারা ফয়সালার দিন সঙ্গে অর্থকড়ি নিয়ে যান বরং মোকাররম নবাব মহম্মদ আলী খান সাহেব তো নয় শত টাকা আগাম সতর্কতা হিসেবে ফয়সালার একদিন পূর্বেই গুরদাসপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব ফয়সালা যেমনি ফয়সালা শোনানো হল মোকাররম খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব সেই টাকা থেকে জরিমানার অর্থ সঙ্গে সঙ্গে বের করে পরিশোধ করে দেন। আর এইরূপে লালা মেহেতা আত্মারাম ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল।

লালা মেহেতা আত্মারাম সাহেবও লালা চান্দুরামের মত ঐশী প্রকোপের হাত থেকে রক্ষা পান নি। আর খোদার প্রত্যাদিষ্টের সঙ্গে তিনি যে অবিচার করেছিলেন তার পরিণাম স্বরূপ মোকদ্দমা চলাকালীনই তাঁর দুই পুত্র হজরত আকদাসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পর পর ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যেই মারা যায়। আর সেই শোকে সে অর্ধ-উন্মাদ হয়ে যায়। এবং তাঁর গৃহে শোকের ছায়া নেমে আসে। হুজুরকে দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে অবগত করা হয়েছিল যে, আত্মারাম সাহেব তাঁর সন্তানদের শোকে জর্জরিত হবেন। আর এই দিব্যদর্শন প্রথমে তিনি তাঁর জামাতকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

(হক্বীক্বাতুল ওহী, পৃষ্ঠা : ১২১, ১২২)

৫ই নভেম্বর ১৯০৪ অমৃতসরের ডিভিশনাল জাজ মিস্টার এ. ই. হরি সাহেবের আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মোকাররম মৌলবী করম দ্বীন সাহেবের পক্ষ থেকে আপিল করা হয় এবং বিরুদ্ধবাদীর পক্ষ থেকে সরকারী উকিল জেরা করার জন্য ধার্য হয়। খোদাতা'লার সুসংবাদ অনুসারে অমৃতসরের ৭ই জানুয়ারী ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিভিশনাল জজ হজরত আকদাসকে সকল প্রকার অভিযোগ থেকে মুক্ত করে দেন এবং ফয়সালাতে লেখেন: আফসোস! যে ফয়সালা প্রাথমিক পর্যায়েই মিটে যাওয়া উচিত ছিল, সেখানে অকারণে সময় নষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং দুই অভিযুক্ত অর্থাৎ মির্জা গোলাম আহমদ এবং হাকীম ফযল দ্বীনকে সম্মানের সহিত মুক্তি দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের জরিমানা ফেরত দেওয়া হবে। ২৪ শে জানুয়ারী সরকারী খাজানা থেকে তাদের জরিমানার টাকা ফেরত দেওয়া হয়।

(তারিখে আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৭৭)

সুতরাং এই সাতটি মোকদ্দমা যা বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল ইহাতে বিরুদ্ধবাদীরা ভীষণ অপদস্ত ও অপমানিত হয়। আর হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। বিরুদ্ধবাদীরা তো তাঁকে অপদস্ত করার কোন কৌশল বাকী রাখে নি, কিন্তু খোদাতা'লার সাহায্য সর্বদা তাঁর সাথে থেকেছে। হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন :

"আঁ হজরত (সাঃ) মসীহ্ মাওউদকে যে আসসালামো আলাইকুম পৌঁছেছেন তা আসলে আঁ হজরত (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে এক ভবিষ্যদ্বাণী, এটা সাধারণ মানুষের মত কোন সাধারণ সালাম নয়। আর ভবিষ্যদ্বাণী এটাই যে, আঁ হজরত (সাঃ) আমাকে সুসংবাদ দেন যে, বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যতটাই বিরোধীতার ঝড় উঠবে। লোকে কাফির ও দাজ্জাল বলবে আর হত্যার জন্য ফতওয়া লিখবে, আল্লাহতা'লা এই সমস্ত ব্যাপারে তাদেরকে অকৃতকার্য রাখবেন আর তোমার সঙ্গে প্রশান্তি থাকবে আর সর্বদা সম্মান ও মর্যাদা ও গ্রহণীয়তা এবং প্রত্যেক বিফলতা থেকে দুনিয়াতেই নিরাপদ রাখবেন যা আসসালামো আলাইকুম এর অন্তর্নিহিত অর্থ।"

(তোহফা গুলড়বিয়া, রুহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩১ টীকা)

তিনি আরও বলেন : "প্রতিটি আক্রমণে শত্রুরা বিফল মনোরথ হয়েছে আর আমাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলানোর ষড়যন্ত্র করা হয়েছে.....প্রত্যেক বিপদে আমার খোদা আমাকে রক্ষা করেছেন আর আমার জন্য তিনি বড় বড় অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়েছেন আর বড় শক্তিমত্তার হাত প্রদর্শন করেছেন।"

-(চশমায়ে মসীহ্, রুহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৪)

সুতরাং এই সাত মোকদ্দমা হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সাহায্য সমর্থন আর সত্যতার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

****

১১-এর পাতার পর.....

সাহেব, আলি জাফরী সাহেব, প্রফেসর কালমাট রেগ, মি. ফযল হোসেন এবং আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হুযুর (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৭ই মে হুযুর (আ.) একটি সর্বজনীন জলসায় লাহোরের প্রমূখ নেতাদেরকে তবলীগ করেন যার ফলে মানুষ অত্যন্ত প্রভাবিত হন। ২৫ শে মে হুযুর (আ.) এক প্রতাপশালী বক্তব্য রাখেন যার শেষ বাক্য ছিল : " ঈসা (আ.) কে মারা যেতে দাও, কেননা এরই মাঝে ইসলামের জীবন নিহিত। অনুরূপভাবে মূসার উম্মতের ঈসার পরিবর্তে মহম্মদী ঈসাকে আসতে দাও কেননা এরই মাঝে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত।"

পয়গামে সুলাহ

লাহোরে অবস্থান কালে হুযুর (আ.) 'পয়গামে সুলাহ (শান্তির বার্তা) নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি মুসলমান ও হিন্দুদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকার নসীহত করেন। তিনি (আ.) এই পুস্তকে লেখেন: " আমি সত্য সত্য বলছি আমরা মরুভূমির সাপ এবং জঙ্গলের নেকড়েদের সঙ্গে মীমাংসা করতে পারি, কিন্তু তাদের সঙ্গে মীমাংসা করতে পারি না যারা আমাদের নিজেদের প্রাণ এবং পিতামাতার চেয়েও প্রিয় নবী (সা.)-এর উপর অপবিত্র আক্রমণ করে।"

হুযুর (আ.)-এর মৃত্যু

হুযুর (আ.)-এর কন্যা হযরত নবাব মুবারকা বেগম সাহেবা লাহোরের সেই শেষ সফরের তিন দিন পূর্বে কাদিয়ানে স্বপ্নে দেখেন: " আমি নীচে আঙিনায় রয়েছি আর গোল কামরার দিকে যাচ্ছি সেখানে অনেক মানুষ একত্রিত রয়েছে, যেন কোন বিশেষ বৈঠক হচ্ছে। মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটী সাহেব দরজায় পাশে এসে বলছেন, বিবি আব্বাকে গিয়ে বল যে রসুলে করীম (সা.) এবং সাহাবাগণ এসেছেন। তাঁরা তাঁকে ডাকছেন। আমি উপরে গিয়ে দেখি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খাটের উপর বসে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কিছু লিখছেন। তাঁর চেহারার ভঙ্গি অন্য মাত্রা পেয়েছিল যাতে দীপ্তি ও নূরের আভা ছিল। আমি বললাম, আব্বা! আব্দুল করীম সাহেব বলছেন রসুলে করীম (সা.) সাহাবাদের সঙ্গে এসেছেন। তাঁরা আপনাকে ডাকছেন। তিনি লিখতে লিখতে দৃষ্টি তুলে আমাকে বললেন, তাদেরকে গিয়ে বল প্রবন্ধ শেষ হতে চলেছে, আমি আসছি।"

এই ঐশী সংবাদ অনুসারেই ২৫শে মের সন্ধ্যায় 'পয়গামে সুলাহ' লেখা শেষ হল এবং পরের দিন সকাল ৯টায় হুযুর (আ.)-এর আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করে বিদায় নিল এবং তিনি নিজ প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর চরণতলে উপস্থিত হলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন। মৃত্যুর সময় হুযুর (আ.)-এর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭২ বছর। সেই দিনটি ছিল মঙ্গলবার আর সৌর-বৎসর অনুসারে তারিখ ছিল ২৬ শে মে ১৯০৮ সাল, সাম্প্রতিক গবেষণা মতে যেটি আঁ হযরত (সা.)-এরও মৃত্যু দিন ছিল।

****

হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বিরুদ্ধবাদীদের করুণ পরিণতি

মূলঃ হেদায়তুল্লাহ মাণ্ডাশি মুরুব্বী সিলসিলা, নাজারাত নশর ও ইশাআত কাদিয়ান

অনুবাদ- রফিকুল ইসলাম, মুরুব্বী সিলসিলা

সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে ঐশী পরম্পরার সুন্নত হল, যখনই কোন ঈশ্বর প্রেরীত সংশোধনকারীর আগমণ ঘটেছে তখনই, পৃথিবী তার বিরোধীতার জন্য উপস্থিত হয়েছে, খোদাতালা তখনই তার বিজয় সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন, সেই সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদেরকে উদাহরণরূপে উপস্থাপন করে স্বীয় সত্ত্বা, শক্তি ও প্রতিপত্তিশালির প্রমাণ প্রদান করেন।

আল্লাহতা'লা কুরআন শরীফে বর্ণনা করেন-

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ○ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ
انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ○

এবং তোমার পূর্বেও রসুলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে, ফলে তাদের মধ্য হতে যারা হাসি, বিদ্রুপ করেছিল তাদেরকে সেটাই পরিবেষ্টন করেছিল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছিল তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। তুমি বল তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ (সত্যকে) মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল।

(সূরা আনআম ১১,১২)

হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) খোদা প্রেরিত, পরম্পরার একটি শিকল, অগ্রজদের ন্যায় তাঁর মধ্যেও দুই ধরণের বৈশিষ্ট ছিল। প্রথমতঃ ইবাদতকারী হিসাবে আল্লাহতা'লার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। দ্বিতীয়তঃ আপামোর জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর মমত্ব ও ভালবাসার সুদৃঢ় সম্পর্ক ছিল।

আপামোর জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সহানুভূতি ও ভালবাসা কীরূপ ছিল সে বিষয়ে তিনি (আঃ) বলেন,

"আমি সসম্মানে ও বিনয়ের সঙ্গে মুসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দু আর্য-সমাজের সকল সম্মানীয় উলামা ও পণ্ডিতদের নিকট এই বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করছি এবং ঘোষনা দিচ্ছি যে, আমি চারিত্রিক ধর্মীয় ঈমানী দূর্বলতা এবং ত্রুটির সংশোধনের জন্য পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি, হজরত ঈসা (আঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমার পা ফেলা, আর এই সূত্রেই আমি মসীহ মওউদ বলে পরিগণিত, কেননা, আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, কেবল অলৌকিক ঘটনার নিদর্শন ও পবিত্র শিক্ষার মাধ্যমে সত্যকে পৃথিবীতে প্রচার করি, ধর্মের জন্য অস্ত্রধারণ ও খোদার বান্দাদের হত্যার আমি ঘোর বিরোধী। আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি আমার পক্ষে যতটা সম্ভব মুসলমানদের মধ্য হতে সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতির অবসান ঘটাই। উত্তম চরিত্র, ধৈর্য-সহ্য, ন্যায়বিচার, ন্যায়পরায়ণতার রাস্তার দিকে তাঁদেরকে আহ্বান জানাই, আমি সকল মুসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দু ও আর্যদেরকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করছি যে, কেউ এই পৃথিবীতে আমার শত্রু নয়। একজন মমতাময়ী মাতা তার বাচ্চাকে যেভাবে ভালোবাসে তার থেকেও বেশি আমি আপামোর জনসাধারণকে ভালোবাসি। আমি কেবলমাত্র সেই সকল মিথ্যা বিশ্বাসের শত্রু, যার দ্বারা সত্য নিহত হয়। মানুষের প্রতি সহানুভূতি আমার আবশ্যকীয় কর্ম এবং মিথ্যা, শিরক, অত্যাচার, সকল প্রকার দুঃষ্কর্ম, অবিচার, কুচরিত্র হতে অপ্রসন্নতা আমার মূলনীতি।

(আরবাঈন ১ নম্বর, রুহানি খাজায়েন খণ্ড ১৭, পৃঃ ৩৪৩)

অতঃপর ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন,

"আমার এমন রাত্রি খুবই কম অতিবাহিত হয় যেখানে আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয় না যে, আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি; আমার ঐশী সৈনিকগণ তোমার সঙ্গে রয়েছে, যদিও পবিত্র হৃদয়বান ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর খোদাকে দেখবেন কিন্তু, খোদার মুখের কসম আমি এই মুহূর্তে তাকে দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবী আমাকে চেনে না কিন্তু তিনি আমাকে জানেন, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। এটি ঐ সকল মানুষদের ভূল এবং দূর্ভাগ্য যারা আমার ধ্বংসকে আকাঙ্খা করছে, আমি প্রকৃত মালিকের স্বীয় হস্তদ্বারা বোপিত বৃক্ষ, যে ব্যক্তি আমাকে কাটতে চায় তার পরিণতি করুণ, এহুদা আসকারইউতি, আবুজেহেলের অংশ হতে কিছুটা প্রাপ্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। (জামিমা তোহফা গোলডবীয়া, রুহানী খাজায়েন, খণ্ড -১৭, পৃষ্ঠা ৪৯)

একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যতগুলি ঐশী প্রত্যাদিষ্ট ও রসুলগণ আবির্ভূত হয়েছেন তাদের অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের পরিণয় ভয়াবহ হয়ে আসছে, সেহেতু আপনি যেকোন ধর্মের ইতিহাস খুলে দেখুন এর দৃষ্টান্ত আপনি পেয়ে যাবেন।

রামায়ণকে দেখুন, হজরত রামের প্রতিপক্ষ ছিলেন রাবণ। রাষ্ট্র ও শক্তি থাকার সত্ত্বেও ধ্বংস ও বিনাস ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্তি হয়নি তার এবং ভয়ানক পরিণতির শিকার হয়েছে সে। হজরত মুসার বিরুদ্ধবাদী রূপে ফেরাউন ও তার সৈনিক মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। কিন্তু, খোদাতা'লার তকদির তাদেরকেও ধ্বংস করে দেয়।

এই ঐশী সুন্নত অনুযায়ী হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর জীবনের প্রতি যখন আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন প্রাপ্ত বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের ভয়ানক জীবনের বন্য নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁর (সাঃ) প্রথম বিরুদ্ধবাদী অর্থাৎ আহলে হাদিস ফিকার লিডার যে মৌলভী মহম্মদ হুসেন বাটালভী হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) কে শৈশবকাল হতে পরিচিত ছিল, তাঁর (আঃ) এর খিদমতকে অতুলনীয় আখ্যা দিয়েছিল। যখন তিনি (আঃ) মসীহ মওউদ হবার দাবী করেন তখন সে এই সিলসিলাকে নাশ ও সমূলে উচ্ছেদের জন্য উঠে পড়ে লাগে এবং লেখে আমিই একে উপরে তুলেছিলাম এবং আমিই একে পদানত করব। সুতরাং সে তাঁর (আঃ) এর বিরুদ্ধে কাফেরের ফতোয়া তৈরী করে হিন্দুস্তানের বিখ্যাত আলেম মৌলভী নযীর হোসেন দেহেলবীর সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করিয়ে পুরো দেশে বিচরণ করে দুইশত আলেমদের স্বাক্ষর করিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত করে। ফলতঃ হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বিরুদ্ধে বিরোধীতার আগুন প্রজ্বলিত হয়। এটি কোন সাধারণ ফতোয়া নয় বরং এর দ্বারা তাঁর (সাঃ) বিরুদ্ধে বিরোধীতার আগুন প্রজ্বলিত হয়। এটি কোন সাধারণ ফতোয়া নয় বরং এর দ্বারা তাঁর (আঃ) বিরোধীতা এক চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়। হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

এই জালিমও এমন ফিতনা সৃষ্টি করেছিল ইসলামি ইতিহাসে পূর্ববর্তী উলামাদের জীবনেও যার দৃষ্টান্ত দূর্লভ। কুফরনামাতে উন্মাদপ্রায় নযির হোসেনের মোহর লাগিয়ে নেয়। সহস্র মুসলমানদের কাফের ও জাহান্নামি বলে আখ্যা দেয় এবং খুব জোরের সঙ্গে সাক্ষর ও সীলমোহর লাগায় যে এই মানুষেরা খ্রীষ্টানদের থেকে কুফরীতে নিম্নস্থানীয়। সমস্ত আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। ভাই ভাইকে, পিতা-পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ত্যাগ করে। ফিতনার এমন তুফান আসে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে, যার দ্বারা আজ পর্যন্ত খোদাতা'লার হাজার হাজার নেক বান্দা ইসলামের আলেম, ফাজেল এবং মুত্তাকিরা কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামি শাস্তিপ্রাপ্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

(ইসতিফতা উর্দূ, রুহানী খাজায়েন, খণ্ড ১২ পৃঃ১২৮)

জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যদের জন্য কাদিয়ান জলসা সালানা (২০১৮ সাল) কল্যাণময় হোক

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারারভিটা (আসাম)

মৌলভী মহম্মদ হোসেন বাটালভীর বিরোধীতার অবস্থা এমন চরম ছিল যে এমন কোনদিন অতিবাহিত হয়নি যেখানে স্বীয় পত্রিকা ইশাআতে সুন্নাহ-তে হুজুর (আঃ) কে মিথ্যুক, ভণ্ড এবং দাজ্জাল লিখত না, এখানেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাঁর (আঃ) এর ক্ষতি পৌঁছানোর জন্য কর্তব্যকর্মে সামান্য পরিমাণ অবহেলা করেনি। সুতরাং কিছুদিন পর এক খ্রীষ্টান পাদরী হেনরী মার্টিন ক্লার্ক হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর উপর মিথ্যা খুনের মামলা দায়ের করে। মহম্মদ হোসেন বাটালভী আদালতে গিয়ে হুজুর (আঃ) এর বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের মিথ্যা দাবীর সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু, আদালত তার সাক্ষ্যকে হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা মনে করে গুরুত্ব না দিয়ে ময়লা আবর্জনার ন্যায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এমনই এক ডেপুটি ইন্সপেক্টর মহম্মদ বখ্শ এর পক্ষ হতে হুজুর (আঃ) এর উপর চাপিয়ে দেওয়া এক মিথ্যা মকদ্দমাতে জ্বলন্ত আগুনে তেল ঢালার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয় এবং হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর স্বীয় বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি লিখিত, কঠোর বাক্যের কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে আদালতের উপর এই প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে যে, যে ব্যক্তির এমন কঠোর বাণী সর্বসাধারণের শান্তির জন্য সেই ব্যক্তি কতটা বিপজ্জনক হতে পারে (নাউজুবিল্লাহ)। খোদার মহিমায় এখানেও সে অসফল থেকে যায় বরং আদালত এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণের পূর্বেই হুজুর (আঃ) এর বিরুদ্ধে 'ইশাআত-সুন্নাহ' পত্রিকাতে স্বীয় প্রতিপক্ষতা, নিম্নরুচি ও স্বভাব সম্পন্ন লেখনিমূলক পৃষ্ঠাগুলির সঙ্গে ধরা পড়ে যায়। যদিও সে সেখানে তামাশাকারীরূপে উপস্থিত হয়েছিল, আদালত তাকে ডেকে স্বাক্ষর করিয়ে নেয় যে, আগামীতে সে কখনও হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বিরুদ্ধে অসম্মানসূচক কোন লেখা লিখবে না।

এই ঐশী কার্যাবলী সম্পর্কে হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) স্বীয় অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যাভাবে উত্তেজিত হয়ে আমাকে কাফের আখ্যা দেয় এবং ফতোয়া তৈরী করে যে, এই ব্যক্তি কাফের, দাজ্জাল এবং মিথ্যুক, সে খোদাতা'লার হুকুমের কোন পরোয়া করেনি যে এক কিবলামুখি, কলেমাধারীকে সে কীভাবে কাফের অবিহিত করছে? কুরআন শরীফের অনুসারী ও ইসলামিক নিয়ম কানুনের পাবন্দ হাজার হাজার খোদার বান্দাদেরকে ইসলামের গণ্ডি হতে বহির্ভূত বলে আখ্যা দিচ্ছে? কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এক ধমকিতে যে সর্বকালের জন্য কবুল করে নেয় যে আমি আগামীতে কোনদিন কাফের, দাজ্জাল, মিথ্যুক বলব না। যে নিজেই ফতোয়া তৈরী করেছিল এবং সরকারের দাপটে সে নিজেই তাকে বাতিল করে দেয়।

এই ঐশী কার্যাবলীর ফলস্বরূপ মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর প্রাপ্ত অসম্মান ও লাঞ্ছনাকে তার জন্য সতর্কীকরণরূপী নিদর্শন বলে আখ্যা দিতে গিয়ে হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "এক বিবেচক ব্যক্তির জন্য এই অসম্মান কোনভাবেই কম নয় যে, তার বিরুদ্ধে রুচি বিরুদ্ধ অশ্লীলতা ও কুচক্রীতার কাগজ আদালতে উপস্থাপিত করা এবং পড়া, সাধারণ সভাতে সর্বসম্মুখে প্রকাশিত হয়, হাজার হাজার মানুষের কাছে প্রখ্যাত মৌলবীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি এইরূপ, তাহলে নিজেরাই চিন্তা করুন কোন ব্যক্তির এরূপ নোংরা কার্যাবলী, নোংরা স্বভাব-চরিত্র সরকার ও পাবলিকের সম্মুখে প্রকাশিত হওয়া সম্মানকর না অসম্মানকর? আদালতের পক্ষ হতে এমন ঘৃণ্য অপবিত্রের পাকড়াও সম্মানকর নাকি মৌলবীর মর্যাদায় লাঞ্ছনার দাগ পড়াটা? (মজমুয়া ইশতেহারাত ৩খণ্ড, পৃঃ২০২-২০৫)

বাটালায় আগত সকল ট্রেনের সময় মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী রেল ষ্টেশনে পৌঁছে যেত এবং হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে অথবা তাঁর দাবীর নিশ্চয়তা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে কাদিয়ানে আসা সকল ব্যক্তিদেরকে এই বলে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করত যে, ওখানে যাবেন না; ওখানে বিধর্মীতা ভণ্ডামি ও দোকানদারী ছাড়া আর কিছুই নেই (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু, এতদ্সত্ত্বেও হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর প্রতিষ্ঠিত জামাত উন্নতির সিড়ি অতিক্রম করতে থাকে। তাঁর হাতে বয়আতকারীর সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর প্রতিপক্ষতায় মৌলভী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর পরিণতি কী হয়েছিল সে হজরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ) বলেন, "ফতোয়া প্রকাশিত হওয়ার সময় তখনও বেশিদিন অতিক্রান্ত হয়নি, আল্লাহতা'লা মানুষদের হৃদয় হতে মৌলবী সাহেবের সম্মান স্থুল করতে শুরু করে দেয়। এই ফতোয়া প্রকাশের পূর্বে তাঁর এমন সম্মান ছিল যে, পাঞ্জাবের রাজধানি লাহোরের মতো শহরে যেখানে স্বাধীনচেতা মানুষের বাস, বাজারের মধ্য দিয়ে সে যখন হেঁটে যেত যতদূর দৃষ্টি যায় মানুষেরা তাকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যেত। হিন্দু ধর্মের মানুষেরাও মুসলমানদের দেখাদেখি সম্মান করতে শুরু করে দেয়। যে যেখানেই যেত জনগণ তাকে চোখের মনি করে রাখত। উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার যেমন গভর্নর, গভর্নর জেনারেল ও সম্মানের সঙ্গে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। কিন্তু এই ফতোয়া প্রকাশিত হওয়ার পর হতে কোন বাহ্যিক বিষয়াদি সৃষ্টি ব্যতিরেকে তার সম্মান কম হওয়া শুরু হয়ে যায়। অবশেষে তার পরিণতি এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে তাকে নেতা মান্যকারীতার ফিরকার মানুষেরাও তাকে পরিত্যক্ত বলে গণ্য করে। তাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, ষ্টেশন হতে বিপুল পরিমাণ জিনিসপত্র একা নিজের বগলে, পিঠে ও হাতে করে ধরে হেঁটে চলেছে এবং চতুর্দিক হতে ধাক্কা খাচ্ছে; কেউ জিজ্ঞাসাই করছে না, লোকেরা এতটাই আস্থা হারিয়ে ফেলে যে বাজারওয়ালারা বাজার দেওয়া বন্ধ করে দেয়। অন্য মানুষের হাত দিয়ে বাজার করিয়ে আনত। পরিবারের মানুষেরা সম্পর্কচ্ছেদ করেন। এবং জীবনের শেষ সময়ের এক এক মুহূর্ত এই আয়াতের প্রমাণ দিতে থাকেন। (দাওয়াতুল আমীর পৃঃ ২৩৩-২৩৪, এডিশন জানুয়ারী ২০১৭, কাদিয়ান)

হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এরূপ দূর্ভাগা বিরুদ্ধবাদীদের জন্য নিম্নলিখিত ফারসী কবিতা লেখেন,

অর্থাৎ ঃ হে দূর্ভাগা মানুষ! আমার অস্বীকারের জন্য কোমর বেঁধে লেগেছ। তোমার নিজের ঘর জনমানবশূণ্য হয়ে পড়ে আছে আর অন্যের অস্বীকারের পিছনে পড়ে রয়েছ?

দ্বিতীয় উদাহরণ পণ্ডিত লেখরামের ভয়াবহ বিনাশ। পণ্ডিত লেখরাম একজন কটুভাষি, জাহিল ও শিক্ষার দিক থেকে অন্তঃসারশূন্য। ইসলামের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নাউযুবিল্লাহ ইসলাম এক মিথ্যা ধর্ম। আঁহজরত (সাঃ) কে গালি দিত এবং কুরআন শরীফকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। সে কাদিয়ানে এসেছিল এবং এখানে এসে আর্য্য সমাজিদের কাছে অবস্থান করেছিল। যতদিন সে কাদিয়ানে ছিল ততদিন নোংরামির পরিচয় দেয়। হজরত আকদাস মসীহ মওউদ (আঃ) এর প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ করত; অশ্লীল কথা বলত। কখনও বলত আমাকে কোন নিদর্শন দেখানো হচ্ছে না কেন? কাদিয়ান অবস্থানকালে এগুলিই ছিল তার নিত্য দৈনন্দিন কাজ।

কাদিয়ান হতে ফেরার পর লেখরাম ঔদ্ধত্য ও কুটিলতা পূর্বের থেকে আরো বাড়িয়ে দেয়। যে স্বীয় পুস্তকের বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম, আঁ হজরত (সাঃ) বরং সকল নবীদের সত্তার উপর হামলা চালায়। হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর ইলহাম ও ভবিষ্যৎবাণীর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে থাকে সুতরাং তার লিখিত পুস্তক 'মবতে আহমদীয়া' ও 'তাকজিন বারাহিনে আহমদীয়া' জ্বলন্ত প্রমাণ। এই পুস্তকে ঔদ্ধত্য ও অভদ্রতার চরম সীমা অতিক্রম করা লেখনীর দ্বারা আল্লাহতা'লার অসন্তোষের কারণ হয়ে ওঠে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) 'সুরমা চশমা আরিয়া' পুস্তকটি প্রকাশিত করেন এবং তন্মদ্ধে কুরআন ও বেদের মর্যাদা ও শক্তি সম্পর্কে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে আর্য সমাজিদের পণ্ডিতদেরকে মোবাহেলার অভিমত প্রদান করেন। সময় অপচয় না করে লেখরাম প্রকাশ্যে আসে এবং হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর সঙ্গে মোবাহেলা করে ঐশী গ্রেফতারিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

সে লিখেছিল, হে ঈশ্বর! দুই ফিরকার মধ্যে ফয়সালা করে দাও কেননা, তোমার দরবারে মিথ্যুক কোনদিন সাধুদের ন্যায় সম্মানিত

হয় না। (মকতুবাতে আহমদীয়া পৃঃ ৩৪৪-৩৪৭, হাবালা হাকীকাতুল ওহী পৃঃ ৩২২)

লেখরাম নিদর্শন এর আকাঙ্খা করতে গিয়ে অত্যন্ত ঔদ্ধ্যত্যের সঙ্গে লিখেছিল, 'স্পষ্ট ঐশী নিদর্শন তো দেখান' যদি বচসা না চান তাহলে, আরশের অধিপতি 'খয়রুল মাকেরীনের' পক্ষ হতে আমার সম্পর্কিত কোন ঐশী নিদর্শন চান যাতে করে ফয়সালা হয়ে যায়' (লেখরাম ইসতেহার নং ৭)

২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সালের বিজ্ঞপ্তিতে হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) লেখরামের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তার সম্পর্কিত ভবিষ্যৎবাণীতে যদি তার দুখী হওয়ার কোন বিষয় বিদ্যমান থাকে তাহলে সেটা কি তা প্রকাশ করা হবে ? এর প্রত্যুত্তরে লেখরাম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে লিখেছিল, আমি আপনার ভবিষ্যৎবাণীকে ফালতু মনে করি। আমার সম্পর্কে যা চান প্রকাশিত করুন। আমার সমর্থন রইল এবং আমি কোন কিছুকে ভয় করি না।

নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক ভবিষ্যৎবাণী করার জেদ ছিল লেখরামের, সুতরাং ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ সনে বহু দোওয়া ও ক্রন্দনের পর জানতে পারলাম আজ অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ সন হতে ছয় বছরের মধ্যে লেখরাম কঠিন আযাবের মধ্যে নিপতিত হবে যার ফল হবে মৃত্যু। এর সঙ্গে এক আরবি ইলহাম নাযেল হয়। অর্থাৎ এটি একটি এক বছরের বাছুর যার মধ্য হতে অর্থহীন ধ্বনি নির্গত হচ্ছে। সুতরাং এর জন্য দুঃখের মার এবং আযাব রয়েছে। তিনি (আঃ) ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ সনে লেখরাম সম্পর্কিত ভবিষ্যৎবাণী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত করেন। এর ২ও ৩ নং পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দুটি আকর্ষণীয়। তিনি (আঃ) লেখেন,

"সকল হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, আর্য্য সমাজি খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ফিরকার মানুষদের এই ভবিষ্যৎবানীর দ্বারা অবগত করছি, আজ হতে ছয় বছরের মধ্যে যদি উক্ত ব্যক্তির উপর আযাব অবতীর্ণ না হয় এবং সেটি সাধারণ দুঃখ যাতনার উর্দ্ধে না হয়, অলৌকিক ও নিজের মধ্যে ঐশী ভয়াবহতা না থাকে তাহলে জেনে রেখো আমি খোদার পক্ষ হতে নয় আর নাইবা সেই আত্মার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আছে।"

(মজমুয়া ইস্তেহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭২-৩৭৩)

কিছু নোংরা স্বভাববিশিষ্ট আর্য সাংবাদিকগণ এই ভবিষ্যৎবাণী দূর্বল করার উদ্দেশ্যে এর উপর টীকা টিপ্পনি শুরু করে দেয়। তিনি প্রচণ্ডতার সঙ্গে বলেন, 'আমি খুব বুঝতে পারছি এটি ভবিষ্যৎবাণী সংঘটনের পূর্ববর্তী সময়। আমি আগেও স্বীকার করেছি আর এখনও করছি, অভিযোগকারীদের ধারণা অনুযায়ী যদি এই ভবিষ্যৎবাণীর অন্তিম পরিণতি যদি সাধারণ জ্বর বা সাধারণ ব্যথা বা কলেরা হয় অতঃপর পূর্বের ন্যায় স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে যায় তাহলে এটি ভবিষ্যৎবাণী বলে গণ্য হবে না বরং নিঃসন্দেহে এটি ধূর্তামি ও প্রবঞ্চণা। কেননা, এমন অসুস্থতা হতে কোন মানুষই মুক্ত নয়। আমরা সকলে কোন না কোন সময় অসুস্থ হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় আমি নিঃসন্দেহে শাস্তিযোগ্য বলে পরিগণিত হব। কিন্তু, যদি ভবিষ্যৎবাণী স্পষ্ট ও স্বচ্ছরূপে খোদার শাস্তিরূপে দেখা দেয় তাহলে অবশ্যই মনে রেখো এটি খোদার পক্ষ হতে।

(বরকাতু দোওয়া, রুহানী খাজায়েন, খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা ২)

বিশ্ববাসী অপেক্ষায় ছিল যে, হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী কবে এবং কিভাবে পূর্ণতা পায়। এদিকে লেখরাম পরিণতির কোন পরোয়া না করে ঔদ্ধত্য ও কটুভাষ্যতায় এগিয়ে চলতে থাকে। অন্যদিকে খোদার ফেরেস্তাগণ রসুলের নিন্দুককে তার কটুভাষ্যতা ও ঔদ্ধত্যের কারণে দ্রুতগতিতে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে থাকে। যাইহোক তখন ছিল ভবিষ্যৎবাণীর পঞ্চম বছরের প্রথম মাস অর্থাৎ ১৮৯৭ সনের মার্চের শুরু ভাগ্যের ধারালো তলোয়ার তাকে শেষ করে দেয়।

এই ঘটনার বিস্তৃত ব্যখ্যা হল ঃ সেই সময় বিচ্ছু মহল্লার এক গলিতে এক আর্য মহাশয়ের বাড়িতে লেখরাম অবস্থান করছিল। কথিত আছে ৬ মার্চ ১৮৯৭ শনিবার লেখরাম ঘরের উপরতলায় অল্প পোশাক পরিহিত অবস্থায় কিছু লেখালেখিতে ব্যস্ত ছিল। লেখা শেষ করার পর হাই তোলে এর ফলে তার পেট অনেকটা ফুলে ওঠে। কিছুদিন পূর্বে তার কাছে শুদ্ধ অর্থাৎ হিন্দু হতে আসা এক যুবক সেই দিন কম্বল মুড়ি দিয়ে তার কাছে বসে ছিল। সে একহাত ছুরি লেখরামের পেটের মধ্যে এমনভাবে চালায় যে নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে এসেছিল। লেখরামের মুখ হতে ষাঁড়ের ন্যায় খুব জোর আওয়াজ নির্গত হচ্ছিল। তা শুনে তার স্ত্রী ও মা পাশের ঘর হতে দৌড়ে আসে। কিন্তু ততক্ষণে আততায়ী পলাতক। পুলিশ লেখরামকে লাহোরের হাসপাতালে নিয়ে যায়। যেখানে এক সার্জেন ইংরেজ ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টা করে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য, কিন্তু এই রসুলের নিন্দুক পূর্বের রাত ও আগামী দিনের কিছু অংশ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এই ধরাধাম হতে চির বিদায় নেয়। এভাবেই ঈশ্বরপ্রেরিতের ভবিষ্যৎবাণী ইসলাম ও তার পবিত্র রসুল (সাঃ) এর সত্যতার উপর হাজার সূর্যের আলোছায়া মর্যাদা, প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতার সঙ্গে পূর্ণতা অর্জন করে। এইভাবে সে, তিনি (আঃ) এর সত্যতা ও আল্লাহ'র পক্ষ হতে হবার এক জবরদস্ত নিদর্শনে পরিণত হয়।

মানবতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে একদিকে লেখরামের মৃত্যুর জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) দুঃখ প্রকাশ করেন, অন্যদিকে খোদাতা'লাকে ধন্যবাদ জানান।

সুতরাং হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন, 'যদিও মানবতাবাদের দিক থেকে আমি দুঃখিত হয়েছি, তার মৃত্যু কঠিন বিপদ ও আকস্মিকভাবে দূর্ঘটনার দ্বারা পূর্ণ যৌবণে হয়। কিন্তু, অন্যদিকে আমি খোদাতা'লাকে শুকরিয়া জানাই। কারণ তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী আজ পূর্ণ হয়েছে। হৃদয়ের ভাষা পাঠকারী সেই খোদার কসম! সে অথবা অন্য কারোর মৃত্যু যদি আমার সহানুভূতির দ্বারা বাঁচা সম্ভব হত তাহলে, আমার কোন অসুবিধা হত না। ..... এটি খোদাতা'লার পক্ষ হতে এক বিখ্যাত নিদর্শন। কেননা, তাঁর ইচ্ছা তাঁর বান্দার নিন্দুকরা যেন সতর্ক হয়ে যায়।

(মজমুয়া ইস্তেহারাত, খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৩৬-৩৩৭)

তৃতীয় দৃষ্টান্ত ম্যাজিষ্ট্রেট লালা চান্দুলালের পরিণাম। প্রথম মকদ্দমায় অসফলতার পর মৌলবী করমদীন সাহেব ২৬ জানুয়ারী ১৯০৩ সনে আর একটি ফৌজদারী মকদ্দমা করেন। হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) ও হাকিম ফজল দীন সাহেবের বিরুদ্ধে জেহলুমের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সনসার চান্দ সাহেবের আদালতে। মৌলবী সাহেবের এই মোকদ্দমার বুনিয়াদ ছিল যে, মির্যা সাহেব তার রচিত পুস্তক মোয়াহিবুর রহমান (১৯০৩) এ কাজ্জাব, মুহিন শব্দ ব্যবহার করে তাকে, অপমান করেছে। কেননা, মৌলবী সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী এই শব্দ এক বিশেষ কাফের ওলিদ বিন মুগেয়ারার সম্পর্কে ব্যবহার করেছিল। সেকারণে মির্যা সাহেব এই শব্দ মৌলবী করম দীন সাহেবের সম্পর্কে ব্যবহার করে তাকে কাফেরের সঙ্গে তুলনা করেছেন, মৌলবী সাহেবের দায়ের করা মকদ্দমা প্রাই দুই বছর ধরে বিভিন্ন আদালতে চলতে থাকে। বহু নামি দামি মানুষেরা হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর সম্মানহানীর চেষ্টা চালায় কিন্তু তারা সকলে দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং অবশেষে মৌলবী করমদীন সাহেব কেবলমাত্র (কাজ্জাব) মিথ্যুক ও অভিশপ্ত-এই উপাধিতে ভূষিত হয়নি বরং তার পরিণতি হয় ভয়ঙ্কর মৃত্যু। এই মকদ্দমা ২৯ জুন ১৯০৩ সনে গুরদাসপুরে প্রথম শ্রেণীর আর্য ম্যাজিষ্ট্রেট লালা চান্দুলাল বি.এ. এর আদালতে চলছিল। প্রথম হতেই এই ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্যকলাপ চরম বিরোধী ও হিংসাত্মক ছিল। গুরুদাসপুরের আর্য সামাজিক লালা চান্দুলালের সঙ্গে মিলে এক জঘন্য পরিকল্পনা তৈরী করে। তারা তাকে বলেছিল, এই ব্যক্তি আমাদের কঠিন শত্রু। আমাদের নেতা লেখরামের খুনি, এখন সে আপনার হাতের শিকার। জাতির সব মানুষের দৃষ্টি আপনার প্রতি, আপনি যদি শিকারকে ছেড়ে দেন তাহলে আপনি জাতির শত্রু হয়ে যাবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট জবাব দেন, এখন আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যেমন করেই হোক প্রথম পেশিতে আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যাবলী শুরু করে দেব।

আদালতি কার্যাবলীর অর্থ হল, ম্যজিষ্ট্রেটের এখতিয়ার ছিল মকদ্দমার শুরু অথবা মধ্যবর্তী অবস্থায় নিজের ইচ্ছানুযায়ী অভিযুক্তকে জামিন অযোগ্য গ্রেফতার করে হাবালাতে দিয়ে দেওয়ার।

এই জঘন্য পরিকল্পনার কথা হজরত মৌলবী সৈয়দ সরওয়ার শাহ সাহেবের কানে পৌঁছে গিয়েছিল। কেননা তিনি ১৪ মার্চ ১৯০৪ সনে পেশী সংক্রান্ত কার্যাবলীর প্রস্তুতির জন্য গুরদাসপুরে এসেছিলেন। পেশীর একদিন পূর্বে যখন হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) গুরুদাসপুরে এলেন তো মৌলবী সাহেব এ কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন। এই সমস্ত ঘটনা তিনি (আঃ) স্তব্ধতার সঙ্গে শুনছিলেন কিন্তু যখন সৈয়দ সরওয়ার শাহ (রাঃ) সাহেব 'শিকার' শব্দটির উল্লেখ করেন, তো সহসা হজরত সাহেব উঠে বসে পড়েন, তাঁর চোখ দীপ্তিময় ও মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি (আঃ) বলেন, াামি তার শিকার নই, আমি শিকার নই। আমি বাঘ এবং খোদার বাঘ, সে খোদার বাঘের স্পর্শ করবে? এমন করেই তো দেখুক। সকল সময় তাঁর চোখ অর্দ্ধেক খোলা ও নিচের দিকে ঝুঁকে থাকত কিন্তু সেই সময় প্রকৃত বাঘের ন্যায় আগুনের লেলিহান শিখার ন্যায় তাঁর চোখ দীপ্তিময় হয়ে ওঠে এবং মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল যে সেদিকে তাকানো যাচ্ছিল না।

যখন তাঁর (আঃ) এর এমন অবস্থার অবসান হয় তিনি (আঃ) বলেন, আমি কি করব? আমি খোদাকে জানিয়েছি যে তোমার সত্য ধর্মের জন্য আমি হাতে পায়ে লোহার বেড়ি পরতে প্রস্তুত, কিন্তু তিনি আমাকে জানিয়েছেন- না, আমি তোমাকে অপমানিত হওয়া থেকে বাঁচাব।

এদিকে শত্রুরা পরিকল্পনা করছিল, অন্যদিকে খোদাতা'লা স্বীয় প্রেরিতের সম্ভাব্য লাঞ্ছনা হতে বাঁচার যে তদবীর করলেন তা হল- যখন তিনি (আঃ) এই মজলিস হতে ছাড়া পান, সহসা তাঁর হেঁচকি ওঠে আর সেই সঙ্গে হয় রক্ত বমি। তৎক্ষনাৎ স্থানীয় হাসপাতালের সিভিল সার্জেন এক ইংরেজ ডাক্তার পি. মোর. কে ডাকা হয়। তিনি রুগি দেখার পর বলেন, এখন আরামের প্রয়োজন, একমাসের আরামের সার্টিফিকেট লিখে দেন যে, এই সময়ে আমি আদালতে উপস্থিত হওয়ার উপযুক্ত মনে করছি না। এর পর হুজুর পেশীর পূর্বেই কাদিয়ান চলে যান।

পরের দিন যখন পেশীর দিন ছিল ম্যজিষ্ট্রেটের সামনে ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তিনি খুব রাগান্বিত হন। সাক্ষীর জন্য ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। কিন্তু সেই ইংরেজ ডাক্তার বলেছিল আমার সার্টিফিকেট সম্পূর্ণ সঠিক, সকল উচ্চ ন্যায়ালয়ে গৃহীত হয়। ম্যজিষ্ট্রেট বিড়বিড় করছিলেন, কিছু করা গেলনা, আদালতের কার্যক্রম মুলতুবি করতে বাধ্য হল।

এদিকে খোদাতালা যিনি নিজের প্রেরিত রসুলকে সকল লাঞ্ছনা মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি নিজের জালালি হাত দেখানো শুরু করেন। সুতরাং হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর পক্ষে প্রকাশিত আল্লাহতা'লার উপরি উক্ত ঐশী তদরিকের সঙ্গে সঙ্গে চান্দুলাল নিজেই ঐশী গজবের নিচে আসার ব্যবস্থা করে ফেলে। আর এই ঐশী পরিকল্পনার পূর্ব হতেই আল্লাহতা'লা হজরত (আঃ) কে অবগত করিয়েছিলেন, কথিত আছে যে, মকদ্দমা চলাকালীন কিছু সম্মানীয় গায়ের আহমদী বন্ধু সহানুভূতি জানাতে গিয়ে বলেন, মনে হচ্ছে চান্দুলালের ইচ্ছা আপনাকে বন্দি করা। তখন তিনি (আঃ) চাটাইতে শুয়েছিলেন, উঠে বসে পড়েন এবং বলেন, 'আমি তো চান্দুলালকে আদালতের চেয়ারে বসে থাকতে দেখছি না' (আখবার আল হাকাম, ১৪ জুলাই ১৯০৪)

ঘটনাটি এরূপ, গুরদাসপুর জেলার এক আসামীকে ফাঁসি দেওয়া হবে। সেজন্য চান্দুলালের ডিউটি লাগে। তিনি ডেপুটি কমিশনারকে লেখেন, আমি নরম হৃদয়ের মানুষ, কোন আসামীর ফাঁসি দেওয়া আমি দেখতে পারি না। সেহেতু আমাকে মাফ করা হোক (ডিউটি থেকে), ডেপুটি কমিশনার অন্য এক ম্যজিষ্ট্রেটের ডিউটি লাগিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কাছে রিপোর্ট করেন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ চান্দুলাল ফৌজদারির দায়িত্ব সামলাতে অপারগ। এর রায়ে চান্দুলালের এক্সট্রা অ্যসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদ হতে অবনতি হয়ে তাকে মুনশিফ অর্থাৎ সাধারণ জজ বানিয়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে কসবা গুরদাসপুর হয়ে বদলি হয়ে মুলতানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে খোদা প্রেরিত পুরুষের লাঞ্ছনার উদ্দেশ্যে শত্রুপক্ষের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। পরে জানতে পারা যায় যে, চান্দুলাল এই দুঃখ বরদাস্ত না করতে পেরে মানসিক ভারসাম্য হীন হয়ে পড়ে। অবশেষে এই পাগল অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে।

চতুর্থ উদাহরণ আমেরিকার ডাক্তার জন আলেকজাণ্ডার ডুই এর করুণ পরিণতি। তিনি স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। শৈশবে পিতার সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়াতে চলে আসেন। ১৮৭২ সনে তিনি এক সফল বক্তা ও পাদরী হিসাবে পাবলিকের সামনে আসেন। এর কিছুদিন পর তিনি ঘোষণা করেন ঈসা-মসীহ্‌র কাফ্‌ফারার উপর ঈমান আনয়ণের দ্বারা অসুস্থদের সুস্থ করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। আর এই যুগে ঐ শক্তি তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন। ১৮৮৮ সনে তিনি নিজের ধারণা প্রচারের উদ্দেশ্যে আমেরিকার নতুন দেশ সান ফ্রান্সিস্কোতে আসেন। সান ফ্রান্সিস্কোর কাছে দূরে এবং পশ্চিম রাজ্যগুলিতে সফল জলসা করার পর ১৮৯৩ সনে শিশাগোতে নিজের চালাকি শুরু করে দেন। একটি ঘর ভাড়া নেন। তার নাম রাখেন 'যায়েন রুম' অপর এক বিল্ডিং-এ 'যায়েন প্রিণ্টিং পাবলিশিং হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'নিউজ অফ হিলিং' নামে এক সংবাদপত্র জারি করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আমেরিকাতে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁর মান্যকারীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সফলতা প্রত্যক্ষ করে ডুই ২২ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬ সনে এক নতুন ফিরকার বুনিয়াদ রাখেন, যার নাম রাখেন 'খ্রীষ্টান ক্যাথলিক চার্চ' ১৮৯৯ অথবা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নবী হবার দাবী করেন এবং এই ফিরকাকে তিনি 'খ্রীষ্টান ক্যাথলিক অ্যাবাস্টক চার্চ' নাম দেন।

নিজের উন্নতির গতি দ্রুত করার জন্য 'সাহইউন' নামি শহরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রচার করেন মসীহ এই শহরে অবতীর্ণ হবেন। এর ভিত্তিতে তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। আর্থিক আয় এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, বছরের শুরুতে দশ লাখ ডলার অর্থাৎ বিশ লাখের অধিক টাকা তিনি অনুগামীদের পক্ষ হতে ভেট হিসাবে প্রাপ্ত হন। তিনি দেশে রাজপুত্রের ন্যায় জীবন যাপন করতে থাকেন। এই উন্নতি দেখে তিনি স্বীয় সংবাদপত্র 'নিউজ অফ হিলিং' এ লেখেন 'সফলতা যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে কুড়ি বছরের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে বিজয় লাভ করব।'

প্রথম থেকেই ডুই ইসলাম ও মহম্মদ (সাঃ) এর ঘোর শত্রু ছিল। আঁহজরত (সাঃ) কে (আল্লাহ মাফ করুন) ভণ্ড ও মিথ্যুক মনে করত। সে দুশ্চরিত্রতা বশতঃ নোংরা গালি ও অশ্লীল বাক্য দ্বারা হুজুর (সাঃ) এর নাম মনে করত। তার অভ্যন্তরিণ ঘৃণা ও নোংরামির আন্দাজা লাগানোর জন্য যে জিনিষটা যথেষ্ট তা হল সে ২৫ শে আগষ্ট ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'নিউজ অফ হিলিং' সংবাদপত্রে পরিষ্কার ভাষায় ভবিষ্যৎবাণী করে 'আমি আমেরিকা ও ইউরোপের খ্রীষ্টানদেরকে সাবধান করছি যে ইসলাম মৃত নয়। ইসলাম শক্তি বলে বলিয়ান। যদিও ইসলামকে আবশ্যিকভাবে ধ্বংস করা প্রয়োজন। কিন্তু ইসলামকে ধ্বংস করা রোমান খ্রীষ্টানদের দ্বারা বা গ্রিস খ্রীষ্টানদের দ্বারা সম্ভব নয়।

ডুই যখন নিজের ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতায় এমন অবস্থায় পৌঁছায় তখন হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) সেপ্টেম্বর ১৯০২ সনে এক বিস্তৃত বিজ্ঞপ্তিতে ত্রিত্ববাদের সমালোচনা ও নিজের মসীহ হবার দাবীর চর্চার পর বলেন,

বর্তমানে আমেরিকাতে যীশু মসীহ'র এক রসুল জন্মগ্রহণ করেছে। যার নাম হল ডুই। তার

জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যদের জন্য কাদিয়ান জলসা সালানা (২০১৮ সাল) কল্যাণময় হোক

দোয়াপ্রার্থী:

আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া অভয়পুরী (আসাম)

দাবী হল খোদা হিসাবে যীশূ মসীহ তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যাতে করে সকলে এই দিকে আকৃষ্ট হয় যে, মসীহ ব্যতিরেকে কোন খোদা নেই । বার বার নিজের সংবাদপত্রে লেখে যে তার খোদা যীশূ মসীহ তাকে জানিয়েছেন সকল মুসলমান জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যারা মরিয়মের পুত্রকে খোদা মনে করে ও ডুই কে কাল্পনিক খোদার রসুল আখ্যা দেয় তারা ব্যতিরেকে কেউই জীবিত থাকবে না।

সুতরাং আমি ডুই সাহেবের নিকট সম্মানের সঙ্গে আবেদন করছি যে, এই বিষয়ে কোটি কোটি মুসলমানদের মেরে কী লাভ? একটি সহজ উপায় আছে, যার মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে যাবে ডুই এর খোদা সত্য না আমাদের খোদা? সেটি হল, ডুই সাহেব বার বার মুসলমানদের মৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণী না করে আমাকেই তার প্রতিভার সামনে রেখে এই দোওয়া করুক যে, আমাদের মধ্যে মিথ্যুকের মৃত্যু যেন পূর্বে হয়। কেননা, ডুই যীশূ-মসীহকে খোদা মনে করে। কিন্তু আমি তাকে এক দূর্বল বান্দা ও নবী মনে করি। এখন জানার বিষয়, এই দুইজনের মধ্যে কে সত্য? যদি চান এই দোয়া ছাপিয়ে প্রকাশ করেন এবং কমপক্ষে এক হাজার মানুষের স্বাক্ষর করিয়ে নেন। যখন সেই ছাপানো সংবাদপত্র আমার কাছে পৌঁছাবে তখন তার প্রত্যুত্তরে এই দোয়াই করব এবং ইনশাল্লাহ হাজার মানুষের স্বাক্ষর করিয়ে নেব। আমি বিশ্বাস রাখি ডুই সাহেবের এই মোকাবেলায় সমস্ত খ্রীষ্টানদের সত্য চিহ্নিত করার রাস্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। এখন দোওয়ার জন্য আমি নই বরং ডুই অগ্রে গমন করেছেন। তা দেখে প্রতাপশালী খোদা আমার মধ্যে জোশের সঞ্চার করেন। মনে রাখবেন আমি এদেশে কোন সাধারণ মানুষ নই। আমিই সেই মসীহ মাওউদ ডুই যার অপেক্ষায় আছে। কেবল পার্থক্য হল, ডুই বলেন মসীহর পঁচিশ বছরের মধ্যে জন্ম হবে, আর আমি সু-সংবাদ দিচ্ছি সেই মসীহ মাওউদ ইতিমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আমিই সেই ব্যক্তি। আমার স্বপক্ষে আকাশ ও পৃথিবী হতে সহস্র নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। আমার সঙ্গে প্রায় এক লক্ষ জামাতীয় মানুষ রয়েছেন যারা প্রতিনিয়ত উন্নতি করে চলেছেন।

সেই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে আরো লেখেন, রসুল হওয়ার দাবী ও ত্রিত্ববাদের ধারণায় ডুই মিথ্যুক,যদি ডুই আমার সঙ্গে মোবাহেলা করে তাহলে আমারই জীবদ্দশাতেই বহু দুঃখ কষ্টে মৃত্যুবরণ করবে। যদি মোবাহেলা নাও করে তবুও খোদাতা'লার আযাব হতে বাঁচতে পারবে না।

আমেরিকার মানুষ ও সংবাদপত্রগুলি অপেক্ষা করছিল ডুই এই চ্যালেঞ্জের কি জবাব দেয়। যখন কিছুদিন অতিক্রান্ত হল সংবাদপত্রের লেখনি ডুই এর মধ্যে না কোন গতি নিয়ে আসতে পেরেছে আর নাই বা তিনি জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার চিঠির কোন উত্তর দিয়েছেন। সেহেতু মসীহ মাওউদ (আঃ) ঐ মোবাহেলার বিজ্ঞপ্তিতে কিছু সংযোজন করে আমেরিকা ইউরোপের সংবাদপত্রগুলিতে পুনরায় প্রেরণ করেন। যেখানে বলেন, এখনও ডুই আমার মোবাহেলার দরখাস্তের কোন উত্তর দেন নি। সেকারণে আজ ২৩ জুন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হতে সাত মাসের অবকাশ দিলাম। এই সময়ের মধ্যে তিনি যদি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসে যান তাহলে .....শীঘ্রই পৃথিবীবাসী উপলব্ধি করবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি কী হবে। আমার বয়স প্রায় সত্তর বছর। এ বর্ণনানুযায়ী তিনি পঞ্চাশ বছরের যুবক। .....কিন্তু বৃদ্ধ বয়সের কোন পরওয়া করিনি। কেননা মোবাহেলার ফয়সালা বয়সের দৃষ্টিকোণ থেকে হয় না বরং আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আহকামুল হাকেমিন এর ফয়সালা করবেন।

(ইস্তেহার আংগ্রেজি ২৩ আগষ্ট ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ)

আমেরিকা ও ইউরোপের সংবাদপত্রগুলিতে এই ইস্তেহার খুব চর্চিত হয়, উদাহরণ স্বরূপ 'গ্লাসগো হেরল্ড' ২৭ শে অক্টোবর ১৯০৩ সনে প্রকাশ করে, 'মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ২৩ আগষ্ট ১৯০৩ সনের ভবিষ্যৎবাণীতে উল্লেখ করেন যে, তিনি স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আগত সাতমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। এই সময়ের মধ্যে ডাঃ ডুই যদি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বীকার করেন এবং শর্তাবলী পূর্ণ করেন তাহলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি সমগ্র বিশ্ববাসী পর্যবেক্ষণ করবে। যদিও ডাঃ ডুই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে অস্বীকার করবেন, তাহলে আমেরিকার পয়গম্বরের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

হযরত আকদাস (আঃ) এর ইস্তেহারের প্রত্যুত্তরে ডুই মোকাবেলার ময়দানে উপস্থিত হন। ২৬ ডিসেম্বর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় সংবাদপত্রে লেখেন, মানুষেরা আমাকে কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করে যে, আপনি অমুক অমুক ব্যক্তির প্রস্তাবের উত্তর দেন না কেন? তোমরা কী মনে কর, আমি কীটপতঙ্গদেরকেও উত্তর দেব? যদি আমি আমার পা তাদের উপর রাখি তাহলে নিমেষে মাড়িয়ে থেঁতলে ফেলতে পারি। কিন্তু আমি তাদেরকে সুযোগ দিই যাতে আমার সম্মুখ হতে দূরে চলে যায় এবং আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে।

১২ ডিসেম্বর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন, আমি যদি খোদার পৃথিবীর, খোদার পয়গম্বর না হয়ে থাকি তাহলে অন্য কেউ হতে পাবে না।

এর কিছুদিন পর ২৭ ডিসেম্বর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদ পত্রে হুযুর (আ.) সম্পর্কে অশ্লীল শব্দ 'নির্বোধ মুহম্মদী মসীহ' ব্যবহার করে লেখেন, হিন্দুস্তানে এক নির্বোধ ব্যক্তি মহম্মদী মসীহ হওয়ার দাবী করেছে, সে আমাকে বার বার লিখছে হযরত ঈসা কাশ্মীরে সমাহিত আছেন, যেখানে তাঁর কবর দেখা যায়। সে এটা বলে না যে, আমি নিজে দেখেছি। কিন্তু বেচারা উন্মাদ, অজ্ঞ ব্যক্তি তথাপি মিথ্যা অপবাদ লাগায় যে, হযরত মসীহ হিন্দুস্তানে মৃতুবরণ করেছে। সঠিক ঘটনা হল খোদাবন্দ মসীহকে বাইতুল আতিয়াতে আকাশে তুলে নেওয়া হয়। সেখানে পার্থিব শরীরে অবস্থান করছেন।

অতঃপর ২৩ শে জানুয়ারী ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে লেখেন, " এক লাখ মুসলমান বর্তমানে মিথ্যা নবী কবজায় রয়েছে, হয় তার খোদার আওয়াজ শ্রবণ করুক নতুবা তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ঐশী ক্রোধের শিকারে পরিণত হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ তার দ্বারাই হয়। তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত কলঙ্কিত। প্রমাণিত হন তিনি জারজ সন্তান। এই সংবাদ 'নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারে আসে। ডুই নিজের বেজন্মা হওয়ার সম্পর্কে নিজের পিতা জন মরে ডুইকে যে পত্র লিখেছিলেন সেই পত্র প্রকাশিত হকরে সংবাদ মাধ্যম সমগ্র দেশে জনসাধারণের মাঝে যখন এই বিষয়ে চর্চা শুরু হয়ে যায়, তখন স্বয়ং ডাক্তার জন আলেকজান্ডা ডুই ২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সালে এই ঘোষণা করেন, যেহেতু তিনি ডুই-এর পুত্র নন, সেহেতু তাঁর নামের সঙ্গে ডুই যেন কখনও ব্যবহার না করা হয়।

এই চারিত্রিকগত মৃত্যুর একবছর পর তিনি কঠিন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। ১লা অক্টোবর ১৯০৫ সালে এই অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করছিলেন, ১৯ ডিসেম্বর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার পক্ষাঘাতের হামলা হয়। ফলে তিনি কঠিন অসুস্থতায় অসহায় অবস্থায় 'সাহইউন' পরিত্যাগ করে দ্বীপে আশ্রয় নেন।

সাহইউন পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ডুই-এর অনুগামীদের অনুসন্ধানের দ্বারা জানতে পারা যায় যে, তিনি যথেষ্ট নিকৃষ্ট ও দুঃশ্চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি অনুগামীদের মদ পান করাতেন। সুতরাং তাঁর গোপনীয় কক্ষ হতে মদ খুঁজে পাওয়া যায়। আরও জানতে পারা যায় যে, বহু কুমরী মেয়েদের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকার অপচয় প্রমানিত হয়। কেননা, সাহইউনের কোষাগারে এত টাকার সন্ধান পাওয়া যায় নি। এছাড়া এক লক্ষেরও বেশি টাকা তিনি সাহইউনের সুন্দরী মহিলাদের পুরস্কৃত করেছিলেন। এই অভিযোগ থেকে ডুই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারেন নি। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাবিনেটের প্রতিনিধিদের পক্ষ হতে তার পাঠানো হয় যে, আমরা তোমাকে উপেক্ষা করে ওয়ালবার শাসনকে সমর্থন করছি। তোমার লাম্পট্য, ভণ্ডতা, মিথ্যা বর্ণনা, অপচয়, অতিশয়োক্তি, জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠিন বিরোধীতা করছি। সেই সময় তাঁকে সতর্ক করা হয়। এই নতুন শাসন ব্যবস্থায় যদি নাক গলানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে সমস্ত গোপনীয় তথ্যের পর্দা ফাঁস করে দেওয়া হবে

এবং এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আদালতের মাধ্যমে সাহইউনের বাকি অর্থ নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা চালান ডুই। কিন্তু এখানেও অসফলতা প্রাপ্তি ঘটে তাঁর। সাহইউন শহরে হাজার হাজার মানুষ তাঁর ছোট্ট ইশারায় চলাফেরা করত। ফিরে আসায় একজন মানুষও তাঁর অভ্যর্থনায় দাঁড়িয়ে ছিল না। অনুগামীদের সামনে আপিল করে তাদের পুনরায় শিষ্য বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চারিদিক থেকে হতাশা প্রাপ্তি ছাড়া আর কিছুই ঘটেনি তাঁর। শরীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, হেঁটে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না, বরং তার এক হাবশি কর্মচারী তাঁকে তুলে এক স্থান হতে অন্যত্র নিয়ে যেত। এমন অবস্থায় তিনি উন্মাদ হয়ে যান। অবশেষে ৯ই মার্চ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সকালে দুঃখ যন্ত্রনার সঙ্গে পৃথিবী হতে চীর বিদায় নেন। খোদা তা'লার পবিত্র মসীহ মাওউদের এই বাক্য "তিনি আমার চোখের সামনে এই ধরাধাম হতে চীরবিদায় নেবে' বিভীষিকাময় চেহারায় পূর্ণতা অর্জন করে।

যখন ডুই এর মৃত্যু ঘটে প্রথম হতেই নিজের কলমের ডগা প্রস্তুত করে বসে থাকা ইউরোপ ও আমেরিকার সাংবাদিকগণ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। সুতরাং তারা লেখালেখি আরম্ভ করে এবং প্রকাশ্যে তারা স্বীকার করে যে ডুই এর মৃত্যু (হযরত) মির্যা গোলাম আহমদ (কাদিয়ানী) (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সংঘটিত হয়। এই মৃত্যু মহম্মদী মসীহ্‌র বিজয় এবং ডুই এর পরাজয়। অনেকেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ছবি ছাপিয়ে ডুই-এর মৃত্যুকে ইসলামের বৃহত্তর বিজয় আখ্যা দিয়ে চমৎকার শব্দ সহযোগে হযরত (আ.)-এর কৃতিত্বের সাক্ষর রচনা করে।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) স্বীয় পুস্তক আঞ্জামে আথম-এ এমন সমস্ত উলেমা, গদ্দীনশীন, পীরদেরকে মোবাহালার দাওয়াত দেন যারা তাঁকে (আ.) লাঞ্ছনা ও অস্বীকার করত। মোবাহালার দাওয়াতে তিনি (আ.) বলেন, দুই পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করবে যে, হে খোদা! তাদের মধ্যে যে মিথ্যুক ব্যক্তি তাকে এক বছরের মধ্যে দুঃসহ যাতনার চাদরে সমাবৃত কর। কাউকে অন্ধ করে দাও। কাউকে ব্যধিগ্রস্ত, কাউকে পক্ষাঘাত গ্রস্ত, কাউকে উন্মাদ, কাউকে সর্পাহত অথবা জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত, কারোর অর্থ, জীবন ও সম্মানের উপর নেমে আসুক দুর্দশা।

অতঃপর লেখেন, " সাক্ষ্য থেকো হে পৃথিবী ও আকাশ! আল্লাহ্‌ তা'লার অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর নিপতিত হোক, এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির পর যে ব্যক্তি মোবাহালার জন্য উপস্থিত হবে না; অপমান, লাঞ্ছনা ও অস্বীকার করাকে পরিত্যাগ করবে না, ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদের মজলিস হতে নিজেকে দূরে রাখবে না।"

(আঞ্জামে আথাম, পৃ: ৬৬-৬৭)

যাইহোক মহিমান্বিত খোদা শ্রবণ করেছেন এবং পৃথিবী এই অদ্ভুত কুদরতের করিশমা পর্যবেক্ষণ করল যে, হযরত (আ.) এর মুবারক মুখ নিঃসৃত শব্দ প্রভাবহীন প্রমাণিত হয় নি। বরং যে সমস্ত ঝগড়াটে উলেমা, গদ্দিনশীন নিজেদের বিরোধীতায় পূর্বের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাদের অপরাধ অনুযায়ী- উপরিউক্ত শাস্তিগুলির মধ্য হতে কোন না কোন শাস্তি অবশ্যই পেয়েছে। মৌলবী রশিদ আহমদ গঙ্গোহী অন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটে। মৌলবী আব্দুল আজিজ সাহেব এবং মৌলবী মহম্মদ সাহেব লুধিয়ানবী প্রখ্যাত অস্বীকারকারীগণ তেরো দিনের অন্তর একের পর এক মারা যায় এবং তাদের খানদানের সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নতুন মুসলমান মৌলবী সাদুল্লাহ্‌ সাহেব ও রসুল বাবা সাহেব প্লেগের শিকার হন। মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরী স্বীয় পুস্তক 'ফাতাহ রহমানী' -এর পৃষ্ঠা ২৬ ও ২৭ এ মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিল। পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুর হাতছানি তাকে গ্রেফতার করে। সুতরাং বিরোধীতার যারা চালু রেখেছিলেন তাদের মধ্য হতে অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁর (আ.) জীবদ্দশাতেই বরবাদ হয়ে যায়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীদের অধিকাংশ শেষ হয়ে যায় এবং যারা জীবিত ছিল তারাও কোন না কোন বালা মুসিবতে আক্রান্ত হয়। তাঁর (আ.)-এর মৃত্যুর পর মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী এবং সানাউল্লাহ্‌ অমৃতসরী সিলসিলার উন্নতি দেখার জন্য বহুদিন পর্যন্ত জীবিত ছিল। অবশেষে একের পর এক বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ইহজীবন পরিত্যাগ করে।

(তারিখে আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৫০-৫৫১)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের নযমগুচ্ছে বলেন-

گڑھے میں تو نے سب دشمن اُتارے
ہمارے کر دیئے اُونچے منارے
مقابل پر مرے یہ لوگ ہارے
کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے
شریروں پر پڑے اُن کے شرارے
نہ اُن سے رک سکے مقصد ہمارے
اُنھیں ماتم ہمارے گھر میں شادی
فسبحان الذی اخزی الاعادی

অর্থ: তুমি সমস্ত শত্রুদেরকে গর্তে নামিয়ে এনেছো (লাঞ্ছিত করেছ), আর আমাদেরকে উঁচু মিনার করেছো। (সম্মানের স্থানে বসিয়েছ)। আমার মোকাবেলায় শেষে এরাই মারা যায়, এরা কোথায় মরত, তুমিই তাদের মেরেছো। দুষ্টদের অনিষ্ট তাদের দিকেই ফিরে গিয়েছে। এগুলির কারণে আমাদের উদ্দেশ্য অর্জনে বাধা আসে নি। তাদের উপর শোকের ছায়া নেমে এসেছে, আর আমাদের গৃহে বিবাহ (আনন্দ-উৎসব)। পবিত্র তিনি, যিনি আমার শত্রুদেরকে ধৃত করেছেন।

খাকসার নিম্নে কয়েকজন শত্রুদের উল্লেখ করব যারা মসীহ মওউদ (আ.) বিরোধীতার ফলে শিক্ষণীয় নিদর্শনের পরিণত হয়।

* হুযুর (আ.)-এর বিরুদ্ধে নোংরা পুস্তক প্রণেতা ও অশ্লীল বাক্য ব্যবহারকারী মৌলবী রসুল বাবা অমৃতসরী প্লেগে আক্রান্ত হয়।

* মৌজা ভড়ি চট্টা, তাহসিল হাফিযাবাদ এ নূর আহমদ নামে এক ব্যক্তি বসবাস করত। সে ঘোষণা করে যে, প্লেগ আমাদের জন্য নয়। মির্যা সাহেবের ধ্বংসের জন্য এসেছে। এর এক সপ্তাহ পর সে মারা যায়।

*মৌলবী জয়নুল আবেদীন এক আহমদীর সঙ্গে মোবাহালা করে। এর কিছু দিন পর সে তার স্ত্রী, জামাতা সহ সপরিবারে ৭০ জন মানুষ প্লেগের আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

* হাফেয সুলতান সিয়ালকোটি সপরিবারে ৯-১০ জন ব্যক্তি প্লেগে আক্রান্ত হয়ে ধরাধাম হতে বিদায় নেয়।

*হাকিম মহম্মদ শফি সিয়ালকোটি প্লেগে আক্রান্ত হন, তার স্ত্রী, মা, ভাই একের পর এক প্লেগের দ্বারা নিধন হন।

*মির্যা সরওয়ার বেগ সিয়ালকোটি অশ্লীল বাক্য প্রদান ঔদ্ধত্যে চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল; প্লেগে আক্রান্ত হয়।

*চেরাগদ্বীন জামুনী নিজের দর্পের কারণে ধ্বংস হয়।

*মৌলবী মহম্মদ আবুল হাসান রচিত এক পুস্তকের বহু জায়গায় হযরত আকদস (আ.)-এর মিথ্যুকের মৃত্যুর জন্য দোয়া করে। অবশেষে মৃত্যু প্লেগের দ্বারাই হয়।

* আবুল হাসান আব্দুল করীম নামি ব্যক্তি এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে চায়, তো সেও প্লেগের শিকার হয়। জেহলুম জেলার অধিবাসী ফকির মির্যা দুল মিয়াল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে বহু অশ্লীল বাক্য দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করে-

"মির্যা গোলাম আহমদের সিলসিলা ২৭ই রমযান ১৩২১ হিজরী পর্যন্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং কঠিন লাঞ্ছনার শিকার হবে যা পৃথিবী প্রত্যক্ষ করবে।

৭ই রমযান এই ভবিষ্যদ্বাণী লেখা হয়েছিল। সুতরাং আগের বছর যখন রমযান আসে তার এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তার স্ত্রী অতঃপর যে প্লেগে আক্রান্ত হয়, অবশেষে একবছর পর ঠিক ২৭ শে রমযান ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে অসফলতার মুখ দর্শন করে নিধন হন।

এরপর ৩১-এর পাতায়...

জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যদের জন্য কাদিয়ান জলসা সালানা (২০১৮ সাল) কল্যাণময় হোক

দোয়াপ্রার্থী:

নুর আলাম, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া, জলপাইগুড়ি

আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং কুরআনের প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অসাধারণ ভালবাসা

মূল উর্দু: সৈয়্যদ সাঈদুদ্দীন আহমদ, সাপ্তাহিক বদর বিভাগ, অনুবাদ-মির্যা ইনামুল কবীর, মুয়াল্লিম সিলসিলা

ইতিহাস সাক্ষী আছে যখনই পৃথিবীতে পথভ্রষ্টতা এবং অন্ধকার ছেয়ে যায় আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতির সংশোধন ও পথপ্রদর্শনের জন্য নিজের প্রতিনিধি প্রেরণ করেন যিনি মানুষের সংশোধন করেন এবং নিজের ব্যবহারিক নমুনা দ্বারা মানুষকে নুতন করে সঠিক পথে নিয়ে আসেন। আল্লাহ্ তা'লার এই চিরাচরিত বিধান অনুসারেই তিনি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.) কে আবির্ভূত করেছেন। অতঃপর তিনি এই শেষ যুগে হুযুর (সা.)-এর একনিষ্ঠ প্রাণদাস হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদ (আ.) রূপে প্রেরণ করেন।

শেষ যুগের সংস্কারক হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর জীবনী যখন অধ্যয়ন করি তখন আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবন উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলীর অসংখ্য দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। এগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বৈশিষ্টাবলী রয়েছে যেগুলি সঠিক অর্থে মানুষের সংশোধনের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে স্বার্থক করে তুলতে সহায়ক হয়। অর্থাৎ প্রথমতঃ প্রকৃত স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা বা ঐশীপ্রেম, দ্বিতীয়ত: আল্লাহ্র কেতাবের প্রতি ভালবাসা অর্থাৎ কুরআন প্রেম, এবং তৃতীয়ত: আল্লাহ্র রসুলের প্রতি ভালবাসা অর্থাৎ রসুল প্রেম। তাঁর জীবনের এই তিনটি মহান গুণাবলী তাঁর সত্তায় এমন সুস্পষ্টরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে যা তাঁর প্রত্যেকটি লেখনী, বক্তব্য, কথা ও কর্ম, ওঠা ও বসা- সর্বত্রই এই ভালবাসার আবেগ পরিস্ফুট হয়েছে। আর এই ভালবাসা সেই পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছিল যা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন।

কুরআন করীম মজীদে আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতকে মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব, মানুষ যখন নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সত্যনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে, তখন সে সেই ইবাদতে আনন্দ ও আস্বাদ অনুভব করে। এবং এই ইবাদতের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে সম্পর্কের বন্ধন ক্রমশ দৃঢ় হয়। ভিন্ন বাক্যে এই অবস্থার নামই ঐশীপ্রেম।

অতীতের সমস্ত নবীদের ন্যায় আমরা যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনীর উপর দৃষ্টিপাত করি তখন উপলব্ধি করি যে,তিনি ছিলেন ঐশীপ্রেমের মূর্তিমান প্রতীক। শৈশব হোক বা যৌবন বা বার্ধক্য- জীবনের প্রতিটি সময়ে এই মহান গুণ তাঁর চরিত্রে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়। তাঁর ওঠা, বসা, নিদ্রা, জাগরণ- মোটকথা প্রতিটি কথা ও কর্ম আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও এবং প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যেই ছিল।

হুযুর (আ.) একস্থানে বলেন- 'ঈশ্বর মিলনই প্রকৃত জীবন, প্রকৃত জীবনই প্রকৃত মুক্তি। কিন্তু তা ঈশ্বর প্রেম ও মহাসম্মানিত খোদা তা'লার মিলন ছাড়া কিছুতেই লাভ করা যায় না।"

(চাশমায়ে মসীহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৬৬)

এই কারণেই প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন যে, তাঁর ঐশীপ্রেম বিস্ময়কর বিষয় ছিল। তিনি অধিকাংশ সময়ে নিজেকে যিকরে ইলাহি, কুরআন শরীফ অধ্যয়ন এবং নফল নামাযে নিয়োজিত রাখতেন। খোদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এতটাই নিবিড় ছিল যে, তাঁর কারণে নিজের ভরা যৌবনে চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেন, যে বয়সে মানুষের মনে জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও উন্নতি লাভের উদগ্র বাসনার জোয়ার খেলে। একদা তাঁর পিতা এক শিখ জমিদারকে দিয়ে তাঁকে একথা বলে পাঠান যে, ইদানিং একজন বড় অফিসার ক্ষমতায় আছেন, যাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ সখ্যতা রয়েছে। তাই তোমার যদি চাকুরী করার ইচ্ছা থাকে তবে সেই অফিসারকে বলে তোমার ভাল চাকুরির ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সেই শিখ কথামত হুযুর (আ.)-এর কাছে গিয়ে তাঁর পিতার সেই সংবাদ পৌঁছে দেন এবং তাঁকে এই বলে উৎসাহ দেন যে, খুব ভাল সুযোগ, এটি হাতছাড়া করা উচিত নয়। একথা শুনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নির্দ্ধিধায় উত্তর দিলেন-পিতাকে গিয়ে বলবেন, আমি তাঁর স্নেহ ও ভালবাসার জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার চাকুরীর জন্য তিনি যেন চিন্তিত না হন। আমার যেখানে চাকুরী করার কথা সেখানে হয়ে গেছে।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

এই জমিদার ফিরে গিয়ে তাঁর পিতার কাছে উদ্বিগ্ন অবস্থায় উপস্থিত হল এবং পুরো বৃত্তান্ত শোনালো। একথা শুনে তাঁর পিতা, যিনি প্রবল বিচক্ষণ ছিলেন, কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেলন, " গোলাম আহমদ একথা বলেছে যে, সে চাকুরী করে ফেলেছে? তবে মঙ্গল, আল্লাহ্ তালা তাঁকে বিনষ্ট করবেন না।" এরপর তাঁর পিতা কখনো কখনো অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বলতেন " সত্য পথ তো সেটিই যা গোলাম আহমদ অবলম্বন করেছে। আমরা তো জাগতিকতায় আবদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবন বৃথা নষ্ট করছি।"

(সীরাত তাইয়েবা, প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩-৪)

অনুরূপ আরও একটি ঘটনা রয়েছে। একবার এক উচ্চতন অধিকর্তা তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, শুনেছি আপনারও এক ছোট ছেলেও রয়েছে, কিন্তু আমি তাকে কখনো দেখিনি। একথা শুনে তাঁর পিতা মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, আমার ছোট ছেলে আছে, কিন্তু সে নববিবাহিত বধুর মত কমই চোখে পড়ে। তাকে দেখতে হলে মসজিদের কোন এক নিভৃত কোণে তার দেখা মিলবে। সে তো অকর্মণ্য । প্রায় সময় মসজিদেই থাকে। সংসারের কাজে তার কোন আগ্রহ নেই।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ: ৩৬৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পিতা স্নেহপরবশ হয়ে এবং জগতের বাহ্যিক পরিস্থিতি বিবেচনায় তাঁর বিষয়ে একথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন থাকতেন যে, আমার পর এই ছেলের কি হবে? কিন্তু ইসলামের খোদা বড়ই বিশ্বস্ত ও প্রজ্ঞাশালী। তাই পূর্ণ যৌবনে যে আল্লাহ্ তা'লার শরণাপন্ন হয়েছিল, তিনি তাঁর সেই ভৃত্যকে পিতার মৃত্যুর পূর্বেই অসাধারণ ইলহাম দ্বারা আশ্বস্ত করলেন যে- 'আলাইসাল্লাহু বি কাফিন আব্দাহু'। অর্থাৎ হে আমার বান্দা! তুমি কেন উদ্বিগ্ন হচ্ছ? খোদা তা'লা কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়।

(তাযকেরা, পৃ: ২০)

এই ইলহাম সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রায়শঃ বলতেন যে, এটি এমন মর্যাদা ও প্রতাপের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল যে, আমার অন্তরে তা লৌহ শলাকার ন্যায় গেঁথে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে আমার তত্ত্বাবধান করেন কোন পিতা বা কোন আত্মীয় কিম্বা বন্ধু কি তা করতে পারত? তিনি আরও বলতেন যে, এরপর আমার উপর খোদার একের পর এক এমন অনুগ্রহ হয়েছে যা আমার দ্বারা গণনা করা সম্ভবপর নয়।

(উদ্ধৃতি, কিতাবুল বারিয়া, পৃ: ৩)

অন্তরের সেই আবেগ অনুভূতির কথা তাঁর একটি পঙক্তিতে ফুটে উঠেছে-

ইবতিদা সে তেরে হি সায়ে মে মেরে দিন কাটে। গোদ মে তেরি রাহা মে মিসলে তিফলে শির খোয়ার।

অর্থ: শুরু থেকেই তোমারই (স্নেহ) ছায়ায় আমার দিন কেটেছে। এক দুগ্ধপায়ী শিশুর ন্যায় তোমার ক্রোড়ে আমি থেকেছি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লাকে এতটাই ভালবাসতেন যে, নিদ্রিত অবস্থাতেও তাঁর মুখে 'সুবহানাল্লাহ্' উচ্চারিত হত।

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ: ২৮৭)

যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখনও তাঁর মুখে যে কথা ছিল তা হল- ' আল্লাহ্ আমার প্রিয় আল্লাহ্'।

(সিলসিলা আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭৭)

সেই সময় তিনি এতটাই প্রশান্ত চিত্ত ছিলেন যেন এক দীর্ঘ সফরের পর কোন পথিকের চোখে তার গন্তব্য দেখা দেয়। এর থেকেও বেশি যদি কোন কিছু দ্বারা যদি আল্লাহ্র প্রতি তাঁর ভালবাসা সম্পর্কে অনুমান করা

যায় তবে সেটি হল নিভৃতে লেখা নোট বুকের একটি পৃষ্ঠার কয়েকটি কথা যা তাঁর মৃত্যুর পর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) পেয়েছিলেন। সেই নোটের প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর অন্তরের ভালবাসাকেই প্রকাশ করছে। এই লেখা একাকিত্বের সেই মুহূর্তের যখন এক বান্দা তার প্রতিপালকের সঙ্গে কথোপকথনে নিমগ্ন থাকে, যখন সে আশ্বস্ত থাকে যে তার ও তার প্রভুর মাঝে তৃতীয় কোন ব্যক্তি নেই, সেই মুহূর্তে সে আপন হৃদয়ের গভীরে লালিত ভালবাসা ব্যক্ত করার জন্য নিজের ভাষার মধ্যে শক্তি সন্ধান করে। সেই মুহূর্তে তার একথাও জানা থাকে যে, কে আছে যে আমার মনের অবস্থা আমার প্রতিপালকের চায়তে বেশি ভালভাবে জানে? তথাপি সে কোনভাবে সেই ভালবাসাকে ভাষার রূপ দিয়ে নিজের অবস্থাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। এমনই কোন মুহূর্তের লেখা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই শব্দাবলী প্রকাশ করছে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর কতটা ভালোবাসা ছিল। সুতরাং তিনি (আঃ) টীকাতে লেখেন যে,

"আসো আমার মওলা! আমার প্রিয় প্রভু! অত্যন্ত প্রিয়ভাজন খোদা! পৃথিবীর মানুষ আমাকে বলে তুই কাফির। কিন্তু তোমার থেকে অধিক প্রিয় কি আর কাউকে আমার পাওয়া সম্ভব ? যদি সম্ভব হয় তবে তার জন্য তোমাকে পরিত্যাগ করি। কিন্তু আমি তো দেখছি যে, যখন মানুষ দুনিয়ার প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে, যখন আমার বন্ধু ও শত্রু কেউই জানেনা যে, আমি কী অবস্থায় আছি, সেই সময় তুমি আমাকে জাগ্রত করে প্রেম ও ভালোবাসার সঙ্গে বলেছো যে, দুঃখ করিও না। আমি তোমার সঙ্গে আছি। তাহলে হে আমার প্রিয় এটা কিরূপে সম্ভব যে, এই প্রতিদানের পরও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি। কখনো না কখনো না।"

(আনোয়ারুল উলুম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৫-৩৭৬)

হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হৃদয়ে খোদার প্রতি ভালোবাসা এমনই পূর্ণ ছিল এবং তার প্রভাব এতটাই ছিল যে, সেই প্রেক্ষিতে অন্যান্য ভালোবাসা তুচ্ছ ছিল এবং তিনি (আঃ) এই নবী (সাঃ)-এর এই উক্তি-

''اَلْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ'' (ابوداؤد، کتاب السنۃ)

-এর পরিপূর্ণ আদর্শ ছিলেন। অর্থাৎ প্রকৃত মো'মিনের সমস্ত ভালোবাসা এবং মান অভিমান খোদার ভালোবাসা এবং অসন্তুষ্টির সাপেক্ষে আর তাঁরই ইচ্ছায় হয়ে থাকে।

হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর একটি ফার্সি কবিতায় খোদাতা'লার প্রকৃত ভালোবাসার মাপকাঠি এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন-

ہرچہ غیر خدا بخاطر تست
آن بت تست اے بایمان ست
پر خذرباش زیں بتان نہاں
دامن دل زدست شاں برہاں

অর্থাৎ যে জিনিস খোদা ব্যাতিরেকে তোমার হৃদয়ে আছে (হে অলস ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি) তোমার হৃদয়ের একটি মূর্তি। তোমার উচিত যে, এই সমস্ত লুকানো মূর্তিসমূহের মত সতর্ক থাক এবং নিজ হৃদয়কে ঐ সমস্ত মূর্তিসমূহের অনুপ্রবেশ থেকে নিরাপদ রাখ।

নিজের প্রকৃত স্রষ্টার প্রতি হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভালোবাসা এবং আত্মাভিমানের প্রতি গর্ব ছিল। অতএব একবারের ঘটনা যে, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি (আঃ) মৌলবী করম দ্বীনের মোকদ্দমায় এই সংবাদ পান যে, হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশ্য সৎ নয় আর সে হুযুর (আঃ) কে বন্দী বানানোর বুহ্য রচনা করছে। সেই মূহুর্তে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে শুয়ে ছিলেন। এই শব্দ শুনতেই তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে পড়েন এবং প্রতাপপূর্ণ ভঙ্গিতে বলেন খোদার সিংহের উপর হাত দিয়ে তো দেখুক!

(সীরাতুল মাহ্দী, ১ম খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৬)

অতএব তিনি (আঃ) তাঁর এক কবিতায় লেখেন যে, "যে খোদার তাকে উত্তেজিত করা ঠিক না,

আমার আপাদ মস্তকে সেই বন্ধুই লুকিয়ে আছে। হে আমার মন্দাভিলাষীরা! আমাকে আঘাত করার পূর্বে ভেবে দেখ।

বিরুদ্ধবাদীরা হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে উত্তেজিত করা এবং তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দিয়েছেন যার মধ্যে ফৌজদারী ও হত্যার চেষ্টার মোকদ্দমাও সামিল ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করুন, কিরূপে তাঁর প্রিয় আল্লাহতা'লার প্রতি ভালোবাসার ফল স্বরূপ দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল যে, তিনি তাঁকে সমস্ত প্রকার বাধা-বিপত্তি ও উদ্বিগ্নতা থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করবেন।

১৮৯৭ সালের ঘটনা যে, বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর উপর মার্টিন ক্লার্কের হত্যার ষড়যন্ত্রের অপবাদ আরোপ করে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করে। কিন্তু প্রতিবারের মত এবারও আল্লাহতা'লা বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্রকে সফল হতে দেন নি। আর সময়ের পূর্বে তাঁকে এই মোকদ্দমা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সুসংবাদ দেন। অতএব তিনি (আঃ) বলেন :

"আমাকে আল্লাহতা'লা প্রথম থেকেই সুসংবাদ দিয়েছিলেন আর আমি তো তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের অপেক্ষায় ছিলাম। এজন্য আল্লাহতা'লার ভবিষ্যদ্বাণীর শুভারম্ভে আমি খুশি এবং এর পরিণাম ভালো হওয়ার বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী। আমার শুভাকাঙ্খীদের ভয় পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।"

(কিতাবুল বারিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ঃ ২৩৭)

এই মোকদ্দমা সম্পর্কে তিনি (আঃ) আরও এক জায়গায় বলেনঃ

"আমার সাথে খোদা আছেন যা তাদের সাথে নেই। আল্লাহতা'লা নিজ ফয়সালার মাধ্যমে আমাকে জ্ঞাত করেছেন। এবং আমি উহার প্রতি বিশ্বাস রাখি যে, তেমনটিই হবে যদি সমগ্র পৃথিবীও এই মোকদ্দমায় আমার বিরুদ্ধে হয় তাহলে এক বিন্দু পরিমানও ভ্রুক্ষেপ করি না। এবং আল্লাহাতা'লার সুসংবাদের পর তাতে সন্দেহ পোষণ করাও আমি গুনাহ্ মনে করি।"

(হায়াতে আহমদ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯৭, ৫৯৮)

সুতরাং খোদাতা'লার পক্ষ থেকে তাঁকে এক পূর্ণ ও দৃঢ় সম্পর্ক ছিল এটাই কারণ যে, জীবনের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে আল্লাহতা'লার সাহায্য ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল। অতএব তিনি একটা কবিতায় বলেন ঃ

আল্লাহ্তা'লার পবিত্র বান্দাদের আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য আসে। তখন জগৎকে একটিই জগৎ মনে হয় (দেখায়)। আর সে হাওয়া হয়ে খড়কুটি ওড়ায়। সে আগুন হয়ে প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে জ্বালিয়ে দেয়। কখনো সে ছাই হয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মাথার উপর পড়ে। কখনো পানির রূপ ধারণ করে তুফান বয়ে আনে। মোটকথা আল্লাহর কাজ বান্দাদের বাধায় থেমে থাকে না। স্রষ্টার সামনে সৃষ্টির কি-ই বা অস্তিত্ব আছে।

নিজ প্রকৃত সৃষ্টিকারীর প্রতি তাঁর যতটা ভালোবাসা ছিল তদ্রুপ খোদাতা'লাও তাঁকে প্রদান করেছেন আর এই ভালোবাসাকে যথাযোগ্য মূল্যও দিয়েছেন। বেশিরভাগ সময় খোদাতা'লা তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন এবং তাঁর উপর বৃষ্টিধারার ন্যায় ইলহাম অবতীর্ণ করেছেন। তন্মধ্যে এমন অনেক ইলহাম আছে যা ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা রাখতো। তিনি (আঃ) সেই সমস্ত ইলহাম সমূহকে নিজের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। এবং আমরা দেখছি যে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে সমহিমায় পূর্ণ হচ্ছে।

এ সম্পর্কেও তাঁর দৃঢ় ও পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহতা'লা তাঁকে মসীহ্ মাওউদ ও মাহদী মা'হুদ রূপে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহতা'লার সমস্ত প্রতিশ্রুতির প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। এবং তিনি (আঃ) এই বিশ্বাস করতেন যে, দুনিয়া ওলোট পালোট হয়ে গেলেও আল্লাহতা'লার কথা অটল। এই কথা শুধু তিনি নন বরং অন্যরাও স্বীকার করতেন। সুতরাং ভারতবর্ষের একটি ইংরাজি পত্রিকা 'পায়োনিয়র' তাঁর মৃত্যুর সময় লেখে যে ঃ

"মির্জা সাহেবের নিজ দাবি সম্পর্কে কখনো কোন সন্দেহ হয়নি এবং তিনি পূর্ণ সত্যতা ও নিষ্ঠার সাথে এই ব্যাপারে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর উপর ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয় এবং তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে তাঁকে এক অলৌকিক শক্তি প্রদান করা হয়েছে।"

(সীরাতুল মাহ্দী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৫৫)

হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বুকে আল্লাহতা'লার প্রতি যে অগাধ প্রেম-ভালোবাসা ছিল, তিনি চাইতেন যে, এই ভালোবাসা যেন নিজের কাছে সীমাবদ্ধ না থাকে বরং এই ভালোবাসার স্ফূলিঙ্গ অন্যদের হৃদয়েও জ্বলে উঠুক। তাই তিনি তাঁর এক পুস্তক 'কিশ্তি-এ-নূহ্'-তে বলেন ঃ

"কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আজও জানে না সে, তার এইরূপ

এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁকে দর্শন করেছি এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করবার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষিত হয়, তবুও তা ক্রয় করা উচিত। হে (খোদালাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদেরকে প্লাবিত করে দিবে। এটি জীবনের উৎস যা তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে। আমি কি করব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করবার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়ে বাজারে বন্দরে ঘোষণা করব যে, 'ইনি তোমাদের খোদা' এবং কোন্ ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করব যাতে শুনবার জন্য তাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?

(কিশ্‌তি-এ-নূহ্, রুহানী খাযায়েন, ১৯ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২১-২২)

আপ (আঃ)-এর মনে খোদাতা'লার প্রতি ভালোবাসার আগুন এতটাই প্রবল ছিল যে, সেই তুলনায় অন্য সমস্ত ভালোবাসা তুচ্ছ ছিল। এবং এটা একটা অদ্ভূত দৃশ্য যে, যখন যখন হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে খোদাতা'লা দুই জাহানের (ইহলোক ও পরলোক) কল্যাণ সমূহ তাঁর ঝুলিতে ভরে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে খোদাতা'লার ভালোবাসা ও তাঁর নৈকট্যের তুলনায় অন্যান্য কল্যাণ গুরুত্বহীন (তুচ্ছ) ছিল।

আবার আল্লাহতা'লার প্রিয় কিতাব কুরআন মজীদ যাকে আল্লাহ্‌তা'লাহ্‌বাক্যের সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হয় আর যা সমগ্র মানব জাতির সংশোধনের জন্য শেষ শরীয়ত রূপে দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি (কুরআন মজীদ) হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভালোবাসা ছিল উন্মাদনাপূর্ণ। কুরআন করীমের সহিত তাঁর প্রেম-ভালোবাসা, শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের রীতি ছিল অনন্য যা তিনি মানব জাতিকেও শিখিয়েছেন। কুরআন মজীদের প্রতি ভালোবাসার যে রীতি তিনি অবলম্বন করেছেন তা নজিরবিহীন। তিনি কুরআনকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং নিজ অনুসারীদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়েছেন। এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা বিরুদ্ধবাদীদের উপরও এরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তারা বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে পড়ে। আর পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত কিতাবের উপর এই কিতাবের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। আর এর প্রতিদ্বন্দিতা করার জন্য বিরুদ্ধবাদীদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কুরআন মজীদ এর প্রতি প্রেম-ভালোবাসার এই দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখা যায় না। তিনি (আঃ) বলেন ঃ

দিল মে এহি হ্যায় হরদম তেরা সহিফা চুমুঁ, কুরআঁ কে গিরদ ঘুমুঁ কাবা মেরা এহি হ্যায়।

অর্থ:- আমার অন্তরে সর্বদা এটাই বিরাজ করছে যে, তোমার গ্রন্থ চুম্বন করতে থাকি, আর কুরআনকে আমি প্রদক্ষিণ করি যেন এটাই আমার কাবা।

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত, কিন্তু এর প্রতি আমার ভালবাসার প্রকৃত কারণ হল যে, ' হে আমার অন্তরের প্রভু! এটা তোমার পক্ষ হতে আগমণকৃত পবিত্র গ্রন্থ, যাকে বার বার চুম্বনের জন্য ও প্রদক্ষিণ করার জন্য আমর অন্তর অশান্ত থাকে। একইভাবে অন্য এক স্থানে তিনি (আ.) কুরআন মজীদের সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করে নিজ কবিতার পঙক্তির মধ্যে বলেছেন-

জামাল ও হুসনে কুরআঁ, নুরে জান হর মুসলমাঁ হ্যায়, কমর হ্যায় চাঁদ অউরোঁ কা হামরা চাঁদ কুরআঁ হ্যায়।

অর্থ: কুরআনের সৌন্দর্য প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণের জ্যোতি। অন্যদের জন্য চন্দ্র হল চাঁদ, কিন্তু আমাদের চাঁদ হল কুরআন।

একইরূপে অন্যত্র নিজ অনন্য ও বিখ্যাত গ্রন্থ বারাহীনে আহমদীয়াতে লিখেছেন:-

"কোরআন শরীফ সেই গ্রন্থ যে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব, প্রজ্ঞা, সত্যতা, নিজ বাকধারা সমূহ, নিজ ঘটনাবলী ও সূক্ষ্ম বিষয়াবলী, নিজ আধ্যাত্মিক জ্যোতির দাবি স্বয়ং করছে। এবং নিজের অনন্য হওয়া স্বয়ং প্রকাশ করছে। একথা কখনই নয় যে শুধুমাত্র মুসলমানগণ নিজ ধারণাবশত: তকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে। বরং সে স্বয়ং নিজ গুণাবীল ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এবং নিজের দৃষ্টান্তবিহীন ও অনন্য হওয়া সমগ্র সৃষ্টির উপর উপস্থাপন করেছে। আর উচ্চস্বরে 'হাল মিম মুয়ারিজ' এর ভজন গুঞ্জন বাজাচ্ছে। এবং তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি শুধুমাত্র দুই বা তিনটি নয়, বরং গভীর সমুদ্রের ন্যায় উদ্বোলিত হচ্ছে এবং যেখানেই দৃষ্টি দাও আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল দেখা যায়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১, পৃ: ৬৬২-৬৬৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর কুরআনে প্রতি ভালবাসার দৃষ্টান্ত তার ডজনের বেশি পুস্তক ছাড়াও তার উচ্চমানের মঞ্জুম কালামের মধ্যেও দেখা যায়। আর এই মনোরম দৃশ্যাবলী আমরা তাঁর বাক্যাবলীর মধ্যেও দেখতে পারি। এবং তার ব্যবহারিক জীবনেও দেখতে পারি। মোটকথা তাঁর (আ.) জীবনী কোরআন মজীদের ভালবাসা, প্রশংসা ও কোরআনের প্রতি মর্যাদায় পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। যেমন তিনি (আ.) একস্থানে বলেন-

"ধর্মীয় কাজে সর্বদা আমার আন্তরিকতা ছিল। আমি এই গ্রন্থকে যার নাম কোরআন চরম পর্যায়ের পবিত্র এবং আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ পেয়েছি।"

(সনাতন ধর্ম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৪৭৪)

কোরআন করীমের প্রতি গভীর চিন্তা করা যেমন তাঁর দ্বিতীয় প্রাণ ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এইরূপ অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) বলেন:- " তাঁর (আ.) ক্রিয়াকলাপ ইবাদত, যিকরে ইলাহি এবং তেলাওয়াতে কুরআন মজীদ ব্যাতিরেকে আর কিছুই ছিল না। তাঁর সাধারণত এই অভ্যাস ছিল যে পায়চারি করতেন আর পড়তে থাকতেন। অন্য লোকেরা যারা তাঁর সত্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল তারা তাঁর এই কর্ম দেখে বেশিরভাগ হাসাহাসি করত। কোরআন মজীদের তেলাওয়াত, তার প্রতি গভীর মনোনিবেশ ও চিন্তার করার বড় অভ্যাস ছিল। খান বাহাদুর মির্জা সুলতান আহমদ সাহবে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নিকট একটা কুরআন মজীদ ছিল। তিনি সেটাকে পড়তেন আর দাগ দিয়ে রাখতেন। তিনি বলেন যে, আমি না বাড়িয়ে বলতে পারি যে, তিনি অন্ততঃপক্ষে মনে হয় দশ হাজার বার পড়েছেন। এত পরিমাণ কুরআন মজীদের তেলাওয়াতের আগ্রহ ও উৎসুকতা প্রকাশ করে যে তাঁর খোদা তা'লার এই মর্যাদাবান গ্রন্থের সঙ্গে কত পরিমাণে ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতা ছিল। ঐশীগ্রন্থের সাথে সম্বন্ধ ও আনন্দ জুড়ে ছিল। এই তিলাওয়াত এবং পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে অধ্যায়ন তাঁর ভিতরে কুরআন মজীদের সত্যতা ও মর্যাদার প্রকাশের জন্য একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এবং খোদা তা'লা তাঁকে কুরআনের জ্ঞানের সমূদ্র বানিয়ে দিয়েছিলেন।'

(হায়াতে আহমদ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ: ১৭২-১৭৩)

একবারের ঘটনা আছে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পালকিতে করে কাদিয়ান থেকে বাটালা যাচ্ছিলেন। এই সফর পালকিতে প্রায় পাঁচ ঘন্টা ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কাদিয়ান হতে রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের হেমায়েল শরীফ বের করলেন এবং সূরা ফাতেহা পড়া আরম্ভ করলেন এবং ধারাবাহিকভাবে পাঁচ ঘন্টা পর্যন্ত এই সূরা পাঠে এমন মগ্ন থাকলেন যে, সেটা যেন এক মহা সমূদ্র যার গভীরে তিনি তাঁর চিরঞ্জীব প্রেমিকের প্রেম ও আশীষ -এর মোতির সন্ধানেন ডুব দিচ্ছেন।"

(সীরাত তৈয়্যবা পৃ: ১১-১২, বাহাওয়ালা সীরাতুল মেহেদী প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ: ৩৯৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কোরআন মজীদের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে নিজের নজমের মধ্যে বলেন-

نورفرقاں ہے جوسب نوروں سے اجلا نکلا
پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا
حق کی توحید کا مُرجھا ہی چلا تھا پُودا
ناگہاں غیب سے یہ چشمۂ اصفےٰ نکلا
یاالٰہی تیرا فرقاں ہے کہ اک عالم ہے
جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا
سب جہاں چھان چکے ساری دکانیں دیکھیں
مئے عرفاں کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا

অর্থ- ফুরকানের জ্যোতি যা সমস্ত জ্যোতি হতে উজ্জ্বল প্রমাণিত হয়েছে। পবিত্র তিনি যার থেকে এই জ্যোতি সমূহের সাগর উৎসারিত

হয়েছে। সত্যের একত্ববাদের চারা নিঃঝুম হয়েই চলেছিল। কিন্তু অজানা অদৃশ্য হতে এই স্বচ্ছ ধারার ঝরণা প্রবাহিত হয়েছে। হে খোদা এটা তোমার ফুরকান না এটা জগৎ? যা কিছু প্রয়োজন ছিল, তা সবই এর মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। সমস্ত জগৎ সন্ধান করে ফেলেছি , সমস্ত দোকান দেখে নিয়েছি। কিন্তু ঐশ্বরিক জ্ঞানের সুরার এটাই একমাত্র বোতল প্রাপ্ত হয়েছি।

তাঁর (আ.) কুরআন মজীদের প্রতি এত ভালবাসা ছিল যে কুরআনের তিলাওয়াত শোনার ফলেই মাথা ব্যাথা কমে যেত। সুতরাং সীরাতুল মাহদী গ্রন্থে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন যে-

“ ডক্টর মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যে রাত্রে এশার কাছাকছি হোসনে কাযি রোমের রাষ্ট্রদূত কাদিয়ানে আসে, সেদিন নামায মগরিবের পর হযরত সাহেব মসজিদ মুবারকে নিজ আসনে বন্ধুদের সঙ্গে বসে ছিলেন। এমন সময় তাঁর মাথা ব্যাথার পালা আরম্ভ হয়। আর তিনি আসন হতে নীচে নেমে মেঝের উপর শুয়ে পড়লেন। এবং তখন কিছু লোক তাঁকে দাবাতে লাগলেন। কিন্তু হুযুর সবাইকে সরিয়ে দিলেন। যখন বেশির ভাগ বন্ধু সেখান হতে দূর সরে গেলেন, তখন তিনি (আ.) মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব মরহূমকে বললেন, আপনি কিছু কুরআন শরীফ পড়ে শোনান। মৌলবী সাহেব মরহূম অনেকক্ষণ ধরে কুরআন শরীফ শোনাতে থাকলেন, এমনকি তাঁর মাথা ব্যাথা দূর হয়ে গেল।

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৯)

তিনি যখনই সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত কুরআন মজীদ শুনতেন, তার চোখ হতে অশ্রু বয়ে পড়ত। সুতরাং তাঁর খাস মুরিদ, সম্মানীয় সাথি হযরত মুফতি মহম্মদ সাদেক সাহেব, সাবিব এডিটর বদর এবং মুজাহিদ আমেরিকা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কুরআনের প্রতি ভালবাসার নিজ চোখে দেখা ঘটনা বর্ণনা করে বলেন-

‘একবার তিনি (আ.) খুদ্দামদের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন এবং সেই দিনগুলিতে হাজিপুরা ওয়ালার জামাই হাজি হাবিবুর রহমান সাহেব কাদিয়ানে এসেছিলেন। কোন ব্যক্তি হযরত সাহেবের নিকট নিবেদন করল যে হুযুর ইনি কুরআন শরীফ খুব ভাল পাঠ করেন। হযরত সাহেব সেখানেই রাস্তার ধারে এক জায়গায় বসে পড়লেন এবং বললেন কুরআনের কিছু পড়ে শোনান। অতঃপর তিনি কুরআন শরীফ পাঠ করে শোনালেন। তখন আমি দেখলাম তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেছে। এবং হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবের মৃত্যুতে বড় ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেছি, কিন্তু তাঁকে কাঁদতে দেখিনি। যদিও মৌলবী সাহেবের মৃত্যুর কারণে বড়ই আহত ছিলেন। এই অধম নিবেদন করছে যে এটা একদম সঠিক যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খুব কমই কাঁদতেন। এবং তাঁর নিজের প্রতি বড় নিয়ন্ত্রণ ছিল। এবং যখন তিনি কখনও কাঁদতেন তো শুধুমাত্র এই মাত্র পর্যন্ত যে তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে আসত। এর থেকে বেশি তাঁকে কাঁদতে দেখা যায় নি।

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৩-৩৯৪)

অতএব কুরআন শরীফের প্রতি শুধুমাত্র ভালবাসায় নয়, বরং তার সেবা করার উদ্দীপনা তাঁর (আ.) মধ্যে উদ্বেলিত হচ্ছিল। একদিকে যেখানে তিনি (আ.) সারা জীবন কুরআন মজীদের সঙ্গে ভালবাসার প্রকাশ নিজ কর্মের দ্বারা করেছেন, অন্যদিকে সেখানে কোরআনের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। এই কারণেই তিনি (আ.) নিজ মান্যকারীদের বার বার কোরআনের সেবার জন্য উপদেশ করে গেছেন। এবং একই সঙ্গে তাদের মাঝে এই উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য তার মধ্যে একটি আবেগ ছিল। যেমন তিনি তাঁর এক ফার্সি নযমের মধ্যে বলেন-

হে অজ্ঞ কোরআন করীমের সেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও, এর পূর্বে যে এই ধ্বনি শোনা যায় যে এখন অমুক ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নেই। (অর্থৎ মৃত্যুর পূর্বে)। মোটকথা যে তিনি (আ.) এর এই আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর অনুসারীরা কোরআন মজীদের সঙ্গে সেই প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি করে যা অন্য কেউ করে নি। এবং ভালবাসায় সেই পদ্ধতি অবলম্বন করুক যার আদর্শ তিনি দেখিয়েছেন।

এমনিতেই উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পূর্বে অসংখ্য কুরআনের প্রেমিক ও কুরআনের ব্যাখ্যাকারী জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ন্যায় কুরআনের প্রেমিক আর কেউ হতে পারে না। কেননা কুরআন করীমের সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের দ্যুতি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'ল নিজ রহমানিয়্যাতের অধীনে তাঁর প্রতি প্রকাশ করেছেন। অভ্যন্তরীন সত্যতা ও প্রজ্ঞার জ্ঞান দান করেছেন।

তিনি বহুবার নিজের রচনাবলী ও বক্তব্যে খোদা প্রদত্ত কুরআনের জ্ঞান কে ইসলামের উলেমাদের সমক্ষে নিজের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। একস্থানে তিনি (আ.) খোদা প্রদত্ত চারটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

(১) কুরআন শরীফের অলৌকিকত্বের প্রতিচ্ছায়ায় আমি আরবী ভাষায় বাগ্মিতা ও রচনা শক্তির উৎকর্ষ প্রদত্ত হয়েছি। এমন কেউ নাই, যে এই বিষয়ে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

(২) আমি কুরআন শরীফের মারেফত ও গভীর তত্ত্ব-জ্ঞান প্রকাশ করবার নিদর্শন প্রদত্ত হয়েছি। এমন কেউ নাই, যে এই বিষয়ে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

(জরুরাতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন ,খণ্ড-১৩, পৃ: ৪৯৬)

সূরা ফাতেহার যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন এবং অজানা তত্ত্বজ্ঞান ও মা'রেফ প্রকাশ করেছেন, বিগত ১৪ শত বছরে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে ১৯০০ সনে জুলাই মাসে পীর মেহের আলি শাহ গোল্ডবি সাহেবকে হুযুর (আ.)-এর দেওয়া সেই চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করা সমীচীন হবে যাতে তিনি বলেন লাহোরের একটি জলসায় লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত কুরআন করীমের চল্লিশটি আয়াত নিয়ে সাত ঘন্টার মধ্যে অলংকার ও বাগ্মিতাপূর্ণ উৎকৃষ্ট আরবী ভাষায় সেগুলির মারেফত ও তত্ত্বজ্ঞান লেখার জন্য প্রস্তুত হন। মহাশয় যদিও এই আমন্ত্রণ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় নি, কিন্তু কোন সংবাদ না দিয়েই লাহোর পৌছে মোবাহাসার শর্ত রেখে দেয় এবং ফিরে গিয়ে এই মিথ্যা ছড়ায় যে আহ্বায়ক নিজেই লাহোরে পৌঁছান নি, পালিয়ে গেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

হুযুর (আ.) তাঁর প্রতারণা এবং রণে ভঙ্গ দেওয়ার স্পষ্টীকরণ দেওয়ার পাশাপাশি বাড়িতে বসে তফসীর লেখার প্রতিযোগীতায় আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯০০ সন তারিখ থেকে সত্তর দিন পর্যন্ত বাগ্মিতাপূর্ণ আরবী ভাষায় সুরা ফাতেহার তফসীর লিখুন। আরব ও অনারব উলেমাদের সহায়তা নিলে আপত্তির কিছু নেই।

বিপক্ষে তফসীর লেখার পর যদি আরবের খ্যাতনামা তিনজন সাহিত্যিক তাঁর তফসীরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বাগ্মিতাপূর্ণ আখ্যা দেন এবং তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ মনে করেন তবে পাঁচশ টাকা নগদ পুরস্কার দিব এবং নিজের সমস্ত পুস্তক পুড়িয়ে ফেলে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করব। আর এই সিদ্ধান্ত যদি বিপক্ষে যায় বা উক্ত মেয়াদ পর্যন্ত অর্থাৎ ৭০ দিন পর্যন্ত তিনি কিছুই না লিখতে পারেন তবে আমার এমন মানুষের বয়আত করারও প্রয়োজন নেই আর অর্থলাভেরও বাসনা নেই। কেবল এতটুকু প্রকাশ করে দিব যে, তিনি নিজেকে পীর পরিচয় দিয়ে ন্যাক্কারজনক মিথ্যা বলেছেন।

এই ঘোষণা অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ ও সমর্থনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ১৯০১ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ‘এজাযুল মসীহ’ নামে পুস্তকে বাগ্মিতাপূর্ণ আরবী ভাষায় সূরা ফাতিহার তফসীর প্রকাশ করেন। অপরদিকে পীর মেহের আল শাহ ঘরে বসেও এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তফসীর লেখার তৌফিক পায় নি। সে নীরবে পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে নিজের অজ্ঞতা ও মিথ্যার উপর সত্যায়নের মোহর লাগিয়ে দেয়।

এছাড়া তিনি (আ.) নিজ খোদা প্রদত্ত কুরআনীয় জ্ঞানকে বারবার ইসলামের উলেমাদের সমক্ষে নিজের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আঞ্জামে আথাম নামে তাঁর রচিত পুস্তকেও এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ‘বিরুদ্ধবাদীরা আমার বিপক্ষে কুরআনের যে কোন সূরার তফসীর পেশ করুক। অর্থাৎ সামনা সামনি একত্রে বসে কুরআনের যে কোন স্থান বের করে প্রথম যে সাতটি আয়াত সামনে আসবে সেগুলির তফসীর আমিও আরবীতে লিখব আর বিরুদ্ধবাদীও লিখুক।

তারপর যদি মা'রেফাত ও তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিজয় লাভ না করি, তবে আমি মিথ্যাবাদী।"

(পরিশিষ্ট আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩০৪)

মোট কথা আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদের মা'রেফাত ও তত্ত্বজ্ঞানের ভান্ডার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি (আ.) কুরআন করীমের সত্যতাকে যেভাবে জগতের সামনে তুলে ধরেছেন এবং এর উচ্চ মর্যাদার বিকাশের জন্য যে সাধনা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আপন পর সকলেই বার বার তাঁর এই সেবার কথা বলেছেন। যেরূপে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কুরআন (ঈমান) কে সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে নামিয়ে আনবেন, বস্তুতঃ পক্ষে জগতবাসী তাঁরই সত্তায় এর বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হতে দেখেছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মানবজাতিকে কুরআনের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং একে ভালবাসার জন্য বার বার নসীহত করেছেন। যেরূপ তিনি কিশতিয়ে নূহ পুস্তকে একস্থানে বলেন-

" সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে অতি গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই। কেননা, যেমন খোদাতালা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِي الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ 'সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফে নিহিত আছে", এ কথাই সত্য। আফসোস সেই লোকদের জন্য, যাহারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়। কুরআন শরীফ তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস। তোমাদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যাহা কুরআন শরীফে পাওয়া যায় না। 'কেয়ামতের' দিবসে কুরআন শরীফই তোমাদের 'ঈমানের' সত্যাসত্যের মানদন্ড হইবে। কুরআন শরীফ ব্যতীত আকাশের নীচে অন্য কোন গ্রন্থ নাই যাহা কুরআন শরীফের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া তোমাদিগকে 'হেদায়াত' দান করিতে পারে। খোদাতালা তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেকে দান করিয়াছেন। তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। এই যে হেদায়াত ও নেয়ামত তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে, তাহা যদি ইহুদীদিগকে তওরাতের বদলে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের কোন কোন ফেরকা কেয়ামতের অস্বীকারকারী হইত না। সুতরাং তোমরা এই নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা অতি প্রিয় নেয়ামত। ইহা এক মহা সম্পদ। যদি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত তাহা হইলে দুনিয়া এক অপবিত্র মাংসপিন্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। কুরআন শরীফ এমন একখানা গ্রন্থ, যাহার তুলনায় অন্য সকল হেদায়াতই তুচ্ছ"

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃ: ২৬-২৭)

এটি ছাড়া হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর জীবনীর একটি অনন্য ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য হল রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা। রসুলের প্রতি ভালবাসা তাঁর আত্মার খোরাক ছিল। এই থেকে তাঁর সত্তা উৎসারিত হয়েছে আর এরই মাঝে তিনি বিলীন হয়ে জীবনের এক একটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন। রসুলের প্রেমের ক্ষেত্রেও তাঁর মর্যাদা ছিল অতুলনীয়। তিনি নিজের ফার্সি কবিতায় এবিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন-

'বাআদ আয খোদা বাইশকে মুহাম্মদ মুখাররম। গার কুফর ঈঁ বাওদ বাখুদা সখত কাফেরম।'

অর্থাৎ খোদার পর মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেমে আমি বিভোর হয়ে আছি। আমার প্রেমের এই উন্মাদনা কারোর দৃষ্টিতে যদি কুফর হয়, তবে খোদার কসম, আমি ঘোর কাফের।

রসুলে করীম (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসার দৃষ্টান্ত এমনই যে পৃথিবীর কোন মানুষ অপর কাউকে সেভাবে ভালবাসে নি যেভাবে এই রসুল প্রেমিক তাঁকে ভালবেসেছেন। এর একটিই কারণ ছিল। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁকে (দিব্যদর্শনে) দেখানো হয়েছিল যে, মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে ভালবাসা ছাড়া প্রকৃত প্রেমাস্পদ (খোদা তা'লা)-এর সঙ্গে মিলনের বাসনা অলীক কল্পনা মাত্র। তিনি নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে জেনেছিলেন যে, মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) হলেন পূর্ণ ঐশী জ্যোতিবির্কাশের অধিষ্ঠান এবং সমুদয় মানবীয় গুণের উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা। চারিত্রিক সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ, খোদা প্রেমের বিষয়ে সমস্ত সৃষ্টিকুলে তাঁর সমকক্ষ ও অংশীদার অন্য কেউ নেই।

চারিত্রিক সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম আর ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তির বিচারে সর্বোৎকৃষ্ট মুক্তার চেয়েও শ্রেয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সর্বান্তঃকরণে জানতেন যে, মানবজতির উপর আঁ হযরত (সা.)-এর যত অনুগ্রহ রয়েছে, তা অন্য কোন নবীর নেই।

প্রকৃত প্রেমীর একটি লক্ষণ হল সে সতত নিজ প্রেমাস্পদের নাম জপতে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাঝে আল্লাহ্ তা'লা রসুল করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের যে চেতনা জাগিয়েছিলেন তা তাঁর পবিত্র হৃদয়কে রসুল প্রেমে এমনই উন্মাদ করে তুলেছিল যে সেই প্রেমাস্পদের স্মরণেই দিবারাত্র অতিবাহিত হত আর তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করার কাজে তিনি ব্যাপৃত থাকতেন। একবার কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, দরূদ শরীফ কতবার পাঠ করা উচিত? তিনি উত্তর দেন, 'ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠ করা উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত না জিহ্বা আদ্র (পরিতৃপ্ত) হয়। "

(সীরাতুল মাহদী, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ১৫৬)

দরূদ শরীফ পাঠ করার বিষয়ে নিজের এক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন-

" এক রাত্রে এই অধম এত বেশি পরিমাণে দরূদ পাঠ করল যে, এর দ্বারা মন-প্রাণ সুরভিত হয়ে উঠল। সেই রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখলাম যে (ফিরিস্তিরা) শুদ্ধ ও শীতল পানীয় রূপে জ্যোতিতে পরিপূর্ণ মশক (চামড়ার থলে) নিয়ে এই অধমের গৃহে নিয়ে প্রবেশ করছে। এবং তাদের মধ্যে একজন বলল এগুলি ঐসকল বরকত যা তুমি মহানবী (সাঃ) এর প্রতি প্রেরণ করেছিলে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯৮)

একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজ গৃহ সংলগ্ন ছোট্ট মসজিদটিতে, যেটিকে মসজিদ মুবরাক বলা হয়, একা পায়চারী করছিলেন এবং মৃদুস্বরে গুঞ্জন করছিলেন। আর তাঁর চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রুধারা বয়ে চলেছিল। সেই সময় এক নিষ্ঠাবান সাথী বাইরে থেকে শুনতে পেলেন তিনি (আ.) আঁহযরত (সা.)-এর সাহাবী হযরত হুসসান বিন সাবেত রচিত একটি পঙক্তি আবৃতি করছেন, যেটি হুযুর (আ.)-এর মৃত্যুর সময় তিনি পাঠ করেছিলেন। সেই পঙক্তিটি হল-

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِيْ فَعَمِيَ عَلَيْكَ النَّاظِرُ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ

(দিওয়ানে হুসসান বিন সাবিত)

অর্থাৎ- হে খোদার প্রিয় রসুল! তুমি আমার নয়নের মণি ছিলে যা তোমার মৃত্যুতে অন্ধ হয়ে গেছে। এখন তোমার পর যে কেউ মরুক (তাতে আক্ষেপ নেই) আমি তো কেবল তোমারই মৃত্যু নিয়ে শঙ্কিত ছিলাম যা সংঘটিত হয়ে গেছে।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একা মসজিদে পায়চারি করছিলেন আর তাঁকে এভাবে কাঁদতে দেখে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে নিবেদন করলাম, হযরত! বিষয়টি কি? হুযুর কিসের আঘাতে মর্মাহত? একথা শুনে হুযুর (আ.) উত্তর দিলেন, এখনি আমি হুসসান বিন সাবেতের এই পঙক্তি পাঠ করছিলাম আর মনে বাসনা জন্ম নিচ্ছিল যে, এই পঙক্তিটি আমার মুখ দিয়ে বের হলে কতই না উত্তম হত!

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একের পর এক প্রতিকুল সময় পার করে অগ্রসর হতে থেকেছেন এবং সব ধরণের অভাব অনটন, বিপদাপদ সহন করেছেন। তাঁর উপর দিয়ে দুর্যোগের ঝড় বয়ে গিয়েছে, বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে তিক্ততা ও কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে এমনকি হত্যার ষড়যন্ত্রের মোকাদ্দমাতে তাঁকে জড়ানো হয়েছে। প্রিয়ভাজন ও শুভাকাঙ্খী ও নিবেদিত প্রাণ সেবকদের মৃত্যুর দৃশ্যও দেখতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তাঁর চোখ দুটি কখনো মনের পীড়া ও আবেগ প্রকাশ হতে দেয় নি। কিন্তু একাকিত্বে নিজ প্রভু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যু সংক্রান্ত অনুরাগপূর্ণ এই পঙক্তিটি স্মরণ করে তাঁর চোখে বাঁধভাঙ্গা অশ্রু নেমে আসে এবং

সেই পঙক্তিটি তাঁর মুখ থেকে না বের হওয়ার অপূর্ণ বাসনা ও অব্যক্ত বেদনা উথলে উঠে।

(সীরাতে তয়য়েবা, পৃ: ২২-২৩)

এই ঘটনা থেকে আমরা রসুলে করীম (সা.)-এর প্রতি তাঁর অতিশয় ভালবাসার বিষয়ে জানতে পারি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার যে উচ্চ মর্যাদা ছিল তা একথায় অতুলনীয়। তাঁর রচনাবলী থেকেও মহম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার সৌরভ পাওয়া যায়। তাঁর প্রতিটি ভাবভঙ্গিতে মহম্মদ (সা.)এর সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটে। তাঁর জীবনে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা, অনুরাগ ও বিলীনতার এমন সব দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে মানুষ বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসায় আত্মহার হয়ে তাঁর প্রশংসায় বলেন-

جسمی یطیر الیك من شوقٍ علا

یالیت کانت قوۃ الطیران

অর্থাৎ হে আমার প্রেমাস্পদ! আমার অন্তরাত্মা তো কবেই তোমার হয়ে গেছে। এখন এই স্থূল দেহও তোমার পানে উড়ে যেতে উদগ্রীব। যদি আমি ওড়ার শক্তি পেতাম!

প্রেমের অনিবার্য পরিণাম ত্যাগস্বীকার, আত্মবিলীনতা এবং আত্মাভিমানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মধ্যে এই আবেগ ছিল পরিপূর্ণ মাত্রায়। কোন এক স্থানে তিনি (আ.) খৃষ্টান পাদ্রীদের সেই সমস্ত মিথ্যা ও নোংরা অপবাদের জবাব দিচ্ছিলেন যা তারা আঁ হযরত (সা.)এর উপর আরোপ করে। তিনি বলেন-

“খৃষ্টান মিশনারীরা আমাদের রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরুদ্ধে অসংখ্য মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বিরাট সংখ্যক মানুষকে বিপথে চালিত করেছে। আমার মনে কখনো কোন বিষয় এত প্রবলভাবে আঘাত করে না, যতটা তাদের সেই হাসি-বিদ্রুপ আঘাত করেছে যা তারা আমাদের প্রিয় নবী (সা.) সম্পর্কে করে থাকে। ... খোদার কসম যদি আমার সমস্ত সন্তান-সন্ততি এবং তাদেরও সন্তান-সন্ততি এবং আমার সমস্ত বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খী এবং সহায়তকারীদেরকে আমার চোখের সামনে হত্যা করা হয় এবং আমার নিজের হাত পা কেটে ফেলা হয় এবং চোখের মণি বের করে নেওয়া হয়, আমাকে নিজের যাবতীয় আশা-আকাঙ্খা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ থেকে বঞ্চিত করা হয় - তথাপি সেই সমস্ত বিষয়ের থেকেও আমাকে যে বিষয়টি বেশি আঘাত করে সেটি হল আঁ হযরত (সা.)-এর উপর এমন কুরুচিকর আক্রমণ করা। অতএব হে আমার আসমানী প্রভু “তুমি আমাদের উপর কৃপা ও সহায়তার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং আমাদেরকে এই মহাবিপদ থেকে রক্ষা কর। ”

(সীরাত তৈয়্যবা, পৃ: ৩৫-৩৬)

অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি হযরত মহম্মদ (সা.)-এর প্রতি নিজের ভালবাসা ব্যক্ত করে একটি কবিতায় বলেন-

ওহ পেশওয়া হামারা জিস সে হ্যায় নুর সারা,

নাম উসকা হ্যায় মুহাম্মদ দিলবার মেরা এহি হ্যায়

উস নুর পার ফিদা হুঁ উসকা হি ম্যাঁ হুয়া হুঁ

ওহ হ্যায় মে চিয ক্যা হুঁ বস ফায়সালা এহি হ্যায়।

অর্থ: তিনি আমাদের নেতা যাঁর থেকে সমস্ত জ্যোতি উৎসারিত হয়েছে। তাঁর নাম হল মুহাম্মদ, তিনিই আমার প্রিয়তম। সেই জ্যোতির প্রতিই আমি উৎসর্গিত, আমি তাতেই বিলীন। তিনিই ছাড়া আমার কোন অস্তিত্ব নেই, এটিই সিদ্ধান্ত।

লেখনী মানুষের আন্তরিক আবেগ অনুভুতির প্রতিবিম্ব হয়ে থাকে। তাই হযরত আকদস (আ.)-এর প্রাঞ্জল ও তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ লেখনী থেকে কয়েকটি নুমনা তুলে ধরা হল। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর প্রভু ও মান্যবর হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.) সম্পর্কে বলেন-

“ সেই সর্বোচ্চ স্তরের ‘নূর’ - (আলো) যা মানবকে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ পূর্ণ মানবকে, যা ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না, সূর্যে ছিল না, যা পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে ছিল না, নদী সমূহে ছিল না, ছিল না মুক্তো মানিক্যে, পান্নাতে আর মোতিতেও, তা ছিল কেবল মানবের মধ্যে অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মধ্যে, যার শ্রেষ্ঠতম এবং পূর্ণতম, সর্বোত্তম এবং সুন্দরতম অস্তিত্ব হলেন- আমাদের নেতা ও প্রভু, নবীগণের নেতা অমর জীবনপ্রাপ্তগণের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৫, পৃ:১৬০)

অন্যত্র বলেন, আঁ হযরত (সা.)এর প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে খোদার প্রিয়ভাজন করে দেয়।

“ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আঁ হযরত (সা.) -এর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং ভালবাসা মানুষকে অবশেষে খোদা তা’লার প্রিয় বান্দায় পরিণত করে। তখন, খোদা সেই মানব-হৃদয়ে আপন প্রেমের এক আগুন উদ্দীপ্ত করে নিয়ে খোদা তা’লার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তখন তার প্রেম-ভালবাসা, তার ইচ্ছা-অভিলাষ সব কিছু একমাত্র খোদা তা’লার জন্য হয়ে যায়। তখন ঐশী প্রেমের এক বিশেষ বিচ্ছুরণ তার উপর পতিত হয়। এবং তাকে ভালবাসার পূর্ণ রঙে রঙিন করে প্রবল শক্তিতে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তখন সে তার প্রবৃত্তির তাড়নার উপরে জয়লাভ করে। তখন তার সমর্থনে ও সাহায্যে সব দিক থেকেই খোদা তা’লার অসাধারণ কার্যাবলী নিদর্শনের আকারে প্রকাশিত হতে থাকে।’

(হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৬৭)

প্রকৃত ভালবাসা মৃগনাভীরর আঘ্রাণের ন্যায় থাকে যা চেপে রাখা দুষ্কর। প্রত্যেকে তা দেখে এবং অনুভব করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.)-এর যে প্রকৃত প্রেমি ছিলেন তার সাক্ষী এক বিরাট দুনিয়া। ফেরেশতাদের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিও এর সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। আপনপর সকলে এবিষয়টি স্বীকার করেছে। যেরূপ তিনি বলেন-

“একদা ইলহাম হল যার অর্থ এই ছিল যে ফিরিস্তাদের স্থানে (দেবালয়ে) বাগ বিতণ্ডা চলছে। অর্থাৎ ধর্মের পুনর্জীবনের জন্য ঐশী ইচ্ছা উদ্বেলিত হচ্ছে।”(ধর্মকে নতুন রূপে জীবীত করার জন্য) “কিন্তু এখনও ফিরিস্তাদের নিকট (দেবালয়ে) নব জীবন দানকারীর নিযুক্তি উন্মোচিত হয়নি।(যে ব্যক্তি ধর্মকে জীবীত করবে তার সম্পর্কে জানা যাচ্ছে না।)“এই জন্য তারা দ্বিধা বিভক্ত। এরই মধ্যে স্বপ্নে দেখি যে লোকেরা এক নব জীবন দানকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।তারপর এক ব্যক্তি এই অধমের সম্মুখে উপস্থিত হল এবং ইঙ্গিত করে বলল ‘হাযা রাজুলুন ইউহেব্বু রাসুলাল্লাহ্’ অর্থাৎ ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি রসুলুল্লাহ(সাঃ) কে ভালবাসেন।এই কথার অর্থ এই ছিল যে , এই পদের জন্য সবচায়তে বড় শর্ত হল রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ভালবাসা। অতএব তা এই ব্যক্তির মধ্যে প্রমাণিত।” .

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯৮)

অন্যদের সাক্ষীদের সম্পর্কে বাবু মহম্মদ উসমান সাহেব অফ লখনউ বর্ণনা করেন যে, তিনি ১৮৯৮ সনে কাদিয়ানে আসেন এবং সম্ভবত লালা বুঢ্ঢা মল বা লালা মালাওয়াল নামে জনৈক হিন্দু, যাঁর কথা হযরত আকদস (আ.) পুস্তকাবলীতে বহুস্থানে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে নিবেদন করেন যে আপনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর প্রারম্ভিক জীবনের সাক্ষী। তিনি কোন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন? তাঁর উত্তর ছিল: আমি মুসলমানদের মধ্যে আজ পর্যন্ত তাঁর তূল্য নবী প্রেমি দেখি নি।”

(সীরাতুল মাহদী, তৃতীয় ভাগ, পৃ: ১৯)

অনুরূপভাবে খ্যাতনামা লেখক আল্লামা নিয়ায আহমদ খান নিয়ায ফতেহপুরী হযরত আকদস (আ)-এর রসুল প্রেম সম্পর্কে স্বীকার করে বলেন, “ তিনিই যথার্থই রসুল প্রেমি ছিলেন।”

(নিগার পত্রিকা, জুলাই ১৯৬০ সন, উদ্ধৃতি, তারিখে আহমদীয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৮০)

উপমহাদেশের সনামধন্য সাহিত্যিক মির্যা ফারহাত উল্লাহ বেগ সাহেবের সাক্ষ্যও উল্লেখযোগ্য। তিনি লেখেন- তাঁর চাচা মির্যা এনায়েতুল্লাহ্ বেগ একবার তাঁকে বিশেষভাবে বলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য গেলে তাঁর চোখগুলি ভালভাবে দেখে এস। তিনি লেখেন, আমি কাদিয়ান গেলাম। তাঁর চোখদুটি ভালকরে লক্ষ্য করে দেখলাম ততে সবুজ রঙের পানির ন্যায় কিছু ভাসছে বলে মনে হল। আমি ফিরে গিয়ে নিজের চাচাকে একথার উল্লেখ করলে তিনি বলে উঠলেন, ‘ফারহাত! দেখ, এই ব্যক্তিকে কখনও মন্দ বলো না, তিনি ফকির (জগতবিমুখ) এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রেমে উন্মাদ।’ তিনি লেখেন, আমি চাচাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, একথা আপনি কিভাবে জানলেন? তিনি উত্তর দিলেন, যে রসুল প্রেমি নিজ প্রেমাস্পদের

চিন্তায় সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকে, তার চোখে সবুজ আভা থাকে এবং সবুজ রঙের এক স্রোত বয়ে যেতে থাকে।"

(উদ্ধৃতি তারিখে আহমদীয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৭৯-৫৮০)

নিবন্ধের শেষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যেখানে তিনি (আ.) মানবজাতিকে খোদা তা'লার দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং প্রকৃত ধর্মের লক্ষণাবলী বর্ণনা করে মুক্তির পথ বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন

'হে পৃথিবীর সকল অধিবাসীবৃন্দ! হে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল মানবাত্মাবৃন্দ! আমি সম্পূর্ণ জোরের সাথে তোমাদের সামনে এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, এখন পৃথিবীর বুকে একমাত্র সত্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, এবং সত্য খোদাও সেই খোদা যার বর্ণনা দিয়েছে কোরাআন; এবং চিরন্তন আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী এবং গৌরব ও পবিত্রতার সিংহাসনে সমাসীন নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.), যাঁর আধ্যাত্মিক জীবন ও পবিত্র গৌরবের এই প্রমাণ আমি পেয়েছি যে, তাঁর আনুগত্য ও ভালবাসায় আমরা রুহুল কুদুসকে (পবিত্র আত্মা বা জিব্রাঈলকে) পেয়ে থাকি এবং খোদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি এবং ঐশী নিদর্শন দেখার সৌভাগ্য লাভ করি। (তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড- খণ্ড-১৫, পৃ: ১৪১)

রসুল প্রেমিরর জীবনীর অসংখ্য দিকগুলির মধ্যে আমরা কেবল এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে এবং তাঁর সেই ভালবাসা ও ব্যকুলতার গভীরতা সম্পর্কে আমরা যদি অনুমান করার চেষ্টা করি, তবে আমরা ব্যর্থই হব। কিন্তু নিজের নিজের ধারণাশক্তি অনুপাতে যতটুকুই অনুমান করতে পারি, এর পরিণামে যে আমাদের আধ্যাত্মিকতায় উচ্চমর্যাদা এবং উৎকর্ষ লাভ হতে পারে এবং স্বর্গীয় জ্যোতি সৃষ্টি হতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং আল্লাহ্ করুন আমরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন চিরকাল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বৃক্ষ সদৃশ সত্ত্বার সবুজ সতেজ শাখা প্রশাখা হয়ে থাকি। আমীন।

****

২৪-এর পাতার পর...

সুতরাং যারা হুযুর (আ.)-এর প্রতিপক্ষতায় আসে তারা সকলে মারা যায়। যারা হুযুরের বিরুদ্ধে প্লেগের বদদোয়া করে, সেই বদদোয়া তাদের উপর নিপতিত হয়।

(তারিখে আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৯-৪৮০)

তুমি সত্যতার মাপকাঠি হিসাবে প্লেগকে আমার নিদর্শন স্বরূপ প্রেরণ করেছ। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, " আমার বিরুদ্ধবাদীদের জন্য পরিতাপ। আমার প্রতি লাগাতার অসফলতা সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্য অনুভব করে নি যে, এই ব্যক্তির সহযোগীতায় কোন একজনের হাত রয়েছে, যিনি সকল বিপদাবলী হতে রক্ষা করছেন। দুর্ভাগ্য না হলে তাদের জন্য এটি মোজেযা ছিল যে, তাদের সকল হামলার সময় খোদা তা'লা তাদের অনিষ্ট হতে আমাকে রক্ষা করেছেন। বরং পূর্ব হতেই সংবাদ দিতেন যে বাঁচাবেন। (হাকীকাতুল ওহী, পৃ: ১২২)

অতঃপর বলেন, 'এটি একটি আশ্চর্যের বিষয়! এই রহস্যের উদঘাটন কি কেউ করেছে যে, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী আমি মিথ্যুক, ভণ্ড ও দাজ্জাল। কিন্তু মোবাহালার সময় তারাই মারা যায়। নাউযুবিল্লাহ্ তাহলে কি খোদা কি কোন ভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন? এমন নিষ্পাপ মানুষদের উপর ঐশী ক্রোধ কেন নিপতিত হয়? আবার মুত্যু, অপমান ও লাঞ্ছনা?

(হাকীকাতুল ওহী, পৃ: ২২৭)

তিনি (আ.) বলেন, এদের মধ্যে কেউই চিন্তা করে না যে এই ঐশী সাহায্যের কারণ কী? মিথ্যুক, লম্পট, দাজ্জালদের নিদর্শন কি এই যে, মোবাহালার সময় তাদের প্রতিপক্ষ স্বরূপ খোদা তা'লা মোমেন, মুত্তাকিদের ধ্বংস করেন। (হাকীকাতুল ওহী, তাতিম্মা পৃ: ৫১)

"কিছু মৌলবীদের পক্ষ হতে বাধা দেওয়া হয়, তারা সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তিত না হওয়ার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা চালায়। এমনকি মক্কা হতে ফতোয়া নেওয়া হয়। প্রায় দুইশত মৌলবী আমাকে কাফের ফতোয়া দেয়, বরং ওয়াজিবুল কতল (মৃত্যুযোগ)-এর ফতোয়া প্রকাশিত করা হয়। কিন্তু তারা নিজেদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়। এটা যদি কোন মনুষ্য কর্মকাণ্ড হতো তাহলে তোমাদের বিরোধীতার কোন প্রয়োজন ছিল না। আর নাই বা আমার ধ্বংসের জন্য এ পরিমাণ প্রচেষ্টা চালাতে হত। আমার নিধনের জন্য খোদাই যথেষ্ট ছিল। (হাকীকাতুল ওহী, পৃ: ২৫০-২৫১)

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মজলিস আহরার এর প্রতিষ্ঠা হয়। আহরার প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আতাউল্লাহ্ শাহ বুখারী আহমদীদেরকে মসীহ্র ভেড়া আখ্যা দিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, আহমদীদের নস্যাৎ করার জন্য অনেকেই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু খোদার ইচ্ছা ছিল তাদের নস্যাৎ আমার দ্বারাই হওয়া। অতঃপর খোদার তকদীর অনুযায়ী মজলিসে আহরার ও আহারারের প্রতিষ্ঠাতার ভয়ানক পরিণতির চাক্ষুস সাক্ষী হয় এই পৃথিবী বাসী। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিবেশী দেশের প্রধান মন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো নিকৃষ্ট উলেমাদের খুশি করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের কাওমি এসেম্বলী হতে আহমদীদের অ-মুসলিম ঘোষণা করে মনে করেছিল এবার আমার চেয়ার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু 'কালবুন ইয়ামুতু আলা কালবে' এর ন্যায় পৃথিবীর কোন শক্তি এই ব্যক্তিকে বেদনাদায়ক ঐশী আযাব হতে বাঁচাতে পারে নি।

অতঃপর এক সেনাপ্রধান আহমদীয়াতকে ক্যান্সার নামে আখ্যা দিয়েছিল। আহমদীদের জনজীবন দুর্বিসহ করে তোলার জন্য আহমদী বিরুদ্ধ এক অত্যাচারী অর্ডিন্যান্স জারি করে। আল্লাহ্ তা'লার মোজেযা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল রাবে (রহ.) স্বীয় মর্যাদা ও হিফাযতের সঙ্গে লন্ডনে হিজরতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। ফেরাউন যুগের মোবাহালার ফলশ্রুতিতে স্বীয় সৈন্য সামন্তদের সঙ্গে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় উড়োজাহাজ দুর্ঘটনার বশবর্তী হয়ে আকাশ পথে এমন ছড়িয়ে পড়ল যে তার শরীরের কোন অংশ সঠিকভাবে পাওয়া যায় নি। বাস্তব সত্য হল ফেরাউন ও হামানদের এমনই পরিণতি হয়ে থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "সেই সমস্ত মানুষেরা ভ্রান্তির শিকার ও সম্পূর্ণ দুর্ভাগা যারা আমার ধ্বংসের কামনা করে। আমি প্রভু প্রতিপালকের হস্ত দ্বারা রোপিত বৃক্ষ। যারা আমাকে কাটতে চাইবে তারা 'কারুন', 'ইহুদা', আসাকান্নুতি এবং আবু জেহেলের অংশ হতে কিছু অংশ প্রাপ্ত হবে।... হে জনগণ! তোমরা কান খুলে শুনে নাও, আমার সঙ্গে তার হাত রয়েছে যে শেষ সময় পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে। যদি তোমাদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা আমার ধ্বংসের জন্য দোয়া করে, সেজদা করতে করতে নাক গলে যায়, হাত অবশ হয়ে যায়, তথাপি খোদা কখনও তোমাদের দোয়া শুনবেন না; নিজের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে স্তব্ধ হবেন না। (রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, জামিমা তোহফা গোলোডবিয়া, পৃ: ৪৯)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন- "সুতরাং খোদার সামনে পূর্ণরূপে অবনত হয়ে যাতে করে অত্যাচার পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যায়..... আমরা যখন রাতের তিরগুলিকে নির্ভেজাল চালাব তাহলে অবশ্যই খোদা তা'লা অ-লৌকিক নিদর্শন দেখাবেন। আমাদের খোদা প্রকৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর দাবীর সময় হতে আজ পর্যন্ত বিরোধীতার ঝড় বয়ে চলছে। এমনকি দ্বিতীয় খেলাফতের সময় আহরারিরা কাদিয়ানকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করার ঘোষণা করে, কেউ বা হুকুমতের নেশায় আহমদীদের ভিক্ষামাত্র ধরিয়ে দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু ফলাফল কি বহিঃপ্রকাশ হল? আজ আহমদীয়াত ২০০টি দেশে প্রতিষ্ঠিত। এটি খোদার প্রতিষ্ঠিত সিলসিলা। প্রত্যেক মূহুর্তে আমরা খোদার সাহায্য প্রত্যক্ষ করে চলেছি। এখন প্রশ্ন হল, আমরা খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি তো? হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে অত্যাচারী বাক্য পড়ে অথবা শুনে নিজেদের হৃদয়ে চাঞ্চল্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হলে চলবে না। বরং রাতের দোয়ায় খোদার আশীষ ও কল্যাণ প্রাপ্তির চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের সেজদার জায়গা অশ্রুসিক্ত করুন। আঁ হযরত (সা.) -এর খোদাকে ডাকুন যিনি দুর্বলকে শাসক বানিয়েছিলেন। সুতরাং হে খোদা! রহমতের দোহাই দিয়ে আজ তোমার কাছে আকাঙ্খা করছি, এই পৃথিবীকে আমাদের জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে, আমাদের জন্য ফুলে ফলে সুশোভিত কর। হে সর্বাধিক করুণাশীল খোদা! আমাদের উপর তুমি করুনাবশতঃ কল্যাণ অবতীর্ণ কর। (আমীন) (খুতবা জুমা, ৭ই অক্টোবর, ২০১১)

****

সম্পাদকীয়র শেষাংশ.....

করছেন যে, যারা নিজেদের ধারণামতে নিজেদেরকে মোমিন বলছে তাদের উপর আমাকে জয়যুক্ত করছেন এবং মোবাহালার সময় তাদেরকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধ্বংস করছেন বা চরমভাবে লাঞ্ছিত করছেন এবং নিজ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এক জগতের আকর্ষণ আমার দিকে নিবদ্ধ করছেন এবং হাজার হাজার নিদর্শন প্রদর্শন করছেন। এইভাবে প্রত্যেক ময়দানে এবং দৃষ্টিকোণ থেকে এবং প্রত্যেক বিপদের সময় আমাকে সাহায্য করছেন । যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ তাঁর দৃষ্টিতে সত্যবাদী হয় তিনি কখনো তার এমন সাহায্য করেন না, আর এমন নিদর্শনও দেখান না।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৪৬১)

তিনি নিজের কবিতায় বলেন:

"হ্যায় কোই কাযিব জাহাঁ মেঁ লাও লোগো কুছ নযীর

মেরে জ্যায়সি জিসকি তাঈদেঁ হুয়ি হোঁ বার বার"

অর্থাৎ: আমার মত যার উপর বারবার এমন সাহায্য ও সমর্থন হয়েছে, হে লোকসকল! জগতে এমন কোন মিথ্যাবাদী যদি থেকে থাকে তবে তার দৃষ্টান্ত দাও।"

তাঁর এমন কঠোর বিরোধীতা হয় যে, কয়েকটি পঙক্তিতে তার রূপরেখা অঙ্কন করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের দুইশত উলেমার পক্ষ থেকে তাঁকে কাফের ফতোয়া দেওয়া হয়। এমনকি মক্কা থেকেও কুফরী ফতোয়া চেয়ে পাঠানো হয়। তাঁকে হত্যাযোগ্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর সঙ্গে মেলামেশা এবং কথাবার্তা বলাও নিষিদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন ভয়ঙ্কর ধরণের (মিথ্যা) মোকাদ্দমায় তাঁকে আদালতে টেনে আনা হয়। চিঠি পত্র এবং পত্রপত্রিকা ও বক্তব্যে গালির স্তুপ তৈরী করা হয়। কিন্তু পরিণাম কি দাঁড়িয়েছে? তিনি একা ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে একটি জামাতে পরিণত করেন। আর সেই জামাত সমগ্র পাঞ্জাব ও ভারতে প্রসার লাভ করে। এমনকি ভারত পেরিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার মত দুরের দেশ সমূহ থেকে পুণ্যাত্মারা তাঁকে গ্রহণ করে। তাঁর জীবদ্দশাতেই আল্লাহ্ তা'লা জামাতের সদস্য সংখ্যা লক্ষে লক্ষে পৌঁছে দিয়েছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"এরপর আব্দুল হক গযনবী উঠে দাঁড়ায় এবং আমার বিরুদ্ধে মোবাহালা করে দোযা করে যে, যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী তার উপর খোদার অভিসম্পাত হোক আর তাঁর আশিসমূহ থেকে বঞ্চিত হোক। পৃথিবীতে তার গ্রহণীয়তার কোন চিহ্ন যেন অবশিষ্ট না থাকে। এখন তোমরা নিজেরাই দেখে নাও যে, এই সমস্ত দোয়ার কি পরিণাম প্রকাশ পেয়েছে আর সে কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে আর আমি কোন পরিস্থিতিতে রয়েছি। দেখ, এই মোবাহালার পর খোদা তা'লা প্রত্যেক বিষয়ে আমাকে উন্নতি দান করেছেন এবং বড় বড় নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন, আকাশ থেকেও এবং পৃথিবী থেকেও এবং এক জগতকে আমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। মোবাহালা আরম্ভ হওয়ার সময় হয়তো চল্লিশজন ব্যক্তি আমার বন্ধু ছিল আর আজ তাদের সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার। ('শান্তির বার্তা' পুস্তকে হুযুর এই সংখ্যা চার লক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন) আর আর্থিক বিজয় হিসেবে এখন পর্যন্ত দুই লক্ষ রুপীরও বেশি প্রদান করা হয়েছে আর এক জগতকে দাসানুরূপ অনুরাগী করে তুলেছেন এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আমাকে খ্যাতি দান করেছেন। বাস্তব তখনই অনুভব করবে যখন কাদিয়ানে এসে দেখবে যে, ভক্তদের ভিড় কিভাবে ঘাটি গেড়ে বসেছে। অপরদিকে অমৃতসরে আব্দুল হক গযনবীকে কোন দোকান বা বাজারে যেতে দেখলে লক্ষ্য করো যে সে কিভাবে চলছে। বড়ই পরিতাপের বিষয়! প্রকাশ্যে আমার সমর্থনে খোদার শক্তি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে, কিন্তু মানুষ তা সনাক্ত করছে না। "

(নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ:; ৪১০)

আল্লাহ্ তা'ল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন এবং বিরুদ্ধবাদীরা বিরোধীতায় অকৃতকার্য হয়েছে, কেবল এতটুকুই নয়, বরং লক্ষ্যনীয় বিষয় হল বিরুদ্ধবাদীদের যারা তাঁর বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিল, তাঁর মৃত্যু কামনা করেছিল, 'লানাতুল্লাহি আলাল কাযেবিন বলেছিল, মোবাহেলা করেছিল, বিরোধীতার সকল সীমা অতিক্রম করেছিল তারা হুযুর (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যু মুখে পতিত হল। আর যারা জীবিত থাকল, তারা এমনভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হল যে তাদের জীবন মৃত্যুর থেকেও বেশি দুর্বিষহ হয়ে উঠল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"অনেকে মসজিদে আমার মৃত্যু কামনায় নাক ঘসতে থেকেছে। অনেকে আবার যেমন মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরী নিজের পুস্তকে এবং আলিগড় নিবাসী মৌলবী ইসমাঈল আমার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দাবি করে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে আমার পূর্বে মারা যাবে এবং অবশ্যই আমার পরে মারা যাবে কেননা সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু যখন তারা নিজেদের রচনা জনসমক্ষে প্রকাশ করে ফেলে, তখন অচিরে তারাই মারা গেল। এইভাবে তাদের মৃত্যু সিদ্ধান্ত করে দিয়ে গেল যে, মিথ্যাবাদী কে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা শিক্ষা গ্রহণ করে না। লাখুকের মহিউদ্দীন আমার সম্পর্কে মৃত্যুর ইলহাম প্রকাশ করে সে মারা গেল। মৌলবী ইসমাঈল প্রকাশ করে সেও মারা গেল। মৌলবী গোলাম দস্তগীর একটি পুস্তক রচনা করে নিজের মৃত্যুর পূর্বে আমার মৃত্যুর জোরালো দাবি করল এবং মারা গেল। পাদ্রী হামীদুল্লাহ্ পেশাওয়ারী আমার মৃত্যুর জন্য দশ মাসের মেয়াদ নির্ধারণ করে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেছিল অতঃপর সেও মারা গেল। লেখরাম আমার মৃত্যুর জন্য তিন বছরের মেয়াদ রেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছি। সেও মারা গেছে। এটি কি মহান নিদর্শন নয়?

(তোহফা গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৪৫)

কুরআন মজীদ অনুসারে মিথ্যা নবীকে আল্লাহ্ তা'লা ধ্বংস করে দেন আর তাকে কখনো সফলতার মুখ দেখান না। যদি হযরত মসীহ (আ.) মিথ্যাবাদী হতেন তবে আল্লাহ্ তা'লার উচিত ছিল তাঁকে ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সর্বত্র এবং প্রত্যেকে ক্ষেত্রেই তাঁকে সফলতা দান করেছেন এবং শত্রুরা অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" আমার মতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর মিথ্যা ইলহাম রচনা করে এবং দাবি করে যে এই ইলহাম তার উপর হয়েছে অথচ সে জানে যে, তার উপর কোন ইলহাম হয় নি, সে দ্রুত ধৃত হয় আর তার আয়ু খুবই কম। কুরআন, ইঞ্জিল ও তওরাত এই সাক্ষ্য দিয়েছে। বিবেকও এই সাক্ষী দেয় আর এর বিরুদ্ধে কোন অস্বীকারকারী ইতিহাস থেকে এমন দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করতে পারে না যেখানে কোন ইলহামের মিথ্যা দাবিদার পঁচিশ বছর বা আঠারো বছর পর্যন্ত মিথ্যা ইলহাম পৃথিবীতে ছড়াতে থেকেছে এবং খোদার নৈকট্যভাজন, প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত পুরুষ হওয়ার মিথ্যা দাবি করেছে আর তার সমর্থনে বছরের পর বছর ধরে নিজের পক্ষ থেকে ইলহাম রচনা করে ছড়িয়ে দিতে থেকেছে। অথচ এমন অপরাধমূলক কাজ করা সত্ত্বেও সে ধৃত হয় নি। আমার কোন বিরুদ্ধবাদী এই প্রশ্নের উত্তর দিবে এমন আশা কি করা যায়? কখনোই নয়, তাদের হৃদয় জানে তারা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও অস্বীকার করা থেকে বিরত হয় না, বরং একের পর এক দলিল দ্বারা তাদের উপর 'হুজ্জত' (অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সকল পথ বন্ধ করা) পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু তারা উদাসীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে।"

(আইয়াসুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ২৬৭)

এছাড়া লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, সেই যুগে যখন কিনা প্রত্যেক ধর্মের পক্ষ থেকে ইসলাম প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছিল, সেই সময় একমাত্র তিনিই ইসলামকে রক্ষা করার যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন। আর কেবল রক্ষাই করেন নি, বরং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ইসলামের জীবন্ত ধর্ম হওয়া, মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন্ত নবী হওয়া এবং কুরআন করীমের জীবন্ত গ্রন্থ হওয়া প্রমাণ করেন। কেউ যদি ইসলামের সমক্ষে নিজের ধর্মের জীবন্ত হওয়া প্রমাণ করে দেখাতে পারে তবে তিনি (আ.) তার জন্য বড় বড় পুরস্কার নির্ধারণ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি জোরালো চ্যালেঞ্জ জানান। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"অবশেষে আমি প্রত্যেক সত্যান্বেষীকে স্মরণ করাতে চাই যে, আমাকে সত্য ধর্মের নিদর্শন এবং ইসলামের সত্যতার সেই আসমানী সাক্ষী দান করা হয়েছে যা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিশক্তিহীন উলেমারা উদাসীন। আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে প্রমাণ করি যে ইসলামই জীবন্ত ধর্ম। আর আমাকে সেই সমস্ত নিদর্শন প্রদান করা হয়েছে যার মোকাবেলা করা অন্যান্য ধর্মের অনুসারী এবং আমাদের অন্তর্দৃষ্টিশক্তিহীন বিরুদ্ধবাদীরা করতে পারে না। আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে দেখাতে পারি যে, কুরআন শরীফ নিজ শিক্ষামালা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞন এবং পরিপূর্ণ বাগ্মিতার দৃষ্টিকোণ থেকে এক অনন্য নিদর্শন যা মুসার মোজেযা থেকে শ্রেয় এবং ঈসা (আ.)-এর মোজেযা থেকে শত শত গুণ শ্রেষ্ঠ।

আমি বার বার বলছি এবং উচ্চকণ্ঠে বলছি যে, কুরআন এবং রসুলে করীম (সা.)-এর সঙ্গে সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য অবলম্বন করা মানুষকে নিদর্শন-পুরুষে পরিণত করে। আর সেই পরিপূর্ণ মানবের উপরই অদৃশ্যের সংবাদের দ্বার উন্মোচিত হয়। পৃথিবীতে কোন ধর্মের অনুসারী আধ্যাত্মিক কল্যাণের ক্ষেত্রে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। এই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। আমি লক্ষ্য করছি যে, ইসলাম ছাড়া সমস্ত ধর্ম মৃত, তাদের খোদা মৃত আর স্বয়ং ধর্মের সেই অনুসারীরা সকলেই মৃত। ইসলাম গ্রহণ ব্যতিরেকে খোদা তা'লার সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া মোটেই সম্ভব নয়, মোটেই নয়।

হে নির্বোধেরা! মৃতের আরাধনায় তোমরা কিসের আনন্দ পাও? আর মৃত ভক্ষণ করে কি স্বাদ উপভোগ কর? !!! এস, আমি তোমাদেরকে বলব যে, জীবিত খোদা কোথায় আছেন এবং কোন জাতির সঙ্গে আছেন। তিনি ইসলামের সঙ্গে আছেন। ইসলাম এখন মূসার 'তুর' যেখানে খোদা কথা বলছেন। সেই খোদা যিনি নবীদের সঙ্গে কথা বলতেন অতঃপর তিনি নীরব হয়ে যান, তিনি আজ একজন মুসলমানের অন্তরে কথা বলছেন। এই বিষয়টি যাচাই করা এবং সত্য লাভের পর তা গ্রহণ করার আগ্রহ তোমাদের মাঝে কি কারোর নেই?

(পরিশিষ্ট আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড- ১১, পৃ: ৩৪৫)

কুরআন মজীদের জীবন্ত গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন:

"যদি ঈমান সত্যিই কোন নেয়ামত হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহার লক্ষণও থাকিতে হইবে। কিন্তু কোথায় আছে এমন খ্রীষ্টান, যাহার মধ্যে যীশুর বর্ণিত লক্ষণরাজি পাওয়া যায়? অতএব, হয় ইঞ্জিল মিথ্যা, নচেৎ খ্রীষ্টানগণ মিথ্যাবাদী। দেখুন কুরআন শরীফে ঈমানদারগণের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে সেরূপ লক্ষণযুক্ত মানুষ ইসলামের গন্ডীর মধ্যে প্রতি যুগেই পাওয়া গিয়াছে। কোরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঈমানদার এলহাম পাইয়া থাকে। ঈমানদার খোদার শব্দ শোনে। ঈমানদারের দোয়া সর্বাপেক্ষা অধিক কবুল হয়। ঈমানদারের নিকট গায়েবের (ভবিষ্যতের) খবর প্রকাশ করা হয়। ঈমানদারের সহিত স্বর্গীয় সাহায্য থাকে। পূর্ববর্তী যুগসমূহে যেমন এই সকল লক্ষণ পাওয়া যাইত, এখনও তেমনই যথারীতি পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোরআন শরীফ খোদার পবিত্র কালাম এবং কোরআনের ওয়াদা খোদার ওয়াদা। হে খ্রীষ্টানগণ! আইস! যদি তোমাদিগের শক্তি থাকে তবে আমার মোকাবিলা কর। আমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকিলে আমাকে নিশ্চয় যবাই করিয়া দাও। নচেৎ তোমরা খোদার অভিযোগের নীচে রহিয়াছ এবং জাহান্নামের উপর তোমাদের পা রহিয়াছে।

'ওয়াসসালাম আলা মানিততাবাউল হুদা' [যে সৎপথে চলে, তাহার প্রতি শান্তি হউক]

(সীরাজুদ্দীন খ্রীষ্টানের চারটি প্রশ্নের উত্তর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৭৪)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-" খোদা আমাকে কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং আমার নাম 'প্রথম মু'মিন' রেখেছেন। তিনি আমাকে সমুদ্রের ন্যায় মা'রেফত এবং তত্ত্ব-জ্ঞানে পূর্ণ করে দিয়েছেন। এবং বারবার ইলহামযোগে আমাকে জানিয়েছেন যে, বর্তমান যুগে ঐশী-জ্ঞান, ঐশী-প্রেম ও তত্ত্ব-জ্ঞানে আমার সমকক্ষ আর কেউ নেই।"

(জরুরাতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ৫০২)

তিনি বলেন, " আমি সত্য সত্য বলছি, আমরা মরুভূমির সাপ ও জঙ্গলের বাঘের সাথে সন্ধি করতে পারি, কিন্তু আমরা তাদের সাথে সন্ধি করতে পারি না যারা আমাদের সেই প্রিয় নবীকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে, যিনি আমাদের প্রাণ ও মা-বাপের চেয়েও বেশি প্রিয়। খোদা আমাদেরকে ইসলামে মৃত্যু দিন। আমরা এরূপ কাজ করতে চাই না, যাতে ঈমান চলে যায়।"

(পয়গামে সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪৫৯)

তিনি বলেন- "তোমাদের জন্য আর একটি জরুরী শিক্ষা এই যে, কুরআন শরীফকে পরিত্যক্ত জিনিষের মত ফেলিয়া রাখিও না কারণ ইহাতেই তোমাদের জীবন নিহিত রহিয়াছে। যাহারা কুরআনকে সম্মান দান করিবে তাহারা আকাশে সম্মান লাভ করিবে। যাহারা প্রত্যেক হাদীস ও উক্তির উপর কুরআনকে প্রাধান্য দান করিবে, আকাশে তাহাদিগকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতীত কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং সকল আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভিন্ন কোন রসূল ও শাফী (সুপারিশকারী) নাই। অতএব, তোমরা সেই মহাগৌরবসম্পন্ন ও প্রতাপশালী নবীর সহিত সত্যিকার প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে পার।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১৩)

কুরআন মজীদ এবং মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)এর নির্দেশাবলী অনুসারে তাঁর পূতঃপবিত্র জীবনও সত্যতার এক দলিল। আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবনকে আল্লাহ্ তা'লা তার সত্যতার নিদর্শন রূপে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন- فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (ইউনুস: ১৭) অর্থাৎ আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করেছি। তবুও কি তোমরা বিবেচনা করো না। এটি প্রত্যেক নবীর সত্যতার মানদণ্ড। তিনি (আ.) নিজের রচনাবলীতে যথারীতি এর উল্লেখ করেছেন এবং চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমার অতীত জীবনের উপর কালিমা লেপন করতে পারে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুতঃপবিত্র জীবন এবং ইসলামের প্রবর্তক ও কুরআনের প্রতি উন্মাদনার বিষয়ে বিজনদের সাক্ষীও বিদ্যমান।

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম ও বার্তালাপের পুরস্কার লাভ করা ইহজগতের সব থেকে বড় পুরস্কার। এর সিংহভাগ আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও রসুলগণ লাভ করে থাকেন। তারা এটি থেকে পৃথক হয়ে জীবিতই থাকতে পারে না। আল্লাহ্র কোন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সত্যতার সব থেকে বড় দলিল হল আল্লাহ্ তাকে স্বীয় বাক্যালাপের মর্যাদায় ভূষিত করেন। তাকে ভবিষ্যৎ তথা অদৃশ্যের সংবাদ দান করেন। আর সেই ভবিষ্যতের সংবাদগুলি যথাসময়ে পূর্ণ হয়। কোনটি ক্ষণকালের মধ্যেই, কোনটি বা কিছু দিন, মাস বা বছরের পর। আবার কোনও কোনওটি দীর্ঘকাল পর। তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা বিপুল হারে অদৃশ্যের সংবাদ দান করেন। তাঁর হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বারবার বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তবে ভবিষ্যদ্বাণী ও অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানের বিষয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর। তিনি বলেন-

"যা মৃতধর্ম তা গ্রহণ করে আমরা কি করব? যা মৃত গ্রন্থ তা দিয়ে আমাদের কী উপকার হবে? যিনি মৃত পরমেশ্বর তিনি আমাদের কী জ্যোতি প্রদান করবেন? যাঁর হাতে আমার প্রাণ সুরক্ষিত আমি সেই পরমেশ্বরের শপথ করে বলছি- আমি আমার পবিত্র পরমেশ্বরের নিঃসন্দেহ ও সুনিশ্চিত বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত হয়েছি এবং প্রায় প্রত্যহই হচ্ছি। যিশু যে ঈশ্বরকে বলেছেন-'তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করলে?। সে ঈশ্বর আমাকে কখনো পরিত্যাগ করেন নি! মসীহ্র ন্যায় আমিও বহুবার আক্রান্ত হয়েছি কিন্তু প্রতি আক্রমণেই শত্রু অকৃতকার্য হয়েছে। আমাকে

ফাঁসি দিতে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল কিন্তু আমি যিশুর ন্যায় ক্রুশ বিদ্ধ হই নি। প্রত্যেক বিপদেই আমার খোদা আমাকে রক্ষা করেছেন। আমার জন্য তিনি বড় অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন। তাঁর শক্তিশালী হাত প্রসার করেছেন। হাজার হাজার নিদর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, যিনি কুরআন অবর্তীণ করেছেন ও আঁ হযরত (সা.) কে প্রেরণ করেছেন তিনিই প্রকৃত পরমেশ্বর। আমি এ বিষয়ে ঈসা মসীহ্‌র কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাই নি। তাঁর সম্বন্ধে যে অলৌকিক কাজ বর্ণিত আছে তদ্রূপ বরং তদপেক্ষা অধিকতর অলৌকিক কাজ ও ঘটনা আমাতেই পূর্ণ হয়েছে।

(চাশমায়ে মসীহি, রূহানী খাযায়েণ, খণ্ড-২০, পৃ: ৪৫৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: সোজা কথা হল, আপনারা নিজেদেরকে ইলহামপ্রাপ্ত এবং দোয়া গ্রহণীয়তারও দাবি করেন। কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী যেগুলি দোয়ার গ্রহণীয়তার নমুনা, বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রকাশ করুন। আর এদিক থেকে আমিও প্রকাশ করব। মেয়াদ যেন এক বছরের বেশি না হয়। এরপর আপনাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তবে আমার জামাতের একহাজার ব্যক্তি একত্রে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিবে আর মিথ্যাবাদীর চেহারা কালিমালিপ্ত হবে। এই আবেদন কি গ্রহণ করবেন? সম্ভব নয়। এই কারণেই সত্যান্বেষীরা আপনাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(তোহফা গযনবীয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ৫৪৪)

খৃষ্টানরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইলহামের দাবিকে মিথ্যা ও দুর্বল করে দেওয়ার জন্য ক্রোধ, ঈর্ষা ও শত্রুতার পথ অবলম্বন করে এক ষড়যন্ত্র রচনা করে, কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র তাদের দিকেই বুমেরাং হয়ে ফিরে যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" 'নুর আফশাঁ'য় কয়েকজন পাদ্রী প্রকাশ করে যে, আমরা একটি জলসায় একটি বন্ধ খাম উপস্থাপন করব। সেই খামের ভিতরে থাকা প্রবন্ধটি কি তা ইলহামের মাধ্যমে আমাদেরকে জানানো হোক। কিন্তু যখন আমার পক্ষ থেকে মুসলমান হওয়ার শর্ত দিয়ে আবেদন গৃহীত হল, তখন পাদ্রীরা আর এমুখো হল না।

(আয়েনাতে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড- ১৫ পৃ: ২৮৪)

* আল্লাহ্‌র পরে তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও রসুলগণই মানবজাতির প্রতি সব থেকে বেশি সহানুভুতিশীল হয়ে থাকেন। আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি কি এই দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করে নিবে যে, মানুষ (এক অদ্বিতীয় খোদার উপর) ঈমান কেন আনছে না? হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছায়া ছিলেন। মানবজাতির প্রতি তাঁর সহানভুতি ছিল অসীম। অনেক ঘটনা রয়েছে, এখানে আমরা কেবল একটিই লিপিবদ্ধ করা সমীচীন মনে করি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" আমি সমস্ত মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু এবং আর্যদের কাছে একথা ব্যক্ত করছি যে, পৃথিবীতে কেউ আমার শত্রু নেই। আমি মানবজাতিকে ঠিক সেরূপে ভালবাসি যেরূপে একজন মমতাময়ী মা তার শিশুকে ভালবাসে, বরং তার চেয়েও অধিক। আমি কেবল সেই সকল মিথ্যা আকিদার শত্রু যেগুলির দ্বারা সত্যের কণ্ঠরোধ হয়। মানুষের প্রতি সহানুভুতি আমার কর্তব্য আর মিথ্যা, শিরক, জুলুম এবং প্রত্যেক অপকর্ম, অবিচার এবং বর্বরতা থেকে বিমুখতা আমার নীতি। "

(আরবাঈন নং-১, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৩৪৪)

* খোদা তা'লা তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের দোয়া সমধিক হারে গ্রহণ করে থাকেন। এটি তাঁর প্রেরিতদের সত্যতার বিশেষ নিদর্শন হয়ে থাকে। দোয়ার গ্রহণীয়তার বিষয়ে কেউ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে দোয়ার গ্রহণীয়তার নিদর্শন পেশ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হাজার হাজার দোয়া গ্রহণ করেন। তিনি দোয়া গ্রহণ হওয়ার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীদেরকে মোকাবেলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যদি তারা সত্যবাদী হয় তবে দোয়া গ্রহণ হওয়ার বিষয়ে তাঁর মোকাবেলা করুক এবং নিজেদের খোদার নৈকট্যভাজন এবং খোদার দরবারে গৃহীত হওয়ার প্রমাণ দিক।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " আমাকে অধিকহারে দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। কেউ এর মোকাবেলা করতে পারবে না। অ ামি শপথ করে বলতে পারি, আমার প্রায় ত্রিশ হাজার দোয়া গৃহীত হয়েছে আর আমার কাছে সেগুলির প্রমাণ আছে।" (জরুরাতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড- ১৩, পৃ: ৪৯৬)

"স্পষ্ট থাকে যে, খোদার কৃপায় আমার এই দশা হয়েছে যে, আমি কেবল ইসলমাকে সত্য ধর্ম জ্ঞান করি এবং অপরাপর ধর্মগুলিকে আপাদ মস্তক মিথ্যার মনে করি। আমি লক্ষ্য করছি যে, ইসলাম মেনে চলার পরিণামে আমার অভ্যন্তরে জ্যোতির প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে এবং কেবল রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালবাসার কারণে ঐশী বার্তালাপ এবং দোয়া গ্রহণীয়তার সেই সুউচ্চ মর্যাদা আমি লাভ করেছি যা সত্য নবীর অনুসারী ছাড়া অন্য কেউ লাভ করতে পারবে না। আর যদি হিন্দু,খৃষ্টান ও প্রমুখ ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের মিথ্যা উপাস্যের কাছে দোয়া করতে করতে মারাও যায়, তবু তাদের সেই মর্যাদা লাভ হবে না। এবং সেই ঐশী বার্তা- যা অন্যরা কাল্পানিকভাবে বিশ্বাস করে, তা আমার কর্ণগোচর হচ্ছে এবং আমাকে দেখানো, বোঝানো এবং বলানো হয়েছে যে, পৃথিবীতে কেবল ইসলামই সত্য এবং আমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই সব কিছু হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর অনুসরণের কল্যাণে তোমাকে দেওয়া হয়েছে আর যা কিছু তোমাকে দেওয়া হয়েছে অন্যান্য ধর্মে সেগুলির দৃষ্টান্ত নেই, কেননা সেগুলি মিথ্যার উপর রয়েছে। এখন কোন হিন্দু, খৃষ্টান, আর্য, ইহুদী বা ব্রাহ্মণ বা যে কেউ সত্যান্বেষী হোক না কেন, তার জন্য আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দারুন সুযোগ। যদি সে অদৃশ্যের বিষয় প্রকাশের সংবাদ এবং দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, তবে আমি মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, নিজের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যা প্রায় দশ হাজার রুপী হবে, তার হাতে তুলে দিব কিংবা যেভাবে সে সন্তুষ্ট হয় সেভাবেই তাকে বিনিময় মূল্য (তাওয়ান) প্রদান করার আশ্বাস দিব।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, পৃষ্ঠা: ২৭৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের সত্যতা প্রকাশের জন্য খৃষ্টান, মুসলমান উলেমা, সুফিবর্গ এবং পীরদের মোবাহালার প্রতি আহ্বান জানান। একবার নয়, বারবার তাদেরকে মোবাহালার প্রতি আহ্বান জানান, যাতে জগতের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কিভাবে খোদা তা'লা তাঁর স্বপক্ষে নিদর্শন প্রদর্শন করেন। তাদের অধিকাংশই রণাঙ্গণ ত্যাগ করেছে আর যেই তাঁর মোবাহালা স্বীকার করেছে, সে মোবাহালা অনুসারে ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

'একজন মুত্তাকি ব্যক্তির জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, খোদা তা'লা আমাকে ধ্বংস করেন নি, বরং আমার বহিরাঙ্গ ও অভ্যন্তর, আমার দেহ ও আত্মার উপর এমন অপার অনুগ্রহ করেছেন যা আমি গণনা করতে পারি না। এখনও যদি মৌলবী সাহেবরা আমাকে মিথ্যারটনাকারী মনে করে, তবে এর থেকে বড় আরও একটি সিদ্ধান্ত আছে আর সেটি হল মৌলবী সাহেবদের সঙ্গে আমার মোবাহালা করা।

(আঞ্জামে আথাম, দাওয়াতে কওম পত্রিকা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৫০)

অতএব উঠো এবং মোবাহালার জন্য প্রস্তুত হও। তোমরা শুনেছ যে, আমার দাবির ভিত্তি ছিল দুটি বিষয়ের উপর। প্রথম, কুরআন ও হাদীসের লেখনীর উপর। দ্বিতীয় ঐশী ইলহামের উপর। তোমরা কুরআন ও হাদীসের

জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যদের জন্য কাদিয়ান জলসা সালানা (২০১৮ সাল) কল্যাণময় হোক

দোয়াপ্রার্থী:

Q.M. খান, জামাত আহমদীয়া, বীরভূম

‘নুসুস গ্রহণ করলে না আর খোদার কালামকে এমনভাবে অগ্রাহ্য করলে, যেভাবে কেউ তৃণখণ্ড ভেঙ্গে ফেলে দেয়। এখন আমার দাবীর ভিত্তির দ্বিতীয় পর্বটি অবশিষ্ট রইল। অতএব আমি সেই মহাশক্তিশালী ও আত্মাভিমানী সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যার কসমকে কোন ঈমানদার অমান্য করতে পারে না, এখন এই দ্বিতীয় ভিত্তির স্পষ্টীকরণের জন্য আমার সঙ্গে মোবাহালা কর। ”

(আঞ্জামে আথম, দাওয়াতে কওম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, ৫০)

সৈয়্যাদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের সত্যতা প্রমাণের জন্য নিদর্শন দেখার জন্য আহ্বান জানান। মুসলমান, খৃষ্টান এবং প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের তিনি একাধিক বার আহ্বান জানান। তিনি (আ.) বলেন, যদি কেউ সত্য অন্তঃকরণে আমার কাছে এসে অবস্থান করে, তবে আল্লাহ্ তা’লা তাকে কোন না কোন নিদর্শন নিশ্চয় দেখাবেন। তিনি মুসলমান হওয়ার শর্তেও এক বছরের মধ্যে নিদর্শন দেখানোর প্রতিশ্রুতি দান করেন। বস্তুতঃ অধিকাংশ বিরুদ্ধবাদীদের হৃদয়ে সততা নেই আর তাদের মানসিকতা সুস্থ নয়। ঈমানের প্রতি তাদের বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। তারা খোদার প্রেরিতদের শত্রুতা, বিদ্বেষ এবং ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে থাকে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার ফন্দিফিকির এবং মিথ্যা প্রয়োগ করে দেখে। এমতাবস্থায় তারা কিভাবে নিদর্শন দেখার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারতেন? হযরত মসীহ (আ.) বলেন:

“ হে আমার বিরুদ্ধাবাদী মৌলবীগণ! যদি তোমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকে তবে এস! কিছুদিন আমার সাহচর্যে অবস্থান কর। যদি খোদার নিদর্শন না দেখতে পাও তবে আমাকে ধরবে আর যেভাবে পারবে আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে। আমি ‘হুজ্জত’ পুরণ করে দিয়েছি। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত এই ‘হুজ্জত’ খণ্ডন না কর, তোমাদের কাছে কোন উত্তর নেই। খোদার নিদর্শন বৃষ্টিধারার মত বর্ষিত হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে কি কেউ নেই যে সত্য মনে আমার কাছে আসবে। একজনও কি নেই? ”

(পরিশিষ্ট, আঞ্জাম আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলাম গ্রহণের শর্তে রাণী ভিক্টোরিয়াকেও নিদর্শন দেখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন-

‘যদি মহারাণী ভিক্টোরিয়া আমার দাবির সত্যতার জন্য আমার কাছে নিদর্শন দেখতে চান, তবে আমি বিশ্বাস করি, এক বছর পূর্ণ হতে না হতেই সেই নিদর্শন প্রকাশ পাবে। আর কেবল এখানেই শেষ নয়, বরং দোয়া করতে পারি যে, এই অন্তর্বর্তী সময়টুকু সুখে সাচ্ছন্দে অতিবাহিত হবে। কিন্তু যদি কোন নিদর্শন প্রকাশিত না হয় আর আমি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হই, তবে মহারাণীর সিংহাসনের সামনে ফাঁসির শাস্তি মাথা পেতে নিব। এই সমস্ত ‘ইলহা’ এই কারণে যাতে আমাদের হিতৈষীণী মহারাণী আকাশের সেই খোদার স্মরণ করেন যার থেকে এই যুগের খৃষ্টানরা উদাসীন।”

(তোহফা কায়সেরিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড- ১২, পৃ: ২৭৬)

‘আমাকে কুরআন করীমের ‘হাকায়েক ও মারেফ বর্ণনা করার নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। কেউ এর মোকাবেলা করতে পারবে না। ”

(জরুরাতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ৪৯৬ টিকা)

আব্দুল হকের দলবল হোক বা বাটালবীর দলবল, আমি সংবাদ পেয়ে সমস্ত বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে দৃপ্ত কণ্ঠে এবিষয়রে প্রতি আহ্বান করেছি যে আমাকে কুরআনের মা’রেফাত ও তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া হয়েছে। তোমাদের মধ্যে কারো এমন শক্তি নেই যে আমার মোকাবেলায় কুরআন করীমের হাকায়েক ও মারেফ বর্ণনা করতে পারে। অতএব এই ঘোষণার পর আমার বিরুদ্ধে এদের মধ্যে কেউই এল না। এবং নিজেদের অজ্ঞতার উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, যা সকল লাঞ্ছনার মূল।”

(আঞ্জাম আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৭)

তিনি আরবীতে পূর্ণরূপে পারদর্শী ছিলেন। উর্দু এবং ফার্সিতে তাঁর অসাধারণ দখল ও অবাধ বিচরণ ছিল। মুসলমান উলেমারা বিদ্বেষ ও শত্রুতা এবং মিথ্যার দ্বারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এই গুজব ছড়ায় যে, তিনি (আ.) আরবী এবং কুরআনের বিষয়ে অনভিজ্ঞ। অথচ আরবীতের তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা’লাও তাঁকে এক্ষেত্রে আরও ব্যপকতা দান করেন। একই রাত্রিতে তাঁকে আরবীর চল্লিশ হাজার ‘রুট’ আল্লাহ্ তা’লা শেখান এবং মোজেযা স্বরূপ তাঁকে আরবী ভাষার এমন বাগ্মিতা দান করেন যে, আরবের উলেমারা তাঁর নযম ও কবিতা দেখে হতভম্ব হয়ে যায় এবং প্রকাশ্যে স্বীকার করে যে, কোন আরবীভাষীও এমনটি লিখতে পারে না। অনারব তো দূরের কথা, আরবের বড় বড় আলেমরাও তাঁর সঙ্গে নযম ও কবিতা লেখার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস পায় নি। তাঁর পক্ষ থেকে আরবীর বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় ২২টি পুস্তক প্রকাশিত হয়, অথচ তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা সেগুলির বিপক্ষে একটি ও পুস্তক রচনার তৌফিক পায় নি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

“একদা আমার উপর ইলহাম হল الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ يَا اَحْمَدُ فَاضَتِ الرَّحْمَةُ عَلٰى شَفَتَيْكَ অর্থাৎ হে আহমদ! খোদা তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন এবং তোমার ওষ্ঠদ্বয়ে করুণাধারা উৎসারিত হয়েছে। এই ইলহামটি এইরূপে আমার বোধগম্য হয়েছে যে, মোজেযা ও নিদর্শন হিসেবে কুরআন এবং কুরআনের ভাষার সাপেক্ষে দুই প্রকারের নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে। (১) উৎকৃষ্টমানের মারেফ ফুরকানে হামীদ অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে আমাকে শেখানো হয়েছে যে বিষয়ে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। (২) দ্বিতীয়ত কুরআনের ভাষা অর্থাৎ আরবীতে সেই বাগ্মিতা ও রচনা-শক্তির উৎকর্ষ আমাকে দান করা হয়েছে যে, যদি সমস্ত বিরুদ্ধবাদীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েও এক্ষেত্রে আমার মোকাবেলা করতে চায় তবে তারা ব্যর্থ হবে এবং দেখতে পাবে, আমার লেখনীতে মা’রেফাত ও তত্ত্বজ্ঞান ও তীক্ষ্নতাসহ যে মধুরতা, বাগ্মিতা ও রচনার উৎকর্ষতা রয়েছে তা তাদের সঙ্গীসাথি, শিক্ষক এবং বুযুর্গদের (লেখনীতে)মোটেই নেই। এই ইলহামের পর আমি কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত ও সূরার তফসীর লিখেছি এবং বাগ্মিতাপূর্ণ আরবীতে একাধিক পুস্তক রচনা করে বিরুদ্ধবাদীদেরকে এগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার করার আহ্বান জানিয়েছি, বরং তারা যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে তবে এর জন্য বড় বড় পুরস্কার ধার্য করেছি। তাদের মধ্যে যারা খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন, যেমন- মিঞা নাযীর হোসেন দেহেলবী এবং ইশায়াতুস সুন্নাহ্ পত্রিকার সম্পাদক আবু সাঈদ মহম্মদ হোসেন বাটালবী। এদেরকে আমি বারবার এবিষয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি যে, যদি কুরআনের জ্ঞানের বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্রও দখল থাকে বা আরবী ভাষায় আয়ত্ব থাকে বা আমার মসীহ হওয়ার দাবীতে তারা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তবে এই হাকায়েক ও মারেফপূর্ণ বাগ্মিতার নজির পেশ করুক। আমি নিজের পুস্তকাবলীতে দাবির সঙ্গে একথা লিখেছি যে, এটি শক্তিবৃত্তের উর্দ্ধে এবং খোদা তা’লার নিদর্শন। কিন্তু এরা এগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অক্ষম। তারা এই সমস্ত মা’রেফাত ও তত্ত্বজ্ঞানের নজিরও পেশ করতে পারে নি, যেগুলি আমি কিছু কুরআনী আয়াত ও সূরার তফসীর লেখার সময় নিজের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছিলাম, আর সেই সমস্ত বাগ্মিতাপূর্ণ পুস্তকের মত দুটি ছত্র লিখতে পারে নি যা আমি আরবীতে রচনা করে প্রকাশ করেছিলাম। অতএব, যে ব্যক্তি ‘নুরুল হক’ এবং কিরামাতুস সাদেকীন এবং সিররুল খুলাফা এবং ইতমামুল হুজ্জা প্রভৃতি আমার আরবী পুস্তিকাগুলি পাঠ করেছে এবং আঞ্জামে আথাম এবং নাজমুল হুদার আরবী বিষয়বস্তু দেখেছে সে উপলব্ধি করবে যে, এই পুস্তকগুলিতে কিরূপ সুস্পষ্ট বাক্যালংকার এবং বাগ্মিতাকে ছন্দ ও কবিতার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আর কেমন জোরালো ভঙ্গিতে সমস্ত বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদের কাছে দাবি জানানো হয়েছে যে, যদি তাদের কাছে কুরআনের জ্ঞান এবং বাগ্মিতার কোন অংশ থাকে তবে এই পুস্তকগুলির দৃষ্টান্ত পেশ করুক, অন্যথায় এই কাজকে খোদার তা’লার পক্ষ থেকে মনে করে আমার সত্যতার নিদর্শন আখ্যা দিক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, এই মৌলবীরা না অস্বীকার করা ত্যাগ করল, না আমার পুস্তকাবলীর দৃষ্টান্ত পেশ করতে সক্ষম হল। যাইহোক তাদের উপর খোদার ‘হুজ্জত’ পূর্ণ হল এবং তারা এই অভিযোগের নীচে চলে আসল যার নীচে সমস্ত অমান্যকারীরা রয়েছে যারা খোদা তা’লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের অবাধ্যতা করেছে। ”

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ২৩০, নিদর্শন নং- ৩০)

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিকট কতিপয় গোপন রহস্যাবলী উন্মোচন করেন, যা তিনি নিজ নৈকট্যভাজনদের নিকটই করে থাকেন। যেমন হযরত ঈসা (আ.) স্বাভাবিক আয়ু লাভ করে নবীদের ন্যায় মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি সিরিয়া, ইরান এবং আফগানিস্তানের পথে হিজরত করে কাশ্মীরে আশ্রয় নেন এবং শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লায় তিনি সমাহিত আছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তিনি প্রমাণ করেন যে, আরবী হল 'উম্মুল আলসিনা' অর্থাৎ সমস্ত ভাষার জননী।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জন্য বড় বড় নিদর্শন এবং মোজেযা প্রদর্শন করেন। যেমন-প্লেগের প্রাদুর্ভাব তাঁর সত্যতার সব থেকে বড় নিদর্শন। তিনি সময়ের পূর্বেই দেশে প্লেগের মহামারির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এবং ঘোষণা করে ছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যদি দেশে প্লেগ না ছড়ায় তবে ধরে নিও আমি মিথ্যাবাদী। লোকেরা তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে। অবশেষে প্লেগ পাঞ্জাব এবং ভারতের বিভিন্ন শহরে ভয়াবহ মহামারির রূপ ধারণ করে এবং এর এমন প্রকোপ দেখা যায় যে ভারতের শত শত বছরের ইতিহাসে যার নজির পাওয়া যায় না। কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু হয়। মানুষের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, এই প্লেগ মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন। এরফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর উপর ঈমান আনে।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে ইলহামের মাধ্যমে বলেন- 'ইন্নাহু আওয়াল কারইয়াতা' অর্থাৎ তিনি কাদিয়ানকে প্লেগের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখবেন। সৈয়্যাদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সমস্ত ধর্মের অনুসারী এবং অনুরূপভাবে বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, প্রত্যেক ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে হতে যে নিজ তার নিজ ধর্মের সত্যতা প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান- তাঁর জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং অগ্রসর হয়ে প্রথমে কাদিয়ানের নাম উপস্থাপন করেছেন। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও নিজেদের কোন কোন স্থান বা শহরের নাম নিক এবং ইশতেহার প্রকাশ করুক যে, সেই স্থান বা শহর প্লেগ থেকে নিরাপদ থাকবে। * আর্য সমাজীরা যদি বেদকেই সত্য মনে করে তাহলে তাদের উচিত বেনারস শহর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে দেওয়া যে, এই শহর বেদ গ্রন্থের একটি শিক্ষার পীঠস্থান স্বরূপ। সুতরাং তাদের পরমেশ্বর প্লেগের আক্রমণ হতে এই শহরকে রক্ষা করবেন। * অনুরূপভাবে সনাতন ধর্মীদের উচিত তারা যেন কোন শহর, যেখানে অনেক বেশি গরু আছে, যেমন এ টি অমৃতসর শহর হতে পারে। তাহলে অমৃতসর সম্পর্কে তারা যেন ভবিষ্যদ্বাণী করে দেয় যে, গরুর কল্যাণে এ শহরে প্লেগের আক্রমণ হবে না। আর যদি এমন হয় যে, গরুরা এমন মোজেযা প্রদর্শন করে দেখায় তবে এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় হবে না যে, সরকার হয়তো এই মোজেযা প্রদর্শনকারী পশুটির নিধন নিষিদ্ধ করে দিবেন। *অনুরূপভাবে খৃষ্টানদের উচিত কলকাতা শহর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে দেওয়া যে, এখানে প্লেগের আক্রমণ হবে না। কারণ বৃটিশ ভারতে বড় বিশপ কলকাতায় অবস্থান করেন। * অনুরূপভাবে মিয়া শামসুদ্দীন এবং আঞ্জুমানে হোমায়েতে ইসলাম লাহোরের সদস্যগণের উচিত লাহোর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে দেওয়া যে, এই শহর প্লেগের আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকবে। *মুন্সী এলাহি বকস অ্যাকাউনটেন্ট যিনি ইলহাম প্রাপ্তির দাবী রাখেন, তার জন্যও এটা একটা ভাল সুযোগ। তিনি নিজ ইলহামী সাহায্যে লাহোর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে আঞ্জুমান হেমায়েতে ইসলাম লাহোরকে সাহায্য করতে পারেন। *এটাও সমীচীন হবে, আব্দুল জাব্বার ও আব্দুল হক সাহেব অমৃতসর শহর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে দেন। ওয়াহাবীয়া ফিরকার মূল শিকড় যেহেতু দিল্লী শহরে, অতএব এটাই সংগত হবে যে, মৌলবী নাযির হোসেন এবং মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন দিল্লী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন যে, এটা প্লেগের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে। মোটকথা, এভাবে সমগ্র পাঞ্জাব এই ভয়ংকর রোগের আক্রমণ হতে নিরাপদ হয়ে যাবে। গভর্ণমেন্টও টাকা খরচ না করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। যদি উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ এরূপ না করেন, তবে একথাই প্রমাণিত হবে যে, প্রকৃত সত্য খোদা তিনিই, যিনি কাদিয়ানে রসূল পাঠিয়েছেন। অবশেষে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, এ সমস্ত মানুষ যাদের মধ্যে ইলহাম প্রাপ্ত মুসলমান ব্যক্তিরা এবং আর্য সমাজী পণ্ডিতরা, খৃষ্টানরা পাদ্রীরাও আছেন। এরা সবাই যদি চুপ করে থাকেন তাহলে প্রমাণিত হয়ে যাবে, এরা সবাই মিথ্যা এবং একদিন আসবে যখন কাদিয়ান সূর্যের মত ঝলমল করবে এবং দেখিয়ে দিবে ওটা একজন সত্যবাদীর অবস্থানস্থল।" (দাফেউল বালা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ২৩১)

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সমর্থন এবং সত্যতা প্রকাশের জন চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের মহান নিদর্শন প্রকাশ করেন। প্রতিশ্রুতি মাহদীর পক্ষে এটি আঁ হযরত (সা.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা যথাসময়ে পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতার সঙ্গে হযরত মহম্মদ (সা.)-এর এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে মুসলমান উলেমরা আপত্তি উত্থাপন করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যাবতীয় আপত্তির অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত উত্তর প্রদান করে তাদেরকে নিরুত্তর করে দেন। তিনি বড় বড় পুরস্কার ধার্য করেন এবং তদেরকে সেই সমস্ত দলিল খণ্ডন করে দেখানোর চ্যালেঞ্জ জানান। পাঠকবর্গ এই চ্যালেঞ্জগুলি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনা 'নুরুল হক (দ্বিতীয় ভাগ), তোহফা গোল্ডবিয়া, আঞ্জামে আথাম ও প্রভৃতি পুস্তকে অধ্যয়ন করতে পারেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" ন্যায় বিচার করা উচিত যে, কোন পরাক্রম এবং দীপ্তির সাথে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে এবং আমাদের দাবীর সপক্ষে আকাশ সাক্ষী দিয়েছে, কিন্তু এই যুগের অত্যাচারী মৌলবীরা এটিকেও অস্বীকার করে। বিশেষ করে দাজ্জালদের সর্দার আব্দুল হক গযনবী এবং তার পুরো দল। عَلَيْهِمْ نِعَالُ لَعْنِ اللهِ اَلْفَ اَلْفَ مَرَّةٍ তার নোংরা ইশতেহারে বার বার একথার পুনরাবৃত্তি করেছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি।"

(পরিশিষ্ট আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৩০)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

'ভবিষ্যদ্বাণীরও অর্থ এটিই যে, সত্য হোক বা মিথ্যা, এই নিদর্শন অন্য কোন দাবিদারকে দেওয়া হয় নি, কেবল মাহদী মওউদ কে দেওয়া হয়েছে। এই অত্যাচারী মৌলবীরা যদি এই ধরণের চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ অন্য কোন দাবিকারকের যুগে উপস্থাপন করতে পারে তবে তা করে দেখাক। এরফলে আমি নিঃসন্দেহে আমি মিত্যা প্রতিপন্ন হব, অন্যথায় আমার প্রতি শত্রুতার কারণে এমন মহান নিদর্শনকে অস্বীকার যেন না করে।

(পরিশিষ্ট আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৩২)

যেরূপ একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতাকে যথার্থরূপে বর্ণনা করা বেশ দুরূহ কাজ। কয়েকটি দিকের উপর আমরা যৎসামান্য আলোচনা করেছি মাত্র। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের বক্ষ উন্মোচিত করুন এবং তাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা অনুধাবন করার এবং এই ঐশী জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

(মনসুর আহমদ মাসরূর)

تَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيَةٌ

(দোয়া পরিত্যাগ করা পাপ)

অর্থাৎ যারা মনে করে যে, খোদা তা'লা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন। অতএব তাঁর কাছে দোয়া বৃথা কর্ম, তাদের কাছে এই হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য।

জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যদের জন্য কাদিয়ান জলসা সালানা (২০১৮ সাল) কল্যাণময় হোক

দোয়াপ্রার্থী:

মির্যা নাঈমা বেগম, জামাত আহমদীয়া বিথারী, উঃ ২৪ পরগনা